(সংশোধিত)

প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী

বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

(সংশোধিত)

প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী

বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পরীক্ষামূলক প্রকাশ ঃ

এপ্রিল, ১৯৯১

প্রকাশনায় ঃ

বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ।

সহযোগিতায় ঃ

রাজ্য শিক্ষা ও গবেষণা পর্যদ, পশ্চিমবঙ্গ।

প্রস্তাবনা

বেশ কয়েক বছর ধরেই রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকারের চিন্তাভাবনায় বিদ্যালয় শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের যে সামগ্রিক প্রকল্প এই অধিকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান তথা দায়িত্বে অর্পিত, তার একটি বিস্তৃত সমীক্ষা, মূল্যায়ন তথা পরবর্তী কর্মপদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন ধরা পড়ছিল। শিক্ষক-প্রশিক্ষণের যে পাঠ্যক্রম বিগত এক দশকেরও বেশি সারা রাজ্যে প্রচলিত রয়েছে তার পরিবর্তনের কতকগুলি ক্ষেত্র বার বার এই অধিকারের সামনে দেখা দিচ্ছিল। বিগত কয়েক বছরের দীর্ঘমেয়াদী তথা ৪/৫ বছরের রাজ্যব্যাপী স্বল্পকালীন কেন্দ্রীয় প্রকল্পাধীন স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ধরা পড়ছিল যে প্রচলিত পাঠ্যক্রমটি তার বিষয়গত দিক থেকে, পদ্ধতিগত দিক থেকে, সামগ্রিকতায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ব্যাপক অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাঁদের আচরণগত দিক থেকে পরিবর্তিত হওয়া দরকার। মূলতঃ কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পরীক্ষার সামর্থ্য অর্জনে সহায়তাতেই প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, ব্যাপ্তি তথা সমৃদ্ধকরণের প্রচেষ্টা বিগত ৪ দশকেরও বেশী সময়ে অনেকখানিই হয়েছে। আবার শিক্ষকদের সাধারণভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহনে অনীহা— এ ব্যাপারটিও তো অসত্য নয়! শতকরা হিসাবে মোট আসন সংখ্যার সত্তর ভাগ যেখানে কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য সংরক্ষিত, তা আজ ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে এসে দাঁড়িয়েছে এমন একটা জায়গায় যা শুধু শোচনীয়ই নয়, রীতিমতো হতাশাব্যঞ্জকও বটে। সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে জানা যাচ্ছে ১৯৯০-৯১-র শিক্ষাবর্ষে রাজ্যব্যাপী ৫৮টি প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রে মোট ৩৮১৬ শিক্ষক আসনের ১৯৩৪ গুলিকেই (প্রায় ৫০ শতাংশ) কাজে লাগানো যায়নি।

অপঠিত এই বিরাট অংশ এই সব কেন্দ্রের পরিকল্পনায়, পঠন-পাঠনে কার্যকারিতায় সংগত-ভাবেই একটি প্রশ্নের সম্মুখীন করে দিচ্ছে আমাদের—কাদের জন্য শিক্ষা? অথচ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন এমন প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকের সংখ্যাতো এ রাজ্যে কম নয়—বরং আশংকাযুক্ত ভাবেই বেশি এটাও তো স্বীকৃত সত্য। মাধ্যমিক স্তরের তুলনায় অ-প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক সংখ্যা প্রাথমিক স্তরে অনেক বেশী, কিন্তু তবু আমাদের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রায় সব কেন্দ্রগুলিই শিক্ষার্থী সংখ্যার স্বল্পতায় ভুগছে। ব্যাপারটি গভীরতর বিবেচনা তথা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের অপেক্ষা রাখে। ১৯৯১-৯২ শিক্ষা বর্ষ থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে কতকগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টাতেই পাঠ্যক্রম শিক্ষা সূচীর বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশিত হ'ল। রাজ্যের প্রাথমিক স্তরের ৫৮টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান একই শিক্ষাবর্ষ, একই নামকরণ তথা একই পাঠ্যক্রমের আওতার মধ্যে এসেছে। এগুলি সবার জন্যই এই পরিবর্তিত পাঠ্যক্রম

পরিকল্পিত হয়েছে। 'পরীক্ষামূলক'-ভাবে এই পাঠ্যক্রম দু'বছর চালু রাখার পর বিষয়টি পুনমূল্যায়নের সম্মুখীন হবে এবং তখন সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ—শিক্ষক-শিক্ষণের প্রধানগণ, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা / শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ, শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ, প্রাসঙ্গিক শিক্ষা ভাবনার সংগে যুক্ত ব্যক্তিরাই তথা রাজ্য শিক্ষা ও গবেষণা পর্ষদ ও রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার—তাঁদের মতামত রাখবেন ও প্রয়োজনীয় কর্ম অধ্যায় রচনা করবেন—এমন আশা রইল।

বর্তমান সংস্করণটি প্রস্তুতিকরণে রাজ্য শিক্ষা ও গবেষণা পর্ষদ যে সক্রিয় সহযোগিতা দিয়েছেন রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার তা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছেন। রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতি বিধানে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে অন্য যাঁরা কোনো-না-কোন স্তরে এই প্রকল্পে যুক্ত থেকেছেন, রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষাধিকার তাঁদের সহযোগিতা তথা সুপারিশসমূহ উপস্থাপনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

যাঁদের জন্য এই প্রকল্প তাঁদের সত্যকার উপকারে তথা বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই সংশোধিত পরীক্ষামূলক পাঠ্যক্রম তার যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে—এই আশা রইল। এই পাঠ্যক্রমের সমৃদ্ধিকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকেই বাস্তব সম্মত প্রস্তাব সাদরে বিবেচিত হবে।

দেবব্রত ঘোষ
বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা,
পশ্চিমবঙ্গ।

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা নং

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয়-শিক্ষা-অধিকার প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সংস্কার বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদকে অনুরোধ করেন।

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ ১৯৯০ সালের ৮ই ও ৯ই মার্চ বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ ও ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতামত নিয়ে কিছুটা প্রস্তুতিমূলক কাজ করেন এবং অতঃপর শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্য্যায়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে ছয় দিনের এক কর্মশালার আয়োজন করেন।

কর্মশালায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে,

(ক) প্রাথমিক শিক্ষার যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বর্তমানে প্রচলিত আছে তাকে সর্বোত্তম-ভাবে পরিচালনা করার যোগ্যতা অর্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী রচিত হওয়া উচিত;

(খ) পশ্চিমবঙ্গে এখন যে বিভিন্ন ধরণের প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের পাঠ্যসূচী প্রচলিত আছে সেগুলির বদলে একই ধরনের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই দুটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে কর্মশালায় নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষণের (Jr. Basic Training) এবং সিনিয়র ট্রেনিং স্কুল/কলেজ ও অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের প্রচলিত পাঠ্যসূচী তথা ১৯৮৮ সালের শিক্ষা কমিশনের প্রাসঙ্গিক সুপারিশসমূহও আলোচিত হয়।

এই কর্মশালায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থাগুলির উদ্দেশ্য যেহেতু অভিন্ন সেহেতু এদের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর মধ্যে বর্তমানে যে পার্থক্য রয়েছে, অনতিবিলম্বে তা দূর করা প্রয়োজন এবং সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থায় একই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রবর্তন করা কাম্য।

এ প্রসঙ্গে স্থির হয় যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য নিয়োজিত সকল সংস্থার নামকরণ একই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নামকরণ প্রসঙ্গে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থাগুলি সম্পর্কে সরকারের পূর্বতন ঘোষণাসমূহ ও প্রশিক্ষণের মান ইত্যাদি বিবেচনা করে এই প্রশিক্ষণ যে মাধ্যমিক-উত্তর (Post Secondary) সেটা নামকরণের মাধ্যমে প্রতিফলিত হওয়া উচিত এবং এই সংস্থাগুলিতে কর্মরত অধ্যাপক ও শিক্ষকমণ্ডলী প্রবেশিকা-উত্তর (Post Secondary) স্তরের মর্যাদা (Status) থেকে বঞ্চিত না হয় তাও দেখা দরকার।

প্রশিক্ষণ কাল ঃ

প্রাথমিকস্তরের শিক্ষকের কাজ, দায়দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই, জটিলও। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে এক বৎসর সময়-সীমার মধ্যে এই শিক্ষণ পরিচালনা অত্যন্ত কঠিন। কোঠারী কমিশনও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আগের সিলেবাস কমিটির সাথে সহমত হয়ে এই কর্মশালায় এবারও এই মত ব্যক্ত করা হয়েছে যে প্রশিক্ষণকাল অন্ততঃপক্ষে দুই বৎসরের হওয়া উচিত এবং তার মান উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বৃত্তিমূলক শাখাগুলির সমতুল হওয়া উচিত।

এই প্রশিক্ষণের পরেও কর্মরত শিক্ষকদের জীবনব্যাপী মাঝে মাঝে আরও শিক্ষার In-Service Training ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

এই মুহূর্তে দুই বৎসরের শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রশাসনিক কারণে অসুবিধাজনক হলে, নিতান্ত সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে একবছরের প্রশিক্ষন প্রচলিত থাকতে পারে। আপাততঃ প্রশিক্ষনকাল একবৎসর চলবে ধরে নিয়ে এই প্রশিক্ষণসূচী প্রস্তাবিত হল।

ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা ও বয়ঃসীমা ঃ

ক) বহিরাগতদের ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আদিবাসী বা তপশীলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযুক্ত হবে।

খ) বয়ঃসীমা :—১) বহিরাগত সাধারণ প্রার্থীর পক্ষে ন্যূনতম ১৮ এবং উর্ধতম ২৫ বৎসর।
২) বহিরাগত আদিবাসী ও তপশীলি প্রার্থীর পক্ষে ন্যূনতম ১৮ এবং উর্ধতম ৩০বৎসর
৩) প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রাক্তন কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত উর্ধসীমা মানা হবে।

কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রে গুণগত যোগ্যতা তথা উর্ধতম বয়ঃসীমা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত হবে।

৪। শিক্ষণ প্রাপ্তদের নিয়োগ ঃ—

ক) প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শিক্ষণ প্রাপ্তদেরই নিযুক্ত করা বাঞ্ছনীয়।

খ) উচ্চবিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সংযুক্ত পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠদানের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষন প্রাপ্তদের অথবা বি. এড কোর্সে যাদের 'প্রাথমিক শিক্ষা' বিশেষ পত্র ছিল তাদেরই সুযোগ দেওয়া উচিত।

৫। বহিরাগত প্রার্থী নির্বাচন ঃ—

প্রতি জেলায় একটি করে প্রার্থী নির্বাচনী কমিটি থাকবে। কমিটিতে জেলায় অবস্থিত শিক্ষণ সংস্থার অধ্যক্ষগণ একজন করে অধ্যাপক এবং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাঃ শিঃ) থাকবেন। প্রতিষ্ঠানের আসন সংখ্যার ১ : ১০ [বর্তমানে ১ : ৫ হার চালু আছে।] অনুপাতে মাধ্যমিক বা তার সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষায় ডাকা হবে।

মোট ৫০ নম্বর নির্বাচনী পরীক্ষায় থাকবে এবং তা নিম্নরূপে বণ্টিত হবে।

ক) মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ—	১ম বিভাগ—	১৫
	২য় বিভাগ—	১২
	৩য় বা অন্যান্য—	১০

খ) সহপাঠ্যক্রমিক কাজকর্ম (Performance and Certificate) ১০+১০

*গ) লিখিত পরীক্ষা— ১০

ঘ) মৌখিক পরীক্ষা— ৫

* লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র গণিত, ভাষা ও সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন থাকবে। পরীক্ষার মান প্রবেশিকা স্তরের মত হবে। জেলা নির্বাচনী কমিটি এ পরীক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের সহায়তায় পরিচালনা করবেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে বহিরাগত প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা স্থগিত থাকবে।

৬। শিক্ষাবর্ষ ঃ—

শিক্ষাবর্ষ ১লা জুলাই থেকে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত হবে।

৭। ছাত্র সংখ্যায় সমতা ঃ—

কর্মশালায় অভিমত এই যে, সুষ্ঠু পঠন পাঠন ও পরিচালনার জন্য শিক্ষণ সংস্থাগুলিতে ন্যূনতম ছাত্র সংখ্যা ৬০ এবং উর্ধতম সংখ্যা ১২০ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৮। প্রতিবন্ধী শিক্ষক / বহিরাগত প্রার্থীদের শিক্ষক নির্বাচন করা হবে, কিভাবে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বিশেষ করে লিখিত পরীক্ষাগুলির বাইরের অংশে।

পরীক্ষা ও পরিদর্শন ব্যবস্থা ঃ—

(ক) অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ পরীক্ষার যুগ্ম বিচারে ছাত্রছাত্রীর সাফল্য স্থির করা হবে। এই কর্মশালা ধারাবাহিক অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। ব্যবহারিক, পর্য্যবেক্ষণ ও তাত্ত্বিক বা লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হবে।

(খ) প্রতিটি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শ্রেণীতে ৮০ শতাংশ উপস্থিত না থাকলে কোনো ছাত্রের শেষ পরীক্ষা দেবার অনুমতি পাওয়া উচিত নয়।

(গ) পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা, সংগঠন, পর্য্যালোচনা ইত্যাদি নানা কাজের মূল্যায়ণের জন্য এবং পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার সুপারিশের জন্য রাজ্যশিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের নিয়ন্ত্রণে একটি সর্বোচ্চ কমিটি (Apex Committee) থাকবে। ঐ কমিটিতে অধ্যক্ষ মণ্ডলী, অধ্যাপক মণ্ডলী, বিদ্যালয় শিক্ষা-অধিকর্তা এবং প্রধান পরীক্ষকদের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

(ঘ) রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের উপর শিক্ষণ সংস্থাগুলির কাজকর্ম পর্য্যালোচনা, পরিদর্শন ও মান উন্নয়ন বিষয়ক দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে ন্যস্ত হওয়া উচিত।

স্টাফ প্যাটার্ণ ঃ—

শিক্ষণ-সংস্থাগুলিতে সুষ্ঠুভাবে পঠন পাঠন ও প্রশাসনিক কাজ কর্ম্ম চালাবার জন্য ক্রমান্বয়ে বিষয় অনুযায়ী অধ্যাপক নিয়োগের একই রীতি প্রবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কর্ম্মশালায় একটি সংস্থার জন্য ন্যূনতম যে Staff Pattern প্রস্তাবিত হয়েছে যা অবিলম্বে কার্য্যকরী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(১)	অধ্যক্ষ—	১	
(২)	অধ্যাপক—	৩ (বিজ্ঞান/গণিতের জন্য ১ জন)	
(৩)	সঙ্গীত/কলা/শিল্প/ শারীর শিক্ষা	৩	৭
(৪)	গ্রন্থাগারিক—	১	
(৫)	এ্যাকাউন্টস্ ক্লার্ক—	১	
(৬)	করণিক কাম্ টাইপিষ্ট—	১	
(৭)	গ্রুপ ডি— সুইপার-১, নৈশপ্রহরী-১, পিওন-২ মালী ইত্যাদি-২	৬	৯
			১৬ জন

পাঠদান অভ্যাস ঃ—

পাঠদান অভ্যাস কালে প্রদর্শনী পাঠ ও সমালোচিত পাঠ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষণ সংস্থার দুই কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত প্রাথমিক ও নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষণ সংস্থায় নিয়ে আসার ব্যাপারে যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের মূল্যায়ণ ঃ—

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ণ যথাযথ করতে হলে অন্যান্য বিষয়ের মত এক্ষেত্রেও বহিঃ পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। কিন্তু উক্ত বহিঃপরীক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করার পূর্বে বহিঃপরীক্ষা ব্যবস্থার সম্ভাব্য পরিকাঠামো রচনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে তবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী।

খেলাধূলা ও শরীরচর্চা সম্পর্কে অভিমত ঃ—

কর্মশালায় ঠিক হয়েছে— যদি খেলাধূলা ও শরীরচর্চা শিক্ষার উপর যথার্থ গুরুত্ব দিতে হয় তাহলে ঐ বিষয়ে ১০০ নম্বর নির্ধারিত করা প্রয়োজন। বর্তমানে প্রশাসনিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার জন্য এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা না গেলে পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যদি ভবিষ্যতে বিষয়টির জন্য ১০০ নম্বর নির্ধারিত হয় তবে তার জন্য ভিন্ন পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা বিধেয়। এই কথা বিবেচনা করে ১০০ নম্বরের একটি বিকল্প পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে।

সংযোজন ঃ

খেলাধুলা ও শরীরচর্চা

পূর্ণমান—১০০

(বিকল্প পাঠ্যসূচী)

উদ্দেশ্য—

১। প্রাথমিক স্তরের শিশুদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক ও নৈতিক বিকাশ সাধনের জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে শিশুদের স্বাস্থ্য, খেলাধূলা ও শরীর চর্চা সম্বন্ধে তাত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করা ;

২। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজেদের শারীরিক যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য খেলাধূলা ও শরীর চর্চার অভ্যাস গঠন এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সুঅভ্যাস গঠনে সহায়তা করা ;

৩। বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষককে শারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে সমানভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণে সক্ষম করে তোলা ;

৪। প্রাথমিক শিক্ষককে তাঁর বিদ্যালয়টি যে এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকায় শারীর শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন সামাজিক কাজে এবং ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানা ধরণের কর্মসূচীতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ এবং প্রয়োজনে নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করা।

নম্বর বিভাজন ঃ

পূর্ণমান—১০০

তাত্ত্বিক—৫০		ব্যবহারিক—৫০	
আভ্যন্তরীণ—১০	বহিঃ—৪০	আভ্যন্তরীণ—২০	বহিঃ—৩০
	স্বাস্থ্যশিক্ষা—১৫	১) উপস্থিতি	১) মৌখিক—৫
	শারীরশিক্ষা—২৫	২) ব্যক্তিগত শারীরিক যোগ্যতা	২) ব্যক্তিগত শারীরিক যোগ্যতা—১০
	লিখিত পরীক্ষা	৩) শ্রেণী পরিচালনার দক্ষতা	৩) শ্রেণী পরিচালনা-১০
		৪) পাঠটীকা	৩) পাঠটীকা—৫

ঃ পাঠ্যসূচী ঃ

ক) শারীর শিক্ষা (তাত্ত্বিক)

১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শারীরশিক্ষার সমস্যা

২। শারীর শিক্ষা কী ও কেন ? প্রাথমিক শিক্ষায় শারীরশিক্ষার আবশ্যকতা।

৩। শারীর শিক্ষার মূলনীতি।

৪। ৬-১১ বছরের শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ; চাহিদা ও বৈশিষ্ট্য।

৫। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের (৬—১১ বছর) স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপগুলির ফলাফলগুলি অনুশীলনের গুরুত্ব (চলা, বসা, ওঠা)

৬। শারীর শিক্ষার শ্রেণী পরিচালনা— (পদ্ধতি প্রদর্শন, সামগ্রিক-আংশিক অনুকরণ, দলগত অনুশীলন, শ্রেণী গঠন (লাইন, ফাইল, অর্ধবৃত্ত, বৃত্ত), আদেশ (সাড়া, ছন্দ, বাঁশি), পরিদর্শন, সংশোধন ;

৭। শ্রেণী পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা , শিক্ষোপকরণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

৮। প্রাথমিক স্তরের শিশুদের মানসিক বৈশিষ্ট্য ও শারীরিক সামর্থ্য অনুসারে শারীর শিক্ষার কার্য্যক্রমের বিন্যাস ;

৯। বাৎসরিক পরিকল্পনা ও রূপায়ণ—দৈনিক পাঠটীকা রচনা—খেলার মাঠ, খেলার উপকরণ—যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ।

১০। প্রধান প্রধান খেলার নিয়মাবলী ও তার সংগঠন—এ্যাথলেটিক্স (ক) কাবাডি, খোখো, দাঁড়িবান্ধা খ) ফুটবল, ভলিবল, হ্যাণ্ডবল, সফ্টবল (Soft ball), থ্রোবল (Throw ball)

১১। শারীর শিক্ষার কার্যাবলীর মূল্যায়ন—(শক্তি, গতি, সহনশীলতা, ক্ষিপ্রতা, নমনীয়তা বিষয়ক নির্দ্ধারিত অভীক্ষা)।

১২। প্রতিবন্ধীদের জন্য শারীরশিক্ষার বিশেষ শিক্ষণ পদ্ধতি।

(খ) শারীর শিক্ষা (ব্যবহারিক)

১। ৬-১১ বৎসরের শিশুদের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপগুলির (হাঁটা, বসা ইত্যাদির) যথাযথ অনুশীলন ও প্রয়োগ।

২। মাইনর গেমস্ (Minor Games)—(ক) অনুকরণ জাতীয় খেলা, (খ) তাড়াকরা জাতীয় খেলা, (গ) গল্পচ্ছলে খেলা, (ঘ) ছড়ার মাধ্যমে খেলা, (ঙ) রীলে জাতীয় খেলা।

৩। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কার্যকলাপ ও ভারসাম্যমূলক কার্যকলাপ।

৪। যোগাসন ও জিমনেষ্টিক্স।

৫। এ্যাথলেটিক্স্—দৌড়, লম্ফন, নিক্ষেপন।

৬। ছন্দোবদ্ধ ক্রিয়াকলাপ—লোকনৃত্য, ব্রতচারী, কর্মসঙ্গীত, ক্যালিস্থেনিকস্ (খালিহাতে ব্যায়াম) ড্রিল ও মার্চিং (কুচকাওয়াজ), উপকরণ সহযোগে ছন্দানুভঙ্গী (ডাম্বেল, লেজিম্ ইত্যাদি)।

৭। প্রধান প্রধান নিয়মানুগ খেলা—(ক) কাবাডি, খোখো, দাঁড়িয়াবান্ধা, (খ) ফুটবল, ভলিবল, হ্যাণ্ডবল, সফ্টবল (Saft ball), থ্রো বল (Throw ball), (উভয় বিভাগ থেকে যে কোন তিনটি)।

৮। ক্রীড়া দিবস, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, এ্যাথলেটিক্স্ (Track and field Sports) ইত্যাদি অংশগ্রহণ ও পরিচালনা।

(গ) স্বাস্থ্য শিক্ষা (তাত্ত্বিক)

১। স্বাস্থ্য শিক্ষা কী এবং কেন ?
সুস্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা— প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার গুরুত্ব।

২। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের স্বাস্থ্যগত বিষয়ের সমস্যা ও সমাধান।

৩। ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা— গৃহ, বিদ্যালয় ও বৃহত্তর পরিবেশে।

৪। প্রাত্যহিক অভ্যাস গঠন—আহার, বিশ্রাম, নিদ্রা, অবসর যাপন, বিশুদ্ধ জলপান খাদ্য গ্রহণ, (অখাদ্য সম্বন্ধে সচেতনতা), নিয়মিত মলমূত্র ত্যাগ।

৫। পরিবেশ দূষণ—জল, বায়ু ও শব্দ।

৬। সংক্রামক রোগ ও নিয়ন্ত্রণ—ইনফ্লুয়েঞ্জা, আমাশয়, মাম্স্, দাদ, খোস-পাঁচড়া, হাম, জলবসন্ত, ম্যালেরিয়া।

৭। পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য —খাদ্যাভ্যাস, গুণাগুণ, পুষ্টিহীনতা জনিত রোগ (রিকেট, বেরিবেরি, চক্ষুরোগ ইত্যাদি)—এগুলির প্রতিকার।

৮। প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবা—কেটে যাওয়া, ছড়ে যাওয়া, অস্থিভঙ্গ, অস্থিচ্যুতি, আগুনে পোড়া, পোকা-মাকড়ের কামড়, সর্পদংশন, ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুরের কামড়, জলে ডোবা, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া, সংজ্ঞাহীনতা, শ্বাসরোধ।

৯। নিরাপত্তার শিক্ষা—গৃহে, রাস্তায় ও খেলার মাঠে।

(ঘ) স্বাস্থ্য শিক্ষা [ব্যবহারিক]

১। ব্যক্তি ও পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে জীবন যাপন।

২। প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবা—(সেন্ট জন্‌স এ্যাম্বুলেন্স/রেডক্রস দ্বারা প্রশিক্ষণ)।

৩। আবাসিকবৃন্দের/শিক্ষার্থীদের নিজ ব্যবহার্য্য দ্রব্য ও সরঞ্জামাদির পরিচ্ছন্নতা রক্ষণ ও কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন ও মুল্যায়ন।

৪। আবর্জনা দূরীকরণ ও যথোপযুক্ত ব্যবহার—(কম্পোষ্ট পিট তৈরী করা)।

৫। সমাজসেবামূলক কাজ (স্বাস্থ্য সম্পর্কিত)।

৬। স্বল্প মূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহনের অভ্যাস গঠন।

২। প্রশিক্ষণের রূপরেখা ঃ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

* ব্যক্তির জ্ঞানের পরিধি বিস্তারে, দক্ষতা বৃদ্ধিতে ও দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে শিক্ষার গুরুত্ব এবং সাধারণভাবে ব্যক্তির ও সমাজের উন্নতি ও বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা উপলব্ধি করতে শিক্ষার্থী শিক্ষকদের সাহায্য করা ;

* শিক্ষা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর দেহ মন ও আবেগের সুষম বিকাশের মাধ্যম হিসাবে এবং সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে যে ভূমিকা পালন করে তা অনুধাবনে শিক্ষার্থী শিক্ষকদের অবহিত হতে সাহায্য করা ;

* প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থী শিক্ষকদের অবহিত হতে সাহায্য করা ;

* সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতিতে ব্যক্তির (বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের) একক ও যৌথ দায়িত্ব, কর্তব্য ও ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হতে সাহায্য করা ;

* শিক্ষকতা বৃত্তিকে সমাজের বিকাশে ও মানবসম্পদের উন্নতি সাধনে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সহায়কশক্তি হিসাবে উপলব্ধি করতে শিক্ষার্থী শিক্ষককে সাহায্য করা—

* শিক্ষকতা বৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও শিশুর প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতিশীল মনোভাব গঠনে এবং শিক্ষকতাবৃত্তির উপযুক্ত দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থী শিক্ষককে সাহায্য করা—

* ব্যক্তির ও সমাজ জীবনের উন্নতি বিকাশে প্রাথমিক শিক্ষকের ভূমিকা উপলব্ধি করতে সাহায্য করা—

* ছাত্র-ছাত্রীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনে শিক্ষার্থী শিক্ষককে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা এবং শিক্ষক শিক্ষণকালে শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামুদায়িক জীবনযাত্রার মাধ্যমে বৃত্তিধর্মী উপযুক্ত জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতা গঠনে ও পারস্পরিক সম্প্রীতি, মানবিকতা-বোধ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে অবহিত করা ও তদনুযায়ী জীবনচর্য্যায় অভ্যস্ত করা,

বিশেষ উদ্দেশ্য :

জ্ঞান বিষয়ক—শিশু, তার পরিবেশ, চাহিদা, বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ধারণা গঠন—

* শিক্ষার সম্পদ ও শিক্ষাবিজ্ঞান সম্পর্কে ও প্রাথমিক স্তরের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পাঠ্যবিষয় পাঠনপদ্ধতি এবং এই বিষয়ে সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন—

মূল্যায়ন, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রস্তুতিকরণ ও তার ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন ;

এ ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন ব্যবহারিক কর্মসংক্রান্ত বিষয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন তথা বিদ্যালয়ের সামুদায়িক জীবন সংগঠন এবং বিদ্যালয় ও স্থানীয় সমাজের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের দক্ষতা অর্জন—

* বিভিন্ন পরিবেশে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে প্রয়োগ করার যথাযথ কুশলতা অর্জন।

দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতা বিষয়ক—

* শিশু শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও শিশুর প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতিশীল মনোভাব গঠন—

* শিক্ষার ব্যাপক ভূমিকা সম্পর্কে উপযুক্ত মানসিকতা গঠন—

* শিক্ষকতা বৃত্তির প্রতি শিক্ষকের যথোচিত দৃষ্টিভঙ্গী ও শিক্ষা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন—

* প্রাকৃতিক ও সামাজিক সমুদয় ঘটনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন—

* মানবসভ্যতায় শ্রমজীবী মানুষের অবদান ও উৎপাদনমূলক শ্রমসহ সমাজকল্যাণমূলক সর্বপ্রকার শ্রমের প্রতি মর্য্যাদাবোধের সৃষ্টি—

* শিক্ষকতাবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গঠন—

* গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশসাধন, মানবপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আলোকে দেশাত্মবোধের বিকাশসাধন, শিক্ষা ও সৌন্দর্য্যবোধের জাগরণ এবং জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গঠন—

যে সমন্বিত কার্য্যধারা ও গঠনচর্চার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষকের পক্ষে উপরে বর্ণিত লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হতে পারে তাকে প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বলা হয়। এই পরিবর্তিত শিক্ষক-শিক্ষণ শিক্ষাক্রম শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলনীতি ও প্রয়োগনীতি এবং প্রাথমিক স্তরের নবপ্রবর্তিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষণের এই শিক্ষাক্রমের বিষয়গুলিকে চারটি ভাগ করা হয়েছে—

ক) বৃত্তিগত জ্ঞানমূলক বিষয়।

খ) বৃত্তিগত দক্ষতামূলক বিষয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ক জ্ঞান ও পাঠন পদ্ধতি।

গ) ব্যবহারিক বিষয় ও পাঠদান অভ্যাস।

ঘ) প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্নক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞানার্জনের জন্য ঐচ্ছিক আবশ্যিক বিষয়।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

ঃ শিক্ষাক্রম তথা মূল্যায়ন ঃ

বিষয়	সপ্তাহে শ্রেণী ঘন্টা	বৎসরে মোট শ্রেণী ঘন্টা	মূল্যায়ন ও মানাঙ্ক অভ্যন্তরীন পরীক্ষা	বহিঃ পরীক্ষা	পূর্ণমান
ক) বৃত্তিগত জ্ঞানমূলক বিষয় ঃ					
১) প্রাথমিক শিক্ষার আধুনিক ভাবধারা ও সমস্যা	২	২×২৪=৪৮	১০	৪০	৫০
২) শিশু মনোবিজ্ঞান ও শিশু সমীক্ষা	২	২×২৪=৪৮	১০	৪০	৫০
৩) বিদ্যালয় সংগঠন, পরিচালনা সাধারন পাঠন পদ্ধতি ও মুল্যায়ন	২	২×২৪=৪৮	১০	৪০	৫০
মোট :—	৬	১৪৪	৩০	১২০	১৫০
বৃত্তিগত দক্ষতামূলক বিষয়—					
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়জ্ঞান ও পাঠন পদ্ধতি					
১। মাতৃভাষা—বিষয়জ্ঞান ও পাঠন পদ্ধতি	৫	৫×২৪=১২০	১০+১০=২০	৪০+৪০=৮০	১০০
২। গনিত—বিষয়জ্ঞান ও পাঠন পদ্ধতি	৫	৫×২৪=১২০	১০+১০=২০	৪০+৪০=৮০	১০০
৩। পরিবেশ পরিচিতি বিষয়জ্ঞান পাঠন পদ্ধতি					
ইতিহাস	২	২×২৪=৪৮	৫+৫=১০	২০+২০=৪০	৫০
ভূগোল	৩	৩×২৪=৭২	৫+৫=১০	২০+২০=৪০	৫০
প্রকৃতি বিজ্ঞান	৩	৩×২৪=৭২	৫+৫=১০	২০+২০=৪০	৫০
মোট—	১৮	৪৩২	৭০	২৮০	৩৫০

বিষয়	সপ্তাহে শ্রেণী ঘণ্টা	বৎসরে মোট শ্রেণী ঘণ্টা	মূল্যায়ন ও মানাঙ্ক অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা	বহিঃ পরীক্ষা	পূর্ণমান
গ) ব্যবহারিক বিষয় ও পাঠদান অভ্যাস					
১। খেলাধূলা ও শরীরচর্চা	৬	৬×২৪=১৪৪	২০	৩০	৫০
২। সৃজনাত্মক কাজ ও	২	২×২৪= ৪৮	২০	৩০	৫০
উৎপাদনাত্মক কাজ	৪	৪×২৪= ৯৬	২০	৩০	৫০
৩। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মূলক কাজ — ১) প্রদর্শনী পাঠ ও আলোচনা (ব্যবহারিকসহ)		৬×২৪=১৪৪	১০০	—	১০০
৪। পাঠন অভ্যাস বছরে ৬ সপ্তাহ কাল — ২) পঠন অভ্যাস ৪ সপ্তাহ Micro-Macro			১৪০	১৬০	৩০০
মোট—	১৮	৪৩২	৩০০	২৫০	৫৫০

ঘ) প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞানার্জনের জন্য আবশ্যিক ঐচ্ছিক বিষয়—
যে কোনও একটি

বিষয়	সপ্তাহে শ্রেণী ঘণ্টা	বৎসরে মোট শ্রেণী ঘণ্টা	অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা	বহিঃ পরীক্ষা	পূর্ণমান
১। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা	২	২×২৪	১০	৪০	৫০
২। জন শিক্ষা					
৩। বিশেষ সঙ্গীত					
৪। বিশেষ চারুশিক্ষা					
৫। প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়ন ও পরিমাপ					
৬। সূচীশিল্প ও বয়নশিল্প শিক্ষা					
(ক+খ+গ+ঘ) সর্বসমেত পূর্ণমান					১১০০

মূল্যায়ন ব্যবস্থা ও প্রয়োগবিধি—

বহিঃ পরীক্ষা ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাদ্বারা শিক্ষকশিক্ষার্থীর যোগ্যতা বিচার করা হবে। প্রতি বিষয়েই প্রাপ্ত নম্বর (অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ও বহিঃ পরীক্ষা দুয়ের যোগফল) মোট মানের

শতকরা ৪০% ভাগ হলে শিক্ষার্থীকে উত্তীর্ণ বিবেচনা করা হবে, এবং মোট ৬০% ভাগ নম্বর পেলে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হবে, এবং মোট ৬০% এর কম ও ৪০% বা অধিক নম্বর পেলে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হিসাবে গণ্য করা হবে।

অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা—পঠন পাঠননির্ভর বিষয়গুলির সাপ্তাহিক পরীক্ষা ব্যবস্থা থাকবে। প্রতি শনিবারে এক একটি বিষয়ে পরীক্ষা হতে পারে। মোট ২৬টি পঠন-পাঠন-নির্ভর বিষয়ের আধুনিক শিক্ষাধারা ও শিক্ষাসমস্যা, শিশু মনোবিজ্ঞান ও শিশুসমীক্ষা, বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনা, প্রাথমিকস্তরে পাঠ্য বিষয়ের বিষয়-জ্ঞান ও পাঠন পদ্ধতি—মাতৃভাষা, গণিত, ভূগোল প্রকৃতি বিজ্ঞান) ৩টি করে এবং ঐচ্ছিক বিষয়ের ২টি পরীক্ষা হতে পারে। এ ভিন্ন দুটি সার্বিক পরীক্ষা Terminal Test) পরীক্ষা হবে এবং গৃহীত পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের গড় পরীক্ষা নিয়ামকের নিকট পাঠাতে হবে। প্রতি পরীক্ষার (সাপ্তাহিক অথবা সার্বিক) খাতা ও নম্বর পরীক্ষা গ্রহণের অব্যবহিত পরে শিক্ষার্থীদের দেখাতে হবে।

সার্বিক মূল্যায়ন—বহিঃ পরীক্ষা ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ছাড়াও শিক্ষক শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য সর্বাত্মক প্রগতি পত্র (Cumulative Record Card) রাখার ব্যবস্থা থাকবে এবং সারা শিক্ষাবর্ষে তিনবার অধ্যাপকমণ্ডলীর সভায় প্রতিটি শিক্ষার্থীর সার্বিক মূল্যায়ন করা হবে পঞ্চবিন্দুমাপক পদ্ধতিতে এবং সফলতা অর্জনের জন্য প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ন্যূনতম মান হিসাবে গ' পেতে হবে।

বলাবাহুল্য এই মূল্যায়ন সম্পূর্ণভাবে অভ্যন্তরীণ হবে এবং প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকমণ্ডলীর সভায় বিস্তারিতভাবে আলোচনান্তে স্থির করা হবে। প্রতি তিনমাস অন্তর এই মূল্যায়ন হবে এবং প্রথম দুইবারের মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিয়ে, প্রয়োজনবোধে আরও বিকাশের জন্য যথাযথ পরামর্শ দান করা হবে। শেষ মূল্যায়নের ফলাফল পরীক্ষা নিয়ামকের কাছে পাঠান হবে।

পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর পুনরায় পরীক্ষাদান সংক্রান্ত প্রস্তাবিত নিয়মাবলী ঃ—

১। ভর্তির পর মোট তিনবছরের মধ্যে তিনবারের বেশি চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসতে পারবে না।

২। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক যে কোনো বিষয়ে (প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ ছাড়া) অকৃতকার্য হলে পরবর্তী পরীক্ষায় শুধু ঐ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে।

অবশ্য যদি কোনো শিক্ষার্থী ডিভিশন পেতে চায়, তাহলে গ্রীষ্মকাল বাদে তিনমাস প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করে যাবতীয় বিষয়ে অভ্যন্তরীন ও বহিঃ পরীক্ষা দিতে হবে।

৩। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজে অকৃতকার্য হলে অবশ্যই প্রতিষ্ঠানে তিনমাস (গ্রীষ্মাবকাল বাদে) অবস্থান কালে শিক্ষার্থীদের পুনরায় মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥ পাঠ্যসূচী

ক) বৃত্তিগত জ্ঞানমূলক বিষয় ঃ

১) প্রাথমিক শিক্ষার আধুনিক ভাবধারা ও সমস্যা

পূর্ণমান—৫০

উদ্দেশ্য

১। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে আধুনিক ভাবধারা, প্রাথমিক শিক্ষার গতি প্রকৃতি, লক্ষ্য ইহার গুরুত্ব ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তা সাধারণ সমস্যা এবং সমাধানের প্রয়াস প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষকশিক্ষার্থীদের সাধারণভাবে জানতে এবং সে সম্পর্কে মননশীলতা গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

২। প্রাথমিক শিক্ষাদানে ও প্রসারে সমাজের সামুদায়িক দায়িত্ব এবং বিশেষভাবে শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষকশিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা জাগ্রত করা।

৩। প্রাথমিক শিক্ষা রূপায়ণে ইহার উদ্দেশ্য সাধনে এবং সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন কার্য্যক্রম গ্রহনে শিক্ষকের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।

পাঠ্যসূচী ঃ—

১। শিক্ষা পরিকল্পনা ও শিক্ষাপরিকল্পনার বিভিন্ন উপাদান—শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—পাঠ্যক্রম —পাঠ্যসূচী—পঠনীয় বিষয়বস্তু ও প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড—শিখন শেখানো প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি —মূল্যায়ন।

২। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কি ও কেন ? ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা (পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ সমস্যাসহ) নিরক্ষরতা—অনুন্নয়ণ—অপচয়—মহিলাদের নিরক্ষরতার সমস্যা—শিক্ষকের ভূমিকা।

৩। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমে উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে সম্যক আলোচনা

৪। সমাজ উন্নয়নে শিক্ষা তথা প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও ভূমিকা—শিক্ষার ক্ষেত্রে গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজের সম্পর্ক। গণতান্ত্রিক সমাজে বিদ্যালয়ের ভূমিকা।

৫। জাতীয় সংহতি—ধর্মনিরপেক্ষতা—গণতন্ত্র—সমাজতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধ—শিক্ষকের ভূমিকা।

৬। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা—কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা—ক্রীড়াভিত্তিক শিক্ষা—রুশো, ফ্রয়েবল, মন্তেসরী, বিবেকানন্দ, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিষয়ে ধারণা।

৭। শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলার আধুনিক ধারণা—বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন—কর্মভিত্তিক শিক্ষা—ক্রীড়াচ্ছলে শিক্ষার মাধ্যমে শৃঙ্খলা রক্ষা।

২) শিশু মনোবিজ্ঞান ও শিশু সমীক্ষা ঃ

পূর্ণমান—৫০

উদ্দেশ্য ঃ

১। শিশুর দৈহিক, প্রাক্ষোভিক, বাচনিক ও সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সাহায্য করা।

২। শিশুর অপসঙ্গতি ও অনগ্রসরতার কারণ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং পিতামাতাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবার ক্ষমতা অর্জন করা—

৩। একটি শিশুর বিশেষ সমীক্ষা করে শিশু ও তার পরিবেশ সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করা।

পাঠ্যসূচী—

১। শিশুর বিকাশের স্তর—

(ক) শৈশব, (খ) বাল্য, (গ) প্রাক্ কৈশোর, (ঘ) কৈশোর

দৈহিক বিকাশ—ক্রিয়াত্মক বিকাশ—বৌদ্ধিক বিকাশ

প্রাক্ষোভিক বিকাশ—সামাজিক বিকাশ—বাচনিক বিকাশ

২। (ক) বিভিন্ন স্তরে শিশুর চাহিদা, সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান।

(খ) শিশুর বিকাশের উপর সহজাত সম্ভাবনা ও পরিবেশের প্রভাব—শিশুর বিকাশে পরিবেশের গুরুত্ব—শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ সাধনে পিতা মাতা ও শিক্ষকের ভূমিকা—শিশুর জীবনে প্রথম পাঁচ বছরের গুরুত্ব।

৩। শিখন—শিখন বলতে কি বুঝায়? মানব জীবনে শিখনের ভূমিকা—স্মরণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায় যথা ক) প্রাথমিক অভিজ্ঞতা (খ) অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ, (গ) অভিজ্ঞতার পুনরুজ্জীবন (ঘ) অভিজ্ঞতার চিহ্নিতকরণ

৪। শিখনের সর্তাবলী— (ক) পরিণমন (খ) প্রেষণা (চাহিদা ও আগ্রহ) ও মনোযোগ, (গ) পুনরাবৃত্তি ও অনুশীলন। শিখনের রীতি—আবৃত্তি ও অর্থবোধ—সমগ্র ও অংশ পদ্ধতি।

৫। শিখনের শ্রেণী বিভাগ—(ক) জ্ঞান মূলক শিখন—তথ্য আহরণ—অভিজ্ঞতা অর্জন—সম্বন্ধীকরণ—ধারণা গঠন—মৌলিক চিন্তন (খ) দক্ষতা ও অভ্যাসমূলক শিখন—অভ্যাস গঠন—দক্ষতা অর্জন। (গ) প্রক্ষোভমূলক শিখন—দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ গঠন—অভিজ্ঞতা ও প্রক্ষোভের প্রভাব।

৬। শিখন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন রীতি—

(ক) অনুকরণের মাধ্যমে শিখন, (খ) চেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে শিখন (গ) সম্বন্ধীকরণের মাধ্যমে শিখন (ঘ) প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিখন।

৭। অপসঙ্গতি—প্রকার ভেদ—কারণ—প্রতিবিধান ও প্রতিকার

৮। শিক্ষার্থীর শ্রেণী বিভাগ—(ক) অগ্রসর শিশু (খ) সাধারণ শিশু (গ) অনগ্রসর শিশু—অনগ্রসরতার কারণ ও তার প্রতিকারের উপায়—অগ্রসর শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা—শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উন্নতি সাধনের বিভিন্ন উপায়

৯। শিশু সমীক্ষা—শিশু সমীক্ষা কি ও কেন? শিশু সমীক্ষার কয়েকটি পদ্ধতি। (ক) পর্যবেক্ষণ, (খ) শিশুর পরিবেশ (গৃহ—বিদ্যালয়—সমাজ) বিশ্লেষণ (গ) প্রশ্নগুচ্ছ (ঘ) রেটিং স্কেল প্রক্রিয়া—পদ্ধতিগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ।

৩। বিদ্যালয় সংগঠন, পরিচালনা, সাধারণ পঠনপদ্ধতি ও মূল্যায়ন

পূর্ণমান—৫০

উদ্দেশ্য—

১। শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক প্রাণকেন্দ্র—ব্যক্তি ও নাগরিক হিসাবে এবং পেশাগতভাবে শিক্ষকের অর্জিত গুণাবলী, দায়িত্ব ও অধিকার জানতে এবং আচরণ প্রয়োগ করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে

সাহায্য করা। প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক সভার ভূমিকা জানতে ও শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষকতার মর্যাদাবোধ জানাতে সাহায্য করা।

২। বিদ্যালয়কে সুন্দর, স্বাস্থ্যপ্রদ, সুশৃঙ্খল ও সুপরিচিত করতে শিক্ষকের ভূমিকা কি তা জানতে ও এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে সাহায্য করা।

৩। সমাজের উন্নতিতে বিদ্যালয়ের ভূমিকা ও শিক্ষার উন্নয়ণে সমাজের সহযোগিতা কিভাবে কার্যকরী হতে পারে তা জানতে ও তার সাংগঠনিক প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন করতে সাহায্য করা।

৪। শ্রেণীকক্ষে ও বাহিরে (ক) খেলাধূলা ও শরীরচর্চা (খ) উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক কাজ (গ) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ (ঘ) পঠনপাঠন নির্ভর কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করা।

৫। সাধারণ পঠন পদ্ধতি ছাড়াও (ক) একক শিক্ষক বিদ্যালয়ে (খ) একাধিক শ্রেণীতে যুগপৎ (গ) পিছিয়ে পড়া শিশুকে (ঘ) বিভিন্ন বিষয়ে সম্বন্ধিত পাঠন পদ্ধতি জানতে ও প্রয়োগ করতে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।

৬। শ্রেণী শিক্ষক ব্যবস্থা ও শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীকে আটকে না রাখা ব্যবস্থার উদ্ভূত সমস্যাদি বুঝতে ও সমাধান করতে সাহায্য করা। গৃহ পরিবেশ অনুকূল না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা যাতে পাঠের সমুদয় অনুশীলন বিদ্যালয়ে করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে সাহায্য করা।

৭। সামগ্রিক ও অবিরাম মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষকেরও ছাত্রদের পাঠন-পঠন উন্নত করতে সাহায্য করা।

পাঠ্যসূচী—

১। শিক্ষক—(ক) ব্যক্তি ও নাগরিক হিসাবে—ব্যক্তিগত ও পেশাগতভাবে শিক্ষকের গুণাবলী ও শিখনদক্ষতা (খ) শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য (গ) বিদ্যালয় পরিচালনায় শিক্ষক সভা ও শিক্ষার্থীদের ভূমিকা ও অভিভাবক—শিক্ষক সভা, বিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের সম্পর্ক।

২। বিদ্যালয় গৃহ ও পরিবেশ—বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী বিদ্যালয় ও পরিবেশকে কার্যোপযোগী ও সুন্দর রাখা, বিদ্যালয় গৃহ—পানীয় জলের ব্যবস্থা—শৌচাগার—বিদ্যালয়ের জলযোগের ব্যবস্থা—স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

৩। বিদ্যালয় পরিচালনা—(ক) ন্যূনতম প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র, শিক্ষোপকরণ, প্রস্তুতি ও সংরক্ষণ - নথিপত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থা (খ) পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন (গ) সময় পত্রিকা।

৪। পঠন-পাঠন পদ্ধতি—শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান সম্মতভাবে পঠন-পাঠনের সাধারণ পদ্ধতি—পাঠ-পরিকল্পনা—সক্রিয়তা ও খেলাভিত্তিক পদ্ধতি—অনুবন্ধ পদ্ধতি—বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ—পরিবেশলব্ধ সম্পদের ব্যবহার।

৫। পাঠদান পরিকল্পনা—পাঠ-একক নির্বাচন সামর্থ্যভিত্তিক পাঠ-একক বিশ্লেষণ—বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন প্রণয়নের কৃৎ-কৌশল।

৬। বিশেষ কয়েকটি পঠন-পাঠন কৌশল—বহু ছাত্রযুক্ত শ্রেণীতে পঠন-পাঠন—এক/দুই শিক্ষক যুক্ত বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন—এক শিক্ষকের যুগপৎ একাধিক শ্রেণীতে পঠন-পাঠন অনুশীলন।

৭। পিছিয়ে পড়া শিশুদের পঠন-পাঠন সমস্যা ও বিভিন্ন সংশোধনী পঠন পাঠন কৌশল।

৮। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন—সামগ্রিক মূল্যায়ন—মূল্যায়নের বিভিন্ন কৃৎকৌশল। (ক) মানসিক বিকাশ পরিমাপের জন্য বিভিন্ন দিক—জ্ঞান—বোধ—প্রয়োগ—দক্ষতা। (খ) অবিরত মূল্যায়ন—মূল্যায়নের পদ্ধতি, রেকর্ড রাখার পদ্ধতি—সর্বাত্মক প্রগতিপত্র। (গ) প্রাথমিক স্তরে কোনো শিশুকে আটকে না রাখার নীতি এবং ঐ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠদান পদ্ধতি।

খ] বৃত্তিগত দক্ষতামূলক বিষয় সমূহ ঃ

১। মাতৃভাষা

বিষয়জ্ঞান ও পাঠনপদ্ধতি

উদ্দেশ্য ঃ— পূর্ণমান—১০০

ক) প্রাথমিক স্তরের ভাষা ও সাহিত্য পাঠ পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন করতে সহায়তা করা।

খ) সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিশুদের ভাষাশিক্ষার সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং তার সমাধানের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা

গ) শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর জ্ঞান আরও প্রসারিত করা।

ঘ) রুচিশীল দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তিশীল মানসিকতা গঠনে সহায়তা করা।

ঙ) মাতৃভাষার বিশিষ্ট গঠন, ব্যাকরণের মূলরীতি ও বাগবিধির সঙ্গে পরিচয় করানো।

পাঠ্যসূচী—

১) প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রচলিত পাঠ্যসূচীর বিশদ ও পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

২) প্রাথমিক স্তরের মাতৃভাষার পাঠ্য পুস্তকসমূহের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্যাদির পরিচয়।

৩) ভাষা শিক্ষার সূচনা ঃ—

ক) মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা।

খ) কথন—ভাষা শিক্ষার আলোচনায় শুদ্ধ কথনের অভ্যাস।

গঠন—কথোপকথন, ছড়া, গল্পবলা, কবিতা, আবৃত্তি, অভিজ্ঞতার বর্ণনা।

গ) শ্রবণ—ধ্বনির বৈচিত্র. ধ্বনির অনুকৃতি, ধ্বনি শুনে অনুকরনের চেষ্টা।

ঘ) পঠন—সরব ও নীরব পাঠের প্রয়োজনীয়তা—সরব পঠন ও একাধিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার—সরব ও নীরব পাঠের অভ্যাস গঠন।

ঙ) লিখন—লেখার রুতি—টানা হাতের লেখা, পরিচ্ছন্নতা, নির্ভুলতা, ছেদচিহ্নের ব্যবহার, প্রয়োজন অনুযায়ী বড় বা ছোট লেখা, নানা ছাঁদের লেখার অভ্যাস গঠন।

৪) মাতৃভাষা শিক্ষাদানের কয়েকটি পদ্ধতি—

ক) কথোপকথন, খ) গল্পবলা, গ) বাক্যক্রমিক ঘ) শব্দক্রমিক ঙ) বর্ণক্রমিক চ) ছড়া

ছ) প্রকল্প জ) অভিনয় ঝ) আলোচনা ঞ) অনুবন্ধ ট) গদ্য ও কবিতা শিক্ষা।

৫) বাংলা বানান বিধি—বানান ভুলের কারণ ও সংশোধনের উপায়—অশুদ্ধ উচ্চারণ ও বানান ভুলের সম্পর্ক।

৬) ভাষা শিক্ষার সহায়ক উপকরণ।

৭) ব্যাকরণ শিক্ষা—পদ পরিচয়, লিঙ্গ, বচন, ক্রিয়ার কাল, সমোচ্চারিত শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ, বাক্য সম্প্রসারণ, বাক্য সংকোচন, বাগধারা, অনুচ্ছেদ রচনা, পত্ররচনা, প্রতিবেদন রচনা

৮) শিশু সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও কয়েকজন শিশু সাহিত্যিক :—
যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লীলা মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র।

৯) পাঠপরিচালনা ও পাঠটীকা রচনা—
সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পাঠ পরিচালনা ও পাঠটীকা রচনা [পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রশিক্ষণ সহায়িকা' দ্রষ্টব্য]

(১০) নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন—পাঠের একক বিশ্লেষণ ও একটি অভীক্ষা-পত্র প্রস্তুতকরণ

[উপরোক্ত 'প্রশিক্ষণ সহায়িকা' দ্রষ্টব্য]

গণিত

বিষয়জ্ঞান ও পাঠ্য দান পদ্ধতি

পূর্ণমান—১০০

উদ্দেশ্য

১) প্রাথমিক শিক্ষায় গণিতের পাঠক্রমের বিবিধ ধারনা (Concept) ও তার ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ।

২) শিশুদের প্রাথমিক পাঠক্রমের গাণিতিক বিবিধ ধারনা দেবার জন্য উপযুক্ত মনোবিজ্ঞান ও গণিত-বিজ্ঞাননির্ভর দক্ষতা অর্জন।

৩) গণিত শিক্ষাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, কাজ, খেলা ও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মাধ্যমে ব্যবহারধর্মী ও আনন্দদায়ক করে তোলার সামর্থ্য অর্জন।

৪) সহজ শিক্ষোপকরনের মাধ্যমে গাণিতিক ধারনাগুলি দেবার নৈপুণ্য অর্জন এবং সরল প্রাসঙ্গিক উপকরণ প্রস্তুত করার দক্ষতা অর্জন।

৫) শিশুদের প্রয়োজনভিত্তিক ও জীবনভিত্তিক গণিত শিক্ষাদান এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও শিখনের চাহিদা অনুযায়ী পঠন পদ্ধতি প্রয়োগ করার কৌশল অর্জন।

৬) সাধারণ ভাষায় প্রকাশিত গাণিতিক সমস্যাকে গাণিতিক ভাষায় রূপান্তরণ এবং গাণিতিক ভাষার সমস্যাকে সাধারণ ভাষায় রূপান্তরণ।

পাঠ্যসূচী—

১) প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রচলিত পাঠ্যসূচীর বিশদ ও পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

২) প্রাথমিক স্তরে গণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা—প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমে গণিত শিক্ষার স্থান—ব্যবহারিক জীবন ও গণিত।

৩) প্রাথমিক স্তরে গণিতের পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্যাদির আলোচনা।

৪) প্রাথমিক স্তরে গণিত শিক্ষা পদ্ধতি নির্বাচনের নীতি—মনোবৈজ্ঞানিক ও যুক্তিনির্ভর প্রণালীর ব্যবহার ও বিভিন্ন নীতির তুলনামূলক বিচার, মূর্ত থেকে বিমূর্ত অভিজ্ঞতাভিত্তিক পদ্ধতি, প্রকল্প ও সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি ও গাণিতিক খেলা, আবিষ্কার পদ্ধতি, ব্যবহারিক ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতানির্ভর পদ্ধতি ; প্রথম শ্রেণীতে সংখ্যা পরিচিতির প্রথম পাঠ—কি উপায়ে ঐ পাঠে খেলা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্থান।

৫) গণিত শিক্ষায় পরিবেশের ব্যবহার—বস্তু ও উপকরণ সহযোগে শিক্ষা— উপকরণ নির্বাচনের নীতি —উপকরণ প্রস্তুতির নীতি ও কৌশল।

৬) গণিত শিক্ষার ধারণা সমূহের (Concepts) পুনঃ পুনঃ ব্যবহার এবং সংখ্যা ব্যবহারের অনুশীলনের (Number Drill) প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি—অনুশীলনকে আগ্রহভিত্তিক করার উপায়।

৭) সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠ টীকা রচনা [পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রশিক্ষণ সহায়িকা' দ্রষ্টব্য]।

৮) নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন—সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণ—একক অভীক্ষাপত্র রচনা, শিক্ষার্থীদের দুর্বলতম স্থানগুলি নির্ণয়ে অভীক্ষাপত্রের স্থান। পিছিয়ে পড়ার কারণ সম্পর্কে ধারণা ও তৎসম্পর্কিত সংশোধনী পাঠের উপায় [একক অভীক্ষাপত্র রচনার ক্ষেত্রে 'প্রশিক্ষণ সহায়িকা' দ্রষ্টব্য। রচিত অভীক্ষাপত্রের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণ হবে।]

প্রতিটি শিক্ষার্থীদল একটি কিটস্ তৈরী করবেন যাতে থাকবে গণনার সরঞ্জাম, দশক সম্বন্ধে ধারণার জন্য গুচ্ছ বা মালা, জল, বালি, মাটি মাপার জন্য ছোট মাঝারি বড় নানা মাপের কৌটো শিশি—মাপন ফিতা দাঁড়িপাল্লা, বাটখারা, মিটার, কাঠি, যোগ কাঠি, জ্যামিতির আকার সম্বন্ধে ধারণার জন্য ত্রিভুজ, বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত চতুর্ভুজ বর্গক্ষেত্র, সামান্তরিক গোলক, প্রিজম, কিউব ইত্যাদি। $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৫}$, $\frac{২}{৩}$, $\frac{২}{৪}$, $\frac{৩}{৪}$, $\frac{৩}{৫}$ প্রভৃতি অংশ এবং দশমিকের দশাংশ, শতাংশ প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা দানের জন্য ভগ্নাংশ, দশমিক ভগ্নাংশ পিচবোর্ড দিয়ে তৈরী করা। এছাড়া প্রতি শিক্ষক-শিক্ষার্থী সংখ্যা চেনা, যোগ, বিয়োগ, নামতা প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের জন্য একটি করে গাণিতিক মজার খেলা তৈরী করবেন এবং ঐ খেলার নিয়মাবলী রচনা করে লিখবেন।

প্রতিটি শিক্ষার্থী প্রত্যেক বিষয়বস্তুর উপর অন্তত পাঁচটি করে জীবনধর্মী সমস্যামূলক প্রশ্ন তৈরী করবেন যার উপাদান সংগৃহীত হবে তাঁরা যে অঞ্চল থেকে এসেছেন সেই অঞ্চলের পরিবেশ থেকে।

[উপরোক্ত কাজগুলির অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণ হবে।]

৩ (ক) ॥ ইতিহাস ঃ বিষয়জ্ঞান ও পাঠন পদ্ধতি ॥

পূর্ণমান—৫০

উদ্দেশ্য ঃ

১। সমাজের উপযুক্ত নাগরিক তৈরীর আবশ্যকতা সম্পর্কে ধারনা দান।

২। অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রজাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত বৈজ্ঞানিক, যুক্তিশীল মনোভাব গঠনে সহায়তা করা।

৩। শোষণমুক্ত ও শ্রেণীহীন সমাজের উপযুক্ত সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনে সহায়তা করা।

৪। অতীতের আলোকে বর্তমানকে বিশ্লেষণ করতে অনুপ্রানিত করা।

৫। বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক পরিবেশে সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির সমন্বয়, মানবপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব-বোধের আলোকে দেশাত্মবোধ জাগরণে সাহায্য করা।

৬। নিজের জীবনচর্যায় ইতিহাসের মূল্যবোধগুলির প্রতিফলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করানো

পাঠ্যসূচী ঃ—

১। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রচলিত পাঠ্যসূচীর বিশদ ও পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

২। ইতিহাস শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

৩। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে ইতিহাস বিষয়ের স্থান।

৪। প্রাথমিক স্তরের ইতিহাস পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্যাদি আলোচনা।

৫। ইতিহাস শিক্ষাদানের পদ্ধতি ঃ

ক) ১ম ও ২য় শ্রেণীতে ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক না থাকায় বিষয়বস্তু উপস্থাপনার পদ্ধতি—কথোপকথন, গল্পবলা, আলোচনা।

খ) সামাজিক পরিবেশ পরিচিতি ও স্থানীয় ইতিহাস শিক্ষার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ, সমীক্ষা, পরিভ্রমণের মূল্য—প্রয়োগ ও পদ্ধতি।

গ) ইতিহাস শিক্ষায় নাটক ও অভিনয়ের স্থান—প্রয়োগ ও পদ্ধতি।

ঘ) ইতিহাস শিক্ষায় বর্ণনামূলক পদ্ধতি, আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি, দোলক পদ্ধতি, সহায়ক পাঠ, প্রকল্প পদ্ধতি—অনুবন্ধ পদ্ধতি।

৬। ইতিহাস শিক্ষায় স্থান ও সময়চেতনার মূল্য—উপযুক্ত শিক্ষা উপকরণ তৈরী ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি—ঐতিহাসিক মানচিত্র।

৭। ইতিহাস শিক্ষায় প্রদীপনের গুরুত্ব—নক্শা, ছবি, মডেল, ফ্লানেল বোর্ড, চিত্রলেখা, চার্ট তৈরী, অভিনয়ের সাজ-সরঞ্জাম তৈরী—এগুলির প্রয়োগবিধি।

৮। পাঠপরিকল্পনা ও পাঠটীকা রচনা—সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পাঠপরিকল্পনা ও পাঠটীকা রচনা।
[পঃ বঃ বিদ্যালয় শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রশিক্ষণ সহায়িকা' দ্রষ্টব্য]

৯। নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন—পাঠের একক বিশ্লেষণ ও একটি অভীক্ষা—পত্র তৈরী [প্রশিক্ষণ সহায়িকা' দ্রষ্টব্য]।

৩ (খ) ॥ ভূগোল ঃ বিষয়-জ্ঞান ও পদ্ধতি ॥

পূর্ণমান—৫০

উদ্দেশ্য ঃ

১। ভূগোল পাঠনার মাধ্যমে মানব সম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের সম্পর্ক নির্ণয়।

২। মানুষের কাজকর্মের উপর জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতির প্রভাব সম্পর্কে ধারণা দান।

৩। বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল ও তার অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ধারণা গঠনে সহায়তা করা।

৪। আঞ্চলিক ভূগোল সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা-সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

৫। মানচিত্র পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য অর্জন।

৬। মানচিত্র, চার্ট, ছবি, মডেল, ইত্যাদি তৈরী করার দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।

৭। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগরিত করা।

পাঠ্যসূচী ঃ

১। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রচলিত পাঠ্যসূচীর বিশদ ও পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

২। ভূগোল পাঠের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

৩। প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে ভূগোলের স্থান ও গুরুত্ব।

৪। প্রাথমিক স্তরে ভূগোলের পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্যাদির আলোচনা।

৫। ভূগোল শিক্ষাদানের পদ্ধতি—

ক) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পুস্তকবিহীন বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার পদ্ধতি—কথোপকথন, গল্প বলা, আলোচনা।

খ) প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি ও স্থানীয় ভূগোল শিক্ষার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের মূল্য—আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ—ঋতুচক্রের মডেল, আবহাওয়া পঞ্জী, বায়ু নিশান, বৃষ্টিমাপক যন্ত্র, সূর্যঘড়ি প্রস্তুতকরণ ও ব্যবহার।

গ) পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ পদ্ধতি, জরীপ অনুসন্ধান ও আবিষ্কার, পরিভ্রমণ, বর্ণনামূলক পদ্ধতি, প্রকল্প পদ্ধতি ও অনুবন্ধ পদ্ধতি।

৬। ভূগোল শিক্ষায় মানচিত্র, মডেল, ভূগোলক, নক্সা ও ভূচিত্রাবলী প্রস্তুতকরণ ও ব্যবহার।

৭। ভূগোল পাঠদানে অন্যান্য প্রদীপনের গুরুত্ব—বিভিন্ন প্রকারের মানচিত্র, প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, কৃষিজ, শিল্পজ, বনজ, খনিজ দ্রব্য নির্দেশক সহজ ও সরল মানচিত্র, ছবি, চার্ট নির্মাণ ও ও প্রয়োগবিধি।

৮। পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠটীকা রচনা—সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠটীকা রচনা।

[পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রশিক্ষণ সহায়িকা' দ্রষ্টব্য]

৯। নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন—পাঠের একক বিশ্লেষণ ও একটি অভীক্ষা-পত্র তৈরী।

['প্রশিক্ষণ সহায়িকা' দ্রষ্টব্য]

৩। (গ) ॥ প্রকৃতি বিজ্ঞান ঃ বিষয়জ্ঞান ও পাঠন পদ্ধতি ॥

পূর্ণমান—৫০

উদ্দেশ্য ঃ

১। শিশুদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা এবং প্রাত্যহিক জীবনে ও পরিবেশে বিজ্ঞানের প্রভাব উপলব্ধি করতে সাহায্য করা।

২। ব্যক্তিগত ও সামুদায়িক পরিবেশের উন্নতিকল্পে বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা।

৩। প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষায় নিকট পরিবেশ সমীক্ষা করার কৌশল আয়ত্ত করতে এবং সমীক্ষালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে পঠন পাঠনে ব্যবহার করার কৌশল অর্জনে সহায়তা করা,

পাঠ্যসূচী ঃ

১। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রচলিত পাঠ্যসূচীর বিশদ ও পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

২। প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

৩। বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য পাঠ্য বিষয়বস্তুর বিন্যাসকরণের নীতিসমন্বিত পদ্ধতি এবং সমকেন্দ্রিক নীতি।

৪। প্রাথমিক স্তরে প্রকৃতিবিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্যাদির আলোচনা।

৫। শিশুদের বিজ্ঞানের ধারণা বিকাশের বিভিন্ন স্তর--বিস্ময়, আগ্রহের বিকাশ, উপযোগিতা ও তথ্যসংগ্রহ, মূর্ত থেকে স্বল্পমূর্ত (Concrete to less Concrete)।

৬। প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার পদ্ধতি—আবিষ্ক্রিয়া ধারা (approach), সমস্যা সমাধান ও প্রকল্প পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ, প্রতিপাদক পদ্ধতি।

৭। পরিবেশ সমীক্ষায় নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য ও উপায়—প্রকৃতিপঞ্জী, প্রকৃতিকোণ, আবহাওয়া বিজ্ঞপ্তি, চার্টের প্রস্তুতিকরণ, ব্যবহার—স্বল্পব্যয়ী ও উদ্ভাবনভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োগবিধি।

৮। এককের সামর্থ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পাঠ পরিকল্পনা।

৯। নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন—সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণ,—একক অভীক্ষাপত্র রচনা। শিক্ষার্থীদের দুর্বলতম স্থানগুলি নির্ণয়ে অভীক্ষাপত্রের স্থান। পিছিয়ে পড়ার কারণ সম্পর্কে ধারণা ও তৎসম্পর্কিত সংশোধনী পাঠের উপায়। [একক অভীক্ষাপত্র রচনার ক্ষেত্রে 'প্রশিক্ষণ সহায়িকা' দ্রষ্টব্য]।

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥ পাঠ্যসূচী

গ) ব্যবহারিক বিষয়াদি ও পাঠদান অভ্যাস ঃ

খেলাধূলা ও শরীরচর্চা

পূর্ণমান—৫০

উদ্দেশ্য—

১। প্রাথমিক স্তরের শিশুদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক প্রাক্ষোভিক ও নৈতিক বিকাশ সাধনের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিশুদের স্বাস্থ্য খেলাধূলা ও শরীরচর্চা সম্বন্ধে তাত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করা,

২। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিজেদের শারীরিক যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য খেলাধূলা ও শরীর চর্চার অভ্যাস গঠন এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সুঅভ্যাস গঠনে সহায়তা করা ;

৩। বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে উভয়ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষককে শারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য শিক্ষায় সমানভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণে সক্ষম করে তোলা ;

৪। প্রাথমিক শিক্ষককে তাঁর বিদ্যালয়টি যে এলাকায় সেই এলাকায় শারীর শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন সামাজিক কাজে এবং ক্রীড়া ও স্বাস্থ্যসম্পর্কিত নানা ধরণের কর্মসূচীতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ এবং প্রয়োজনে নেতৃত্বদানের যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করা।

॥ নম্বর বিভাজন ॥

॥ পূর্ণমান—৫০ ॥ সময়কাল—এক বৎসর ।

অভ্যন্তরীণ—২০		বহিঃ—৩০	
তাত্বিক—৮	ব্যবহারিক—১২	১০	২০
লিখিত/মৌখিক		লিখিত/মৌখিক	ব্যবহারিক— ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও পারদর্শিতা—১০ শ্রেণী পরিচালনা ও অংশ গ্রহণ—৫ পাঠটীকা—৫

— পাঠ্যসূচী —

ক) শারীর শিক্ষা (তাত্ত্বিক)

১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষার সমস্যা

২। শারীর শিক্ষা কী ও কেন? প্রাথমিক শিক্ষায় শারীর শিক্ষার আবশ্যকতা ;

৩। শারীর শিক্ষার মূলনীতি ;

৪। ৬-১১ বছরের শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ; চাহিদা ও বৈশিষ্ট্য ;

৫। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের (৬-১১ বছর) স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপগুলির যথাযথ অনুশীলনে গুরুত্ব (হাঁটা, বসা, ইত্যাদি)।

৬। শারীর শিক্ষার শ্রেণী পরিচালনা—পদ্ধতি—(অভি প্রদর্শনী, ক-আংশিক অনুকরণ), দলগত অনুশীলন, শ্রেণী গঠন (লাইন, ফাইল, অর্ধবৃত্ত, বৃত্ত) আদেশ (সাড়া, ছন্দ, বাঁশি), পরিদর্শন, সংশোধন ;

৭। শ্রেণী পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা—শিক্ষোপকরণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

৮। প্রাথমিক স্তরের শিশুদের মানসিক বৈশিষ্ট্য ও শারীরিক সামর্থ্য অনুসারে শারীর শিক্ষার কার্য্যক্রমের বিন্যাস ;

৯। বাৎসরিক পরিকল্পনা ও রূপায়ণ—দৈনিক পাঠটীকা রচনা—খেলার মাঠ, খেলার উপকরণ—যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ।

১০। প্রধান প্রধান খেলার নিয়মাবলী ও তার সংগঠন। [বিষয়গুলি আলোচনান্তে চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হবে]

১১। শারীর শিক্ষার কার্যাবলীর মূল্যায়ন—(শক্তি, গতি, সহনশীলতা, ক্ষিপ্রতা, নমনীয়তা বিষয়ক নির্দ্ধারিত অভীক্ষা)।

(খ) শারীর শিক্ষা (ব্যবহারিক)

১। ৬—১১ বৎসরের শিশুদের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপগুলির (হাঁটা, বসা ইত্যাদির) যথাযথ অনুশীলন ও প্রয়োগ।

২। সহজসাধ্য খেলাধূলা : (Minor Games)—(ক) অনুকরণ জাতীয় খেলা, (খ) তাড়া করা জাতীয় খেলা, (গ) গল্পচ্ছলে খেলা, (ঘ) ছড়ার মাধ্যমে খেলা, (ঙ) রীলে জাতীয় খেলা।

৩। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কার্যকলাপ ও ভারসাম্যমূলক কার্যকলাপ।

৪। যোগাসন ও জিমনাষ্টিক্স।

৫। এ্যাথলেটিকস্—দৌড়, লম্ফন, নিক্ষেপণ।

৬। ছন্দোবদ্ধ ক্রিয়াকলাপ—লোকনৃত্য, ব্রতচারী, কর্মসঙ্গীত, ক্যালিস্থেনিক্স (খালিহাতে ব্যায়াম), ড্রিল ও মার্চিং (কুচকাওয়াজ), উপকরণ সহযোগে ছন্দানুভঙ্গী (ডাম্বেল, লেজিম ইত্যাদি)।

৭। প্রধান প্রধান নিয়মানুগ খেলা—কাবাডি, খোখো, দাঁড়িয়াবান্ধা, ভলিবল, হ্যাডবল, থ্রো বল (Throw ball) ইত্যাদি।

৮। ক্রীড়া দিবস, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, এ্যাথলেটিক্স্ (Track & field sports) ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ ও পরিচালনা।

(গ) স্বাস্থ্য শিক্ষা (তাত্ত্বিক)

১। স্বাস্থ্য শিক্ষা কী এবং কেন ?
সুস্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা—প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার গুরুত্ব।

২। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের স্বাস্থ্যগত বিষয়ের সমস্যা ও সমাধান।

৩। ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা—গৃহ, বিদ্যালয় ও বৃহত্তর পরিবেশে।

৪। প্রাত্যহিক অভ্যাস গঠন—আহার, বিশ্রাম, নিদ্রা, অবসর যাপন, বিশুদ্ধ জলপান, খাদ্য গ্রহণ, (অখাদ্য সম্বন্ধে সচেতনতা), নিয়মিত মলমূত্র ত্যাগ।

৫। পরিবেশ দূষণ—জল, বায়ু ও শব্দ।

৬। সংক্রামক রোগ ও নিয়ন্ত্রণ—ইনফ্লুয়েঞ্জা, আমাশয়, দাদ, খোস-পাঁচড়া, হাম, জলবসন্ত, ম্যালেরিয়া।

৭। পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য—খাদ্যাভ্যাস, গুণাগুণ, পুষ্টিহীনতাজনিত রোগ (রিকেট, বেরিবেরি, চক্ষুরোগ ইত্যাদি)—এগুলির প্রতিকার।

৮। প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবা—কেটে যাওয়া, ছড়ে যাওয়া, অস্থিভঙ্গ, অস্থিচ্যুতি, আগুনে পোড়া. পোকা-মাকড়ের কামড়, সর্পদংশন, ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুরের কামড়, জলে ডোবা, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া, সংজ্ঞাহীনতা, শ্বাসরোধ।

(ঘ) স্বাস্থ্য শিক্ষা (ব্যবহারিক)

১। ব্যক্তি ও পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মতভাবে জীবন যাপন।

২। প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবা—
(সেন্ট জন্স্ এ্যাম্বুলেন্স / রেডক্রস দ্বারা প্রশিক্ষণ)

৩। আবাসিকবৃন্দের/শিক্ষার্থীদের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য ও সরঞ্জামাদির পরিচ্ছন্নতা রক্ষণ এবং কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন ও মূল্যায়ন।

৪। আবর্জনা দূরীকরণ ও যথোপযুক্ত ব্যবহার—
(কম্পোষ্ট পিট তৈরী করা)।

৫। সমাজ সেবামূলক কাজ (স্বাস্থ্য সম্পর্কিত)।

৬। স্বল্পমূল্যে পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণের অভ্যাস গঠন।

খেলাধূলা ও শরীর চর্চার পাঠদান বিষয়ে

কয়েকটি নির্দেশ ঃ

শারীর শিক্ষাকে যথার্থই বাস্তবায়িত করার জন্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি নজর দেওয়া দরকার :—

১। প্রতি প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থায় একজন করে শারীর শিক্ষায় শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। —অথবা, অন্ততঃ পক্ষে শিক্ষণ সংস্থার প্রশিক্ষকদের কাউকে কাউকে সংক্ষিপ্ত শারীর শিক্ষণ দিয়ে নিতে হবে।

২। কোন চিকিৎসককে আংশিক সময়ের জন্য নিযুক্ত করে স্বাস্থ্যশিক্ষা অংশটুকু পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। খেলার মাঠ এবং বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করার জন্য ও অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ বিভাগের (indoor & outdoor) খেলাধূলার জন্য সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৪। বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য শিক্ষণ সংস্থায় কিছু অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন।

৫। বহিঃ ভ্রমণের জন্য সংস্থায় অর্থ সাহায্য প্রয়োজন।

৬। শিশুদের উপযোগী কিছু ক্রীড়া সরঞ্জাম কেনার সংস্থান শিক্ষণ সংস্থায় থাকা প্রয়োজন।

৭। প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শেখাবার জন্য রেড ক্রশ বা সেন্ট জন এ্যাম্বুলেন্স-এর মত কোন সংস্থার মাধ্যমে শেখানোর ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। অথবা স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসকের দ্বারা হাতে কলমে প্রাথমিক চিকিৎসা শেখানো দরকার।

৮। শিক্ষক শিক্ষণের জাতীয় প্রকল্পে উল্লিখিত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুযায়ী সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। [দ্রষ্টব্যঃ 'প্রশিক্ষণ সহায়িকা']

৯। শিক্ষণ সংস্থায় বাৎসরিক পরিকল্পনা এবং মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলি শেখানোর ব্যবস্থা থাকা দরকার।

২। সৃজনাত্মক ও উৎপাদনাত্মক কাজ

পূর্ণমান—১০০

বহিঃ পরীক্ষা—৬০%　　　　　আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা—৪০%

উদ্দেশ্য ঃ

১। কাজের প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করার, কাজের প্রতি আগ্রহী হওয়ার এবং কায়িক শ্রমকে উপযুক্ত মর্যাদা দেবার মানসিকতা গঠনে সহায়তা করা।

২। কাজের স্বরূপ, পদ্ধতি এবং কাজের জন্য প্রয়োজনীয় নানা উপকরণ এবং সরঞ্জাম সম্পর্কে ধারণা গঠনে সহায়তা করা।

৩। কাজের পরিকল্পনা করার, গুছিয়ে কাজ করার, অপচয় না করা এবং কাজের মান বিচার করার ক্ষমতাগুলিতে উন্নত করতে সহায়তা করা।

৪। পরিবেশ থেকে সৃজনাত্মক ও উৎপাদনাত্মক কাজের নানা প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের অভ্যাস গঠনে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সৃজনাত্মক ও উৎপাদনাত্মক কাজের সহায়ক সরল যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করার কুশলতা অর্জনে সহায়তা করা।

৫। কাজের মাধ্যমে রুচিশীল অভ্যাস গঠনে এবং সুন্দর ও অসুন্দরের মধ্যে পার্থক্য বিচারের ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা।

৬। পাঠক্রমের অন্তর্গত তালিকা থেকে দুটি সৃজনাত্মক ও দুটি উৎপাদনাত্মক কাজ সম্পর্কে উপযুক্ত তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং ব্যবহারিক কুশলতা অর্জনে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে সেগুলি সফল শিক্ষাদানের ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা।

৭। সৃজনাত্মক ও উৎপাদনাত্মক কাজের শ্রেণী সংগঠন, শ্রেণীভিত্তিক ও পর্বভিত্তিক বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন, সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।

সাধারণ নিয়ম ঃ

প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রমে ছ'টি সৃজনাত্মক কাজ এবং ন'টি উৎপাদনাত্মক কাজ অন্তর্ভুক্ত। প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এই পনেরোটি কাজের পাঠ্যসূচী পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল। কাজগুলি হল—

বিভাগ—'ক' সৃজনাত্মক কাজ	বিভাগ—'খ' উৎপাদনাত্মক কাজ
১। চিত্রাঙ্কন ও কোলাজের কাজ	১। বাগানের কাজ
২। মাটির কাজ	২। সূতা কাটা, বয়ন ও বুনন
৩। পাতার কাজ	৩। কাগজ তৈরী
৪। কাগজের কাজ	৪। মৃৎশিল্প
৫। খেলনা তৈরী	৫। কাগজ, কার্ডবোড ও বই বাঁধাই
৬। দড়ির কাজ	৬। বাঁশ ও কাঠের কাজ
	৭। গৃহশিল্প ও সূচীশিল্প
	৮। পুষ্টিপ্রকল্প
	৯। বয়নশিল্প

ক) কোন শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক ক্ষমতা, শিক্ষণপ্রাপ্ত উপযুক্ত অধ্যাপকের উপস্থিতি, স্থানীয়ভাবে কাঁচামাল সংগ্রহের সুবিধা, সংশ্লিষ্ট কাজের উপযোগী সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিচার করে উপরোক্ত পনেরোটি সৃজনাত্মক ও উৎপাদনাত্মক কাজের মধ্য থেকে সৃজনাত্মক দুটি এবং উৎপাদনাত্মক দুটি, কমপক্ষে চারটি কাজ শেখানোর ব্যবস্থা রাখবেন। সম্ভব হলে আরও বেশী কাজ শেখানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

খ) শিক্ষণকালে শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই যাতে বেশী করে ব্যবহারিক দিকে কুশলতা অর্জন করতে পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেদের কাজের কাঁচামাল নিজেরাই স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করে আনে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কাজটি করার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতি নিজেরাই তৈরী করে নেবার দক্ষতা অর্জন করে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। এর ফলে বিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে কাজগুলি শেখানো শুরু করার ক্ষেত্রে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির অভাব কোন অন্তরায় হবেনা।

গ) প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণকালে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি শেখানোর সুবিধের জন্য একটি খাতায় হাতে কলমে তাদের নিজ নিজ বিদ্যালয়ের পরিস্থিতির কথা মনে রেখে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমে দেওয়া ঐ বিষয়টির পাঠ্যসূচী অনুসরণ করে প্রতিটি শ্রেণীর জন্য একটি করে পর্বভিত্তিক বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এই সাথে যে কোনও দুটি শ্রেণী উপযোগী দুটি একক বেছে নিয়ে হাতে কলমে সামর্থ্য-ভিত্তিক একক বিশ্লেষণ করবে।

ঘ) প্রতিটি শিক্ষার্থী একটি খাতায় নিয়মিত ব্যবহারিক কাজের সংক্ষিপ্ত দিনলিপি রাখবে। এতে প্রতিটি কাজের নাম, সৃজনাত্মক অথবা উৎপাদনাত্মক তার উল্লেখ, কাজের দিন, উদ্দেশ্য, যন্ত্রপাতি, উপকরণ পদ্ধতির খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণী (সচিব) এবং কাজটি করাকালীন সাবধানতার উল্লেখ থাকবে।

ঙ) প্রতিটি শিক্ষার্থী অতি অবশ্যই সৃজনাত্মক ও উৎপাদনাত্মক কাজের বিশেষ মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করবে, মূল্যায়ন পত্র রচনা করতে এবং মূল্যায়নের রেকর্ড রাখতে শিখবে।

চ) প্রতিটি শিক্ষার্থী সারা প্রশিক্ষণকালের মধ্যে প্রতিটি বিষয়ে একটী করে মোট ৪টি পাঠ-টীকা রচনা করবে। এর মধ্য থেকে একটি সৃজনাত্মক কাজের ও একটি উৎপাদনাত্মক কাজের পাঠটীকা বেছে নিয়ে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ পরীক্ষার জন্য দাখিল করবে।

ছ) 'শিল্পকর্ম শিক্ষায় শ্রেণী সংগঠন', 'শিল্পকর্মের অবিরত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া', 'কাজের মান নির্ণয় পদ্ধতির রূপরেখা', 'শিল্পকাজের প্রদর্শনী সংগঠন', প্রভৃতি বিষয়গুলি কাজ চলাকালীন শিল্পকাজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শিক্ষার্থীদের গুরুত্বসহকারে বুঝিয়ে দেবেন। শিক্ষার্থীদের দ্বারা সহপাঠী, সহপাঠিনীদের কাজের মূল্যায়ন করার অনুশীলন করিয়ে কাজের মান বিচার করার ক্ষমতার বিশেষ উন্নতিসাধন করা যেতে পারে।

জ) শিক্ষার্থীদের হাতের কাজগুলি (ছবি, চার্ট, মডেল ইত্যাদি) যাতে পাঠন অভ্যাসকালে তারা প্রদীপন হিসাবে ব্যবহার করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজগুলি সংগঠন করতে পারলে শিক্ষার্থীদের সময় ও শ্রম বাঁচানো যেতে পারে।

মূল্যায়ন নির্দেশিকা ঃ

১। যেহেতু প্রতিটি শিক্ষার্থী বিভাগ—'ক' থেকে দু'টি সৃজনাত্মক কাজ এবং বিভাগ—'খ' থেকে দু'টি উৎপাদনাত্মক কাজ অর্থাৎ মোট চারটি কাজ শিখবে ও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানের কুশলতা অর্জন করবে, সুতরাং এই চারটি কাজেরই অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ মূল্যায়ন হবে। ব্যবহারিক কাজের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে চারটি কাজের ক্ষেত্রেই সরাসরি অভ্যন্তরীন মূল্যায়ন হবে কিন্তু বহিঃ মূল্যায়নের সময় চারটি কাজের পরোক্ষ মূল্যায়ন (সারা বছর ধরে করা কাজগুলির নির্বাচিত নমুনার ভিত্তিতে) হলেও একটি সৃজনাত্মক ও একটি উৎপাদনাত্মক কাজ পরীক্ষার দিন হাতে-কলমে করে দেখানোর ফলে সরাসরি মূল্যায়ন হবে।

২। বহিঃ পরীক্ষক চারটি কাজের ক্ষেত্র থেকে সম-মানের বাছাই করা কাজগুলির নাম লেখা চার গুচ্ছ কার্ড পরীক্ষার্থীর সামনে রাখবেন। পরীক্ষার্থী প্রতিটি কাজের এলাকা থেকে একটি করে নিয়ে মোট চারটি কাজের নাম লেখা কার্ড টানবে। এর মধ্য থেকে একটি সৃজনাত্মক এবং উৎপাদনাত্মক দুটি কাজের নাম লেখা কার্ড রেখে বাকী দুটো ফিরিয়ে দেবে। এরপর ঘন্টা পড়লে কাজ দুটি এক এক করে দেখাবে। কাজ দুটি করাকালীন পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে দেওয়া খাতায় সে কাজটির সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখবে এবং পরীক্ষার শেষে কাজের নমুনা দুটির সাথে খাতাটি জমা দিয়ে দেবে।

৩। সারা বছর ধরে করা কাজগুলির কর্মপদ্ধতি ও মান বিচার করে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন হবে এবং এগুলির মধ্য থেকে বাছাই করা প্রতি ক্ষেত্রে দুটি করে মোট আটটি নমুনা বহিঃ মূল্যায়নের জন্য ক্রমিক সংখ্যা সহ একটি প্রদর্শনী কক্ষে সজ্জিত করে রাখতে হবে।

৪। এছাড়াও বহিঃ পরীক্ষকের পরীক্ষার জন্য বিষয় শিক্ষকের স্বাক্ষর সহ নিম্নলিখিত তিনটি খাতা জমা দিতে হবে।

ক) সারা বছর ধরে করা কাজগুলির ধারাবাহিক দিনলিপির খাতা। (সৃজনাত্মক ও উৎপাদনাত্মক কাজ মিলিয়েই একটি খাতা)

খ) শ্রেণীভিত্তিক ও পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠপরিকল্পনা ও দুটি সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণের নমুনা সম্বলিত খাতা।

গ) একটি সৃজনাত্মক ও একটি উৎপাদনাত্মক কাজের পাঠটীকার নমুনা সম্বলিত খাতা।

৫। অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ মূল্যায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং সেগুলির নম্বর বন্টনের ভিত্তিতে রচিত মূল্যায়ন পরিকল্পনা পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

মৌখিক পরীক্ষার মোট নম্বর— ১৬ (ক)
লিখিত পরীক্ষার মোট নম্বর— ৩০ (খ)
ব্যবহারিক কাজের পরীক্ষার মোট নম্বর—৫৪ (গ)

পূর্ণমান—১০০
বহিঃ মূল্যায়নের সময়—৩ ঘণ্টা

	মৌখিক	লিখিত/১	লিখিত/২	ব্যবহারিক কাজ		
মূল্যায়নের ক্ষেত্রসমূহ —>	পাঠক্রমের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকের উপর ভিত্তি করে।	*ক) সারা বছরের কাজের ধারাবাহিক দিনলিপির খাতা। *খ) শ্রেণীভিত্তিক এবং পর্বভিত্তিক পাঠ-পরিকল্পনা প্রভৃতির খাতা। *গ) দুটি পাঠটীকার খাতা।	পরীক্ষার দিন হাতে কলমে করে দেখানো দুটি কাজের দাখিল করা বিবরণী।	পরীক্ষার দিন হাতে কলমে কাজ দুটির পদ্ধতি।	পরীক্ষার দিন হাতে কলমে কাজ দুটির মান।	সারা বছর ধরে করা কাজের ৮টি নমুনার মান (চারটি ক্ষেত্রে)
বহিঃ মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন —> ৬০%	১০	১০	১০	৮	১০	১২
অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন —> ৪০%	৬	১০	—	৪টি ক্ষেত্রে সারাবছর ধরে করা কাজগুলির কর্মপদ্ধতি= ৩ × ৪ = ১২ মান= ৩ × ৪ = ১২		

*বিষয়-শিক্ষক দ্বারা প্রত্যয়িত।

বিভাগ—ক : সৃজনাত্মক কাজ

(১) চিত্রাঙ্কন ও কোলাজের কাজ

তাত্ত্বিক

১। প্রাথমিক শিক্ষায় সৃজনাত্মক কাজের গুরুত্ব—দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক (চিত্রাঙ্কন ও কোলাজের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে) দিক থেকে।

২। বিভিন্ন ধরণের কাগজ, পেন্সিল ও ইরেজার-এর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা। আঁকার অন্যান্য মাধ্যমগুলি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা।

৩। মানুষের মনে বর্ণের আবেদন ও প্রভাব। বর্ণের প্রতীকি গুণ এবং মানুষের রুচির প্রকাশে বর্ণের ব্যবহার।

৪। অক্ষরের গড়ন, ছাঁদ, মাত্রা, আনুপাতিক রূপ। ছাপার অক্ষর। অক্ষর লিখনের নির্দিষ্ট শৈলী। অক্ষর, শব্দ ও লাইন প্রভৃতির অন্তর্বর্ত্তী ব্যবধানের গুরুত্ব]

৫। আলপনা ও অলঙ্করণের বিভিন্ন দিক।

৬। রূপ, ছন্দ (গতি ও স্পন্দন), ভারসাম্য, ও বর্ণবিন্যাস সম্পর্কে ধারণা।

৭। বর্ণের শ্রেনীবিভাগ—প্রাথমিক রঙ পরিপূরক রঙ,—মিশ্র রঙ। রঙের সামঞ্জস্যবিধানের কৌশল। বিভিন্ন ধরনের রঙের প্রচলিত নামগুলির সাথে পরিচিতি। দেশী রঙ। রঙ মেশানো।

ব্যবহারিক

১। নানা ধরণের গাছপালা, ফলমূল, পাতা পাখী পশু, মাছ, পোকামাকড়, নানা বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষ, বাসনকোসন ও আসবাবপত্রের সরলতম আকৃতি নির্ণায়ক ছবি আঁকার অভ্যাস [পেন্সিল প্যাস্টেল, চাইনিজ ইঙ্ক ও রঙ ব্যবহার করে]।

২। ছবিতে ত্রৈমাত্রিক রূপ আনার জন্য আলো-ছায়ার ও বর্ণের ব্যবহার।

৩। যথাযথ গঠন, ছাঁদ, মাত্রা ও অনুপাত রক্ষা করে, রেখার যথাযথ তারতম্য (সরু/মোটা) ঘটিয়ে ছাপার অক্ষর লেখার অনুশীলন।

নানা মাপের অক্ষর লিখন। অক্ষর শব্দ ও লাইনের মধ্যবর্ত্তী দূরত্ব রক্ষা করে লেখার অনুশীলন।

আলঙ্কারিক আকৃতিযুক্ত অক্ষর লেখার অনুশীলন।

৪। প্রকৃতি থেকে এবং পরিবেশ থেকে সংগৃহীত নানা জীব ও জড়বস্তুর মধ্যে রূপ, ছন্দ, ভারসাম্য ও বর্ণবিন্যাস পর্যবেক্ষণের সাহায্যে আবিষ্কার ও তদনুযায়ী অঙ্কন।

৫। ব্লাকবোর্ডে লেখা ও অঙ্কনের অনুশীলন।

৬। গাছপালা, পশুপাখী, ফলমূল লতা, ফুলপাতা মাছ, ফলমূল ইত্যাদির আদলে আলপনার

তাত্ত্বিক	ব্যবহারিক
৮। দেশজ উপাদান দিয়ে তুলি তৈরী। তুলির ব্যবহার।	রূপকল্প তৈরী ও অলঙ্করণ (মেঝে, দেওয়াল ব্লাকবোর্ড, কাগজ, কাপড় ও পোড়ামাটির টালির উপর অঙ্কন)।
৯। রঙ, তুলি, পেন্সিল, ইরেজার প্রভৃতি নানা আঁকার সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ।	৭। রঙ গোলা, রঙ মেশানো। প্রাথমিক পরি- পূরক ও মিশ্র রঙের ব্যবহার। দেশজ রঙ তৈরী ও ব্যবহার।
১০। কোলাজের কাজের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ।	৮। নানা দেশজ উপাদান দিয়ে তুলি তৈরী ও ব্যবহার। নানা মাপের তুলির যথাযথ ব্যবহার।
১১। নানা ধরণের আঠা তৈরী—গঁদ, ময়দা, সাগু, এ্যারারুট, তেঁতুলবীচি প্রভৃতি দিয়ে। সিন্থেটিক আঠার ব্যবহার।	৯। নানা ধরণের আঠা তৈরী ও ব্যবহার।
১২। চিত্রাঙ্কন ও কোলাজের কাজের মূল্যায়ন ও রেকর্ড রাখা।	১০। প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে সংগৃহীত বা ফেলে দেওয়া নানা জিনিস (খড়, পাতা, শোলা, গাছের ডাল, রঙ্গীন কাগজের টুকরো ছবি, পুঁতি, গাছের বীজ ইত্যাদি) দিয়ে কাগজ কাঠবোর্ড, কাঠ বা কাপড়ের উপর কোলাজ তৈরী।
	১১। চিত্রাঙ্কন ও কোলাজের কাজের শ্রেণীভিত্তিক, পর্বভিত্তিক বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা তৈরী, সামর্থ্য- ভিত্তিক একক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন পত্র তৈরী (প্রশিক্ষণ সহায়িকা দ্রষ্টব্য)।
	১২। চিত্রাঙ্কন অথবা কোলাজের কাজের একটি পাঠ-টীকা তৈরী।

(২) মাটির কাজ

তাত্ত্বিক

১। প্রাথমিক শিক্ষায় সৃজনাত্মক কাজের গুরুত্ব— দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক (মাটির কাজের পরিপ্রেক্ষিতে) দিক থেকে।

২। নানা বস্তুর গড়ন সম্পর্কে ত্রৈমাত্রিক ধারণার বিকাশ।

৩। কাজের উপযুক্ত মাটি নির্বাচন। বিভিন্ন কাজের উপযুক্ত মাটি তৈরীর বিভিন্ন প্রণালী।

৪। মাটির কাজ মসৃণ করা এবং জোড়া দেওয়া।

৫। মাটির কাজে ব্যবহৃত যাবতীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির সাথে পরিচিতি এবং সেগুলির যথাযথ ব্যবহার প্রণালী।

৬। প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে উল্লেখ করা বিভিন্ন ধরণের মাটির কাজের সাথে পরিচিতি।

৭। মাটির কাজ রোদে শুকিয়ে পোড়ানোর কৌশল।

৮। মাটির কাজে শ্রেণী সংগঠন।

৯। মাটির কাজের মূল্যায়ণ ও রেকর্ড রাখা।

ব্যবহারিক

১। মাটি সংগ্রহ শুকনো করা চূর্ণ করা, বাছাই করা, মাটি ছানা, প্রয়োজনে বালি, তুঁষ বা খড়ের অথবা পাটের আঁশের কুচি মেশানো।
মাটি জলে ভেজানো, মাখা। মাখা মাটি পরবর্তী ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ।

২। মাটি দিয়ে নানা জ্যামিতিক আকারের ত্রৈমাত্রিক বস্তু তৈরী।

৩। মাটির টালি তৈরী এবং তার উপর নানা আকারের পাতা বা ফুল বা অন্য কিছুর ছাপ দিয়ে নক্সা তোলা।

৪। আঙ্গুলের চাপ দিয়ে মাটির বাসন-কোসন পুতুল, খেলনা প্রভৃতি তৈরী।

৫। কুণ্ডলী প্রক্রিয়ায় নানা ধরণের মাটির পাত্র তৈরী।

৬। মাটির টালি জুড়ে জুড়ে পাত্র তৈরী।

৭। মাটির কাজে ব্যবহৃত নানা সহজ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি তৈরী।

৮। মাটির টালির উপর ছুরি বা ঝিনুক দিয়ে কেটে নক্সা খোদাই-এর কাজ। অন্য টালি থেকে কেটে নেওয়া নক্সা অথবা সরু বা মোটা ধরণের লেচি কেটে তা দিয়ে নক্সা তৈরী করে টালির উপর বসিয়ে অর্ধোৎকীর্ণ নক্সা বা রিলিফের কাজ করা।

৯। মাটির মূর্তি তৈরী।

১০। মাটির কাজ শুকিয়ে নিয়ে পোড়ানো।

১১। মাটির কাজের উপর রঙ এবং অলঙ্করণ করা।

১২। মাটির কাজের শ্রেণীভিত্তিক ও পর্বভিত্তিক বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরী, সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন-পত্র তৈরী।

১৩। মাটির কাজের একটি পাঠ-টীকা তৈরী।

৩। পাতার কাজ

তাত্ত্বিক

১। প্রাথমিক শিক্ষায় সৃজনাত্মক কাজের গুরুত্ব—দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক (পাতার কাজের পরিপ্রেক্ষিতে) দিক থেকে।

২। পাতা ও তার অভ্যন্তরীণ গঠন। ভঙ্গুর ও নমনীয় পাতা।

৩। পাতার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের পাতার বৈশিষ্ট্য।

৪। পাতার নানা ব্যবহার এবং উপযোগিতা।

৫। পাতার কাজে ব্যবহৃত নানা ধরণের যন্ত্রপাতি সম্পর্কে ধারণা, সেগুলির ব্যবহার ও সংরক্ষণ।

৬। পাতার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের রঙ সম্পর্কে ধারণা।

৭। পাতা রঙ করা এবং সে রঙ এর স্থায়িত্ব বিধানের কৌশল।

৮। রঙের ব্যবহারে সামঞ্জস্য এবং বৈপরীত্য।

৯। প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে উল্লেখ করা বিভিন্ন ধরণের পাতার কাজ সম্পর্কে ধারণা।

১০ পাতার কাজের মূল্যায়ন ও রেকর্ড রাখা।

ব্যবহারিক

১। বিভিন্ন ধরণের পাতা সংগ্রহ করে তা পর্যবেক্ষণ এবং অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা গঠন।

২। পাতা সংগ্রহ, পাতা কাটা, ভেজানো এবং কাজের উপযোগী করা।

৩। বিভিন্ন কাজের জন্য পাতার বিভিন্ন ধরণের ভাঁজ শেখা।

৪। পাতার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের বুনন ও সেলাই পদ্ধতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

৫। পাতা রঙ করার উপযোগী রঙ তৈরী। পাতার রঙে স্থায়িত্ব আনার পদ্ধতি শেখা। পাতার ফালিগুলি রঙ করা।

৬। পাতা দিয়ে বাঁশী, ঘড়ি, চরকি, সাপ ও সেপাই ইত্যাদি তৈরী।

৭। আসন, পাটি ও চাটাই বুনন।

৮। তালপাতার পাখা, পাতার ভাঁজ করা পাখা এবং পাতার বুনট পাখা তৈরী।

৯। পাতার টুপি, থলি এবং ফুলের সাজি তৈরী।

১০। পাতার কাজের শ্রেণীভিত্তিক ও পর্বভিত্তিক বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা তৈরী, সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ-পত্র তৈরী। 'প্রশিক্ষণ সহায়িকা' দ্রষ্টব্য।

৪। কাগজের কাজ

তাত্ত্বিক

১। প্রাথমিক শিক্ষায় সৃজনাত্মক কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি—দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক (কাগজের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে) দিক থেকে।

২। নানা জ্যামিতিক আকার সম্বন্ধে ধারণা এবং সেগুলিকে কাগজের ভাঁজের মাধ্যমে রূপান্তরিত করা।

৩। বিভিন্ন স্থূলত্বের কাগজের সাথে পরিচিতি। স্থূলত্ব এবং উপাদান অনুযায়ী কাগজের পার্থক্য বোঝা এবং সেগুলির ব্যবহারযোগ্যতার তারতম্য অনুধাবন। নানা ধরণের আঠার ধারণা।

৪। কাগজের কাজে ব্যবহৃত নানা যন্ত্রপাতি সম্পর্কে ধারণা, সেগুলির ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ।

৫। প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে উল্লেখ করা কাগজের কাজগুলি সম্পর্কে ধারণা।

৬। খাতা তৈরী—পৃষ্ঠা সংখ্যার হিসাব অনুযায়ী কাগজের হিসাব করা। খাতা তৈরীর বিভিন্ন ধরনের সেলাই। খাতার ব্যবহার অনুযায়ী নানা ধরণের খাতা।

৭। এ্যালবাম তৈরী—এ্যালবামের জন্য কাগজ নির্বাচন, কাগজ কাটা, পাঞ্চ করা, এ্যালবামের মলাট তৈরী, এ্যালবামের বিভিন্ন অংশ সংযোজন।

৮। কাগজের কাজের মূল্যায়ন ও রেকর্ড রাখা।

ব্যবহারিক

১। কাগজ ভাঁজ করে থলি, টুপি, নৌকা, ঘুড়ি, খরগোস প্রভৃতি তৈরী।

২। কাগজ কেটে কাগজের শিকল, পতাকা এবং ফুল তৈরী।

৩। গঁদ, ময়দা, সাগু, এ্যারারুট তেঁতুলবীচি প্রভৃতি ব্যবহার করে নানা ধরণের আঠা তৈরী। সিন্থেটিক আঠার ব্যবহার।

৪। খাম, দিনপঞ্জী, খাতা বা বই এর মলাট, নানা ধরণের মোড়ক ও প্যাকেট ইত্যাদি তৈরী।

৫। খাতা তৈরীর অনুশীলন, নানা কাজের উপযোগী নানা ধরণের খাতা তৈরীর জন্য কাগজ কাটা, সেলাই, প্রেসিং বা চাপ দেওয়া, মলাট লাগানো এবং মলাটের অলঙ্করণ।

৬। এ্যালবাম তৈরীর বিভিন্ন প্রক্রিয়ার অনুশীলন।

৭। কাগজের কাজের শ্রেণীভিত্তিক ও পর্বভিত্তিক বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা তৈরী, সামর্থ্য-ভিত্তিক একক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন পত্র তৈরী। 'প্রশিক্ষণ সহায়িকা' দ্রষ্টব্য।

৮। কাগজের কাগজের একটি পাঠ-টীকা তৈরী।

৫। খেলনা তৈরী

তাত্ত্বিক

১। প্রাথমিক শিক্ষায় সৃজনাত্মক কাজের গুরুত্ব দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক (খেলনা তৈরীর পরিপ্রেক্ষিতে) দিক থেকে।

২। খেলনা তৈরীর মূলনীতিসমূহ : পরিকল্পনা ও উপকরণ সংগ্রহ ; প্রতিরূপ গঠন ; বিভিন্ন অভিব্যক্তি ও ক্রিয়াশীল ভঙ্গীর প্রকাশ ; খেলনা তৈরীব আনন্দদায়ক লক্ষ্য ও শিক্ষামূলক লক্ষ্য এবং তদনুযায়ী বিষয় নির্বাচন।

৩। খেলনা তৈরীর ক্ষেত্রে সহজলভ্য উপাদান ব্যবহারের আবশ্যকতা।

৪। খেলনা তৈরীর জন্য ব্যবহৃত ন্যূনতম সরঞ্জামগুলির পরিচিতি, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৫। প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে উল্লেখ করা নানা ধরণের খেলনা সম্পর্কে ধারণা।

৬। বিভিন্ন ধরণের আঠা সম্পর্কে ধারণা ও সেগুলির ব্যবহার।

৭। কাগজের মণ্ড তৈরী পদ্ধতি।

৮। খেলনার উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে অলংকরণের স্থান।

৯। খেলনা তৈরীর মূল্যায়ন ও রেকর্ড রাখা।

ব্যবহারিক

১। খেলনা তৈরীর পরিকল্পনা করা এবং খেলনার প্রাথমিক স্কেচ অঙ্কন এবং উপকরণের তালিকা প্রস্তুত।

২। মাটি, ডিমের খোলা, নানা আকৃতির শিশি, নানা ধরণের ছোট, বড়, চৌকো বা আয়তাকার কাগজের বাক্স, নারকেলের মালা, পিজবোর্ড, কাগজ, পাট, পালক ইত্যাদি নানা সুলভ উপাদান ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরণের খেলনা তৈরী।

৩। আঙুলের চাপে মাটির মূর্তি তৈরী এবং অলঙ্করণ।

৪। ন্যাকড়ার পুতুল, তুলো এবং টুকরো উলের পুতুল তৈরী

৫। গঁদ, ময়দা, সাগু, এ্যারারুট, তেঁতুল বীচি প্রভৃতি ব্যবহার করে নানা ধরণের আঠা তৈরী। সিন্থেটিক আঠার ব্যবহার।

৬। কাগজের মণ্ড তৈরী এবং কাগজের মণ্ড ব্যবহার করে নানা ধরণের খেলনা অথবা মুখোস তৈরী।

৭। খেলনা তৈরীর শ্রেণীভিত্তিক ও পর্বভিত্তিক বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা তৈরী, সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন-পত্র তৈরী। 'প্রশিক্ষণ সহায়ক' দ্রষ্টব্য।

৮। খেলনা তৈরীর একটি পাঠ-টীকা তৈরী।

৬। দড়ির কাজ

তাত্ত্বিক

১। প্রাথমিক শিক্ষায় সৃজনাত্মক কাজের গুরুত্ব—দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক (দড়ির কাজের পরিপ্রেক্ষিতে) দিক থেকে।

২। বিভিন্ন কাজের উপযুক্ত দড়ি নির্বাচনের জন্য নানা ধরণের দড়ির বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে ধারণা গঠন।

৩। দড়ির কাজে ব্যবহৃত সাজ-সরঞ্জাম ও ফ্রেম সম্পর্কে ধারণা, সেগুলির ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ।

৪। দড়ির কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন রঙের ধারণা ও ব্যবহার।

৫। বুননের মূল সূত্র সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা। নানা ধরণের দড়ির কাজ সম্পর্কে ধারণা।

৭। দড়ির কাজের মূল্যায়ণ ও রেকর্ড রাখা।

ব্যবহারিক

১। তুলোর দড়ি, শনের দড়ি, পাটের দড়ি, নারকোলের দড়ি ও নাইলনের দড়ি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি অনুশীলন।

২। নানা ধরণের দড়ি ফ্রেমে বুনে বসার আসন তৈরী।

৩। দড়ি রঙ করা।

৪। রঙ করা অথবা রঙিন দড়ি ব্যবহার করে রঙ মিলিয়ে ফ্রেমে বুনে সুদৃশ্য আসন তৈরী।

৫। পাটের গোছা পরিস্কার করে অল্প পাকিয়ে ফ্রেমে বুনে সুতলী দিয়ে মাদুরের মত বসার আসন, ব্যাগ ইত্যাদি তৈরী।

৬। পাটের সুতলী বা তুলোর দড়ি বা নাইলনের দড়ি ব্যবহার করে গিঁট বেঁধে বেঁধে নানা-রকমের ব্যাগ বা সিকে তৈরী।

৭। নারকোল দড়ির বিভিন্ন ধরণের পাপোষ তৈরী।

৮। দড়ির কাজের শ্রেণীভিত্তিক ও পর্বভিত্তিক বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা তৈরী, সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ-পত্র তৈরী। 'প্রশিক্ষণ সহায়িকা' দ্রষ্টব্য।

৯। দড়ির কাজের একটি পাঠ-টীকা তৈরী।

বিভাগ—খ ঃ উৎপাদনাত্মক কাজ

১। বাগানের কাজ

তাত্ত্বিক

১। প্রাথমিক শিক্ষায় উৎপাদনাত্মক কাজের গুরুত্ব —দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক (বাগানের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে) দিক থেকে।

২। মৃত্তিকা পরিচিতি। মৃত্তিকা নির্বাচন। ফসলের জন্য মাটি তৈরীয় সাধারণ প্রণালী। মাটি পরীক্ষার সহজ পদ্ধতি।

৩। সার—জৈব, অজৈব, সবুজ, কম্পোষ্ট, জীবাণু। সার তৈরীর প্রক্রিয়া। সুষম সারের প্রয়োজনীয়তা। সার সংরক্ষণ।

৪। বীজ সংগ্রহ ও নির্বাচন। বীজ শোধন প্রক্রিয়া। বীজতলা তৈরী ; চারা উৎপাদন ও চারার পরিচর্য্যা। চারা স্থানান্তরীকরণ।

৫। একই সাথে একাধিক ফসল উৎপাদন। সাথী ফসলের চাষ।

৬। বাগানের পরিচর্যা ; আগাছা পরিচয় এবং আগাছা পরিস্কার। সাধারণ রোগ, পোকার পরিচয়, সেগুলির আক্রমণ নির্ণয় এবং দমনের ব্যবস্থাপনা। জলসেচের ব্যবস্থাপনা।

৭। উদ্যান রচনার পরিকল্পনা—মূল নীতি।

৮। ফসল তোলা। ফসল সংরক্ষণ করা।

৯। বাগানের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতির পরিচয়, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ।

১০। চাষের সাথে যুক্ত অন্যান্য কাজ হিসাবে মৌমাছি, হাঁস-মুরগী ও শূকর পালনের প্রাথমিক ধারণা।

১১। বাগানের কাজের মূল্যায়ন ও রেকর্ড রাখা।

ব্যবহারিক

১। সাধারণ ফসল বোনার জন্য হাতে কলমে মাটি তৈরী।

২। হাতে কলমে মাটি পরীক্ষা।

৩। হাতে কলমে কম্পোষ্ট সার তৈরী (সামুদায়িক কাজ)।

৪। বীজতলা তৈরী ; বীজ শোধন ; বীজ বপন ; চারা উৎপাদন ও পরিচর্য্যা।

৫। আগাছা চেনা, আগাছা পরিস্কার।

৬। ফসলের রোগ নির্ণয়। রোগ সৃষ্টিকারী পোকা চেনা ও সেগুলি দমনের ব্যবস্থা।

৭। রোগের নাম, লক্ষণ, রোগ সৃষ্টিকারী পোকার নাম এবং সেগুলির দমনের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চার্ট তৈরী।

৮। হাতে কলমে একটি করে পুষ্পোদ্যান ও সবজি-উদ্যান রচনার পরিকল্পনা প্রণয়ন।

৯। পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি প্লটে বা একগুচ্ছ টবে অন্ততঃপক্ষে একটি সবজি ও একটি ফুলের চাষ করা।

১০। বাগানের কাজের শ্রেণীভিত্তিক ও পর্বভিত্তিক বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা তৈরী, সামর্থ্য-ভিত্তিক একক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন—পত্র তৈরী। 'প্রশিক্ষণ সহায়িকা' দ্রষ্টব্য।

১১। বাগানের কাজের একটি পাঠ-টীকা তৈরী করা।

২। সুতা কাটা, বয়ন ও বুনন

তাত্ত্বিক

১। প্রাথমিক শিক্ষায় উৎপাদনাত্মক কাজের গুরুত্ব —দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক (সুতা কাটা ও বয়নের পরিপ্রেক্ষিতে) দিক থেকে।

২। বিভিন্ন প্রকার তুলার সাথে পরিচয় – লম্বা, হ্রস্ব ও মরা আঁশযুক্ত তুলা। তুলার রঙ ও পরিচ্ছন্নতা।

৩। তুলা ওঠাই বা বীজ ছড়ানোর পদ্ধতি—শলা ও পাটার সাহায্যে।

৪। তুনাই এর পদ্ধতি—হস্ত তুনাই, ধনুষ তুনাই।

৫। ধুনাই এর পদ্ধতি—বাক্স-পিঞ্জন, যুদ্ধ পিঞ্জন।

৬। তুলার পাঁজ তৈরী।

৭। তকলী ও চরকাতে সুতা কাটা বা কাতাই এর পদ্ধতি।

৮। বুনন ও বয়নের সাধারণ সূত্র এবং সাধারণ বয়ন পদ্ধতি।

৯। বয়নে ও বুননে ব্যবহৃত সুতার রঙ নির্বাচন—প্রাথমিক রঙ, বিপরীত রঙ সম্পর্কে ধারণা। সুতা রঙ করা।

১০। মণিপুরী তাঁত ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ। মনিপুরী তাঁতে বুনন।

১১। ম্যাটলুম এর ধারণা এবং ম্যাটলুমে বুনন।

১২। সুতা কাটা, বয়ন ও বুননের মূল্যায়ন ও রেকর্ড রাখা।

ব্যবহারিক

১। হাতে কলমে বিবিধ ধরণের তুলার সাথে পরিচয়।

২। হাতে কলমে ওঠাই এর বা বীজ ছাড়ানোর অনুশীলন (শলা পাটায়)

৩। হাতে কলমে তুনাই-এর অনুশীলন (দুই পদ্ধতিতেই) ক) হস্ত তুনাই খ) ধনুষ তুনাই।

৪। ধুনাই এর অনুশীলন—পিঞ্জন পদ্ধতিতে।

৫। হাতে কলমে তুলার পাঁজ তৈরী।

৬। হাতে কলমে তকলি ও চরকাতে সুতা কাটা বা কাতাই। প্রত্যেককেই
তকলিতে—অন্ততঃ ১৬০ ফুট
চরকাতে—অন্ততঃ ২৪০ ফুট সুতা কাটতে হবে। সুতা রঙ করা।

৭। মনিপুরী তাঁতে—ব্যাগের পাপ, ব্যাগের ফিতে ও ছোট ঝাড়ন বোনা।

৮। ম্যাটলুমে ঝাড়ন ও ছোট তোয়ালে বোনা।

৯। সুতা কাটা বয়ন ও বুননের শ্রেণীভিত্তিক ও কাজের পর্বভিত্তিক বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা তৈরী, সামর্থ্য-ভিত্তিক একক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ পত্র তৈরী। ('প্রশিক্ষণ সহয়িকা' দ্রষ্টব্য)

১০। সুতা কাটা বা বয়নের বা বুননের কাজের একটি পাঠ-টীকা তৈরী করা।

(৩) কাগজ তৈরী

তাত্ত্বিক

১। প্রাথমিক শিক্ষায় উৎপাদনাত্মক কাজের গুরুত্ব —দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক (কাগজ তৈরীর পরিপ্রেক্ষিতে) দিক থেকে।

২। কাগজ তৈরীর ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত)

৩। কাগজ তৈরীর কাঁচামাল—কৃষিকাজ এবং শিল্পজাত। কাগজ তৈরীর উপাদানের সহজ-লভ্যতা।

৪। কাঁচামালকে কাজের উপযুক্ত করার বিভিন্ন পদ্ধতি ও এই কাজে রাসায়নিকের ব্যবহার।

৫। 'রেসিন সোপ' তৈরীর পদ্ধতি।

৬। ব্লীচ করার পদ্ধতি ও এই কাজে রাসায়নিকের ব্যবহার।

৭। কাগজের মাপ ও আকার সম্পর্কে ধারণা। বিটার মেশিনের ব্যবহার। ''সাইজিং'' এর বিভিন্ন কৌশল। সহজ বিটিং পদ্ধতি।

৮। কাগজ "লিফটিং"-কালীন সাবধানতা।

৯। কাগজ "প্রেসিং" ও 'ড্রাইং"।

১০। কাগজ "ফিনিশিং" এর বিভিন্ন রীতি।

১১। স্কুলে ব্যবহারযোগ্য কাগজ ও বোর্ড তৈরী সম্পর্কে ধারণা।
(লেখা, আঁকা ও মলাট দেওয়ার উপযোগী)

১২। কাগজ তৈয়ারীর মূল্যায়ন ও রেকর্ড রাখা।

ব্যবহারিক

১ পরিবেশ থেকে কাগজ তৈরীর কাঁচা মাল সংগ্রহ।

২। কাঁচা মাল বাছাই ও ধুয়ে পরিষ্কার করা এবং উপযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে কাজের উপযোগী করা। (কষ্টিক সোডা বা ৪ : ৩ অনুপাতে চূণ সোডার মিশ্রণ ব্যবহার)

৩। 'রেসিন সোপ' তৈয়ারী।

৪। কাঁচা মালকে রাসায়নিক ব্যবহার করে হাতে-কলমে 'ব্লীচ' করা। (ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার)

৫। কাগজের মণ্ড তৈরীর জন্য বিটার মেশিনের ব্যবহার। মুগুর, হামান-দিস্তা প্রভৃতির ব্যবহার।

৬। কাগজের মণ্ড 'সাইজিং' (অ্যারারুট, ময়দার লেই বা শিরিষ জলে) মণ্ড ছেঁকে তোলা বা 'লিফটিং'।

৭। প্রেসিং, ড্রাইং ও ফিনিশিং (পালিশ) স্তরগুলি অনুশীলন। কাগজের ধার কাটা।

৮। লেখা যায়, আঁকা যায় এবং মলাটের কাজে ব্যবহার করা যায় এমন তিন ধরণের কাগজ তৈরী। রঙিন কাগজ তৈরী।

৯। কাগজ তৈয়ারীর শ্রেণীভিত্তিক ও পর্বভিত্তিক পাঠপরিকল্পনা তৈরী, সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন-পত্র তৈরী।**

১০। কাগজ তৈয়ারীর কাজের একটি পাঠটীকা প্রণয়ন।

**'প্রশিক্ষণ সহায়িকা' দ্রষ্টব্য।

৪। মৃৎশিল্প

তাত্ত্বিক	ব্যবহারিক
১। প্রাথমিক শিক্ষায় উৎপাদনাত্মক কাজের গুরুত্ব—দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক (মৃৎ-শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে) দিক থেকে।	১। বিভিন্ন ধরণের মাটি চেনা।
২। মৃৎশিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের মাটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধরণা গঠন।	২। মাটি শুকনো করা, চূর্ণ করা, বাছাই করা, মাটি ছানা, প্রয়োজনে বালি মেশানো।
৩। ত্রৈমাত্রিক ধারণার বিকাশ।	৩। মাটি ভেজানো ; মাটি মাখা। মাখা মাটির তাল পরবর্তী কাজের জন্য সংরক্ষণ করা।
৪। বিভিন্ন কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার মাটি তৈরীর প্রণালী। জলের পরিমাণের বোধ ও সে সম্পর্কে নিয়মটি জানা।	৪। মাটির টালি বা স্লেট তৈরী করে তার উপর নানা আকারের পাতা ফুল বা অন্য বস্তুর ছাপ দিয়ে অথবা ঝিনুক কি ছুরি দিয়ে কেটে কেটে নানা ধরণের নক্সা তৈরী।
৫। মৃৎশিল্প কর্মে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার সাজ-সরঞ্জামের সাথে পরিচিতি, সেগুলির সহজ নির্মানকৌশল, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ।	৫। মৃৎশিল্পকর্মে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার সহজ সাজসরঞ্জাম হাতে কলমে তৈরী করা।
৬। আকারের ভারসাম্য। গড়নের সামঞ্জস্য, অনুপাত। গড়নের ছন্দ (গতি ও স্পন্দন) সম্পর্কে ধারণা।	৬। নানা প্রকার ত্রৈমাত্রিক জ্যামিতিক গঠন প্রস্তুত যেমন—ঘনক, গোলক, শঙ্কু, সিলিণ্ডার, পিরামিড
৭। কুণ্ডলিত প্রক্রিয়ায় মাটির বাসনকোসন প্রস্তুত প্রণালীর ধারণা।	৭। কুণ্ডলিত প্রক্রিয়ায় মাটির বাসন-কোসন, ফুলদানী, অ্যাশট্রে প্রভৃতি তৈরী।
৮। মৃৎশিল্পে ছাঁচের ব্যবহার।	৮। আঙ্গুলের চাপে সরা, খুরি, পেয়ালা, পিরিচ, ধূপদানি মোমদানি তৈরী।
৯। মাটির টালি (ব্লক) জুড়ে জুড়ে পাত্র তৈরীর প্রণালী সম্পর্কে ধারণা।	৯। মাটির টালি জুড়ে জুড়ে নানা আকারের মাটির পাত্র, অ্যাশট্রে ও ছোট ফুলের টব তৈরী (গোলাকৃতি, ত্রিকোণ, চতুষ্কোন, অর্ধগোলাকৃতি শঙ্কু বা সিলিণ্ডারের আকার)
১০। হাতে আঁকা রেখার সাহায্যে নক্সা সম্পর্কে সৃষ্টির সাধারণ তত্ত্ব। বিভিন্ন আকারের নক্সা সম্পর্কে ধারণা।	

তাত্ত্বিক

১১। মাটির তৈরী শিল্পকর্ম পোড়ানোর সহজ প্রক্রিয়া।

১২। মাটির শিল্পকর্মে ব্যবহারের উপযুক্ত রঙ ও তার প্রস্তুত প্রণালী।

১৩। মাটির শিল্পকর্মে রঙ করা। সহজ গ্লেজিং পদ্ধতি।

১৪। মৃৎশিল্পের মূল্যায়ণ ও রেকর্ড রাখা।

ব্যবহারিক

১০। মাটির শিল্পকর্মে ঝিনুক, পেরেক, ছুরি বা বাঁশের কাঠি দিয়ে অর্ধোৎকীর্ণ নক্সার কাজ। অন্য উপায়ে তৈরী নক্সা বসিয়ে অর্ধোৎকীর্ণ নক্সার কাজ।

১১। মাটির শিল্পকর্ম পোড়ানো।

১২। মাটির শিল্পকর্মে রঙ করা, রং দিয়ে অলঙ্করণ ও গ্লেজ করা।

১৩। মৃৎশিল্পর শ্রেণীভিত্তিক, ও পর্বভিত্তিক পাঠ-পরিকল্পনা তৈরী, সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন পত্র রচনা ('প্রশিক্ষণ সহায়িকা' দ্রষ্টব্য)

১৪। মৃৎশিল্পকর্মের একটি পাঠ-টীকা রচনা।

৫। কাগজ, কার্ডবোর্ড ও বই বাঁধাই

তাত্ত্বিক

১। প্রাথমিক শিক্ষায় উৎপাদনাত্মক কাজের গুরুত্ব —দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক (কাগজ, কার্ডবোর্ড, বই বাঁধাই-এর কাজের পরিপ্রেক্ষিতে) দিক থেকে।

২। কাগজের টুকরো ভাঁজ করার নিয়ম এবং সে-সম্পর্কিত সাঙ্কেতিক চিহ্ন সম্পর্কে ধারণা। কাগজ ভাঁজ করে শিল্পকর্ম সৃষ্টির সাধারণ তত্ত্ব।

৩। কাগজ আঙ্গুল দিয়ে ছিঁড়ে আঠা দিয়ে খাতার পাতায় বসিয়ে নানা আকারের বস্তু, জীবজন্তু মাছ, পাখী, মানুষ, যানবাহন প্রভৃতির ছবি তৈরীর সাধারণ তত্ত্ব।

৪। কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে নানা নক্সা তৈরীর সাধারণ সূত্র। কাগজ কেটে নানা আকারের বস্তু, জীবজন্তু, গাছপালা প্রভৃতি তৈরীর তত্ত্ব।

৫। কাগজ ভাঁজ করে, কেটে এবং আঠা দিয়ে জুড়ে নানা ব্যবহার উপযোগী জিনিষ তৈরীর সাধারণ তত্ত্ব। বইয়ে মলাট দেওয়ার নানা পদ্ধতি।

৬। স্কেল ব্যবহার না করে সহজ প্রণালীতে মাপতে শেখা

৭। কাগজের কাজের যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৮। কার্ডবোর্ড ভাঁজ করা ও কাটার পদ্ধতি। কার্ডবোর্ড জোড়া দেওয়া। মাউন্টিং করা (কাপড়, রেক্সিন ও কাগজ)

ব্যবহারিক

১। কাগজের নানা ধরণের কাজে ব্যবহৃত যথোপযুক্ত কাগজ চেনা।

২। কাগজ ভাঁজ করে নানা কাজ যেমন, নৌকা, জাহাজ, ব্যাগ, টুপি, ব্যাঙ, খরগোস দোয়াত, পাখী প্রভৃতি তৈরীর অনুশীলন।

৩। ফেলে দেওয়া রঙীন কাগজ আঙ্গুল দিয়ে ছিঁড়ে আঠা দিয়ে খাতার পাতায় বসিয়ে নানা জীবজন্তু, পাতা, গাছপালা, ফলমূল, বস্তু, মানুষ প্রভৃতির ছবি তৈরীর অনুশীলন।

৪। কাগজ ভাঁজ করে কাঁচি দিয়ে কেটে নানা সুসমঞ্জস্য নক্সা তৈরী।

কাগজে নানা আকারের ছবি এঁকে নিয়ে কাঁচি দিয়ে কেটে ছবি তৈরী করা ও আঠা দিয়ে বোর্ডে বা কাগজের খাতায় আঁটার অনুশীলন।

৫। কাগজ ভাঁজ করে, কেটে, পরস্পর আঠা দিয়ে জুড়ে খাম, ঠোঙা, কাগজের ব্যাগ, টুপি প্রভৃতি তৈরী। কাগজ ভাঁজ করে, কেটে, বোর্ডের উপর আঠা দিয়ে জুড়ে ডেট কার্ড বা অক্ষর এবং সংখ্যার কার্ড তৈরী।

৬। নানা ধরণের বইয়ের মলাট দেওয়ার পদ্ধতির অনুশীলন।

৭। কার্ডবোর্ড দিয়ে, মাউন্টিং বোর্ড, বুলেটিন বোর্ড, ফ্ল্যাট ফাইল, কভার ফাইল, ট্রে (নানা আকারের) ও বাক্স তৈরী।

তাত্ত্বিক

৯। কার্ডবোর্ডের কাজের যন্ত্রপাতির—ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ।

১০। বই বাঁধাই-এর ক্লুস্ সেলাই পদ্ধতি। বই-এর ধার সমান করে কাটা।
মলাট লাগানোর নানা পদ্ধতি। চাপ দেওয়া।

১১। বই বাঁধাই-এর কাজে ব্যবহৃত নানা ধরণের যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও সংরক্ষণ।

১২। বই বাঁধাই-এর কাজে ব্যবহৃত নানা ধরণের আঠা সম্পর্কে ধারণা।

১৩। কাগজ, কার্ডবোর্ড এবং বই বাঁধাই এর কাজের মূল্যায়ন ও রেকর্ড রাখা।

ব্যবহারিক

৮। বাঁধান বই-এর মলাট তৈরী (নানা ধরণের)

৯। নানা আকারের বই সেলাই করার কাজের অনুশীলন। বাঁধা বই-এর ধার সমান করে কাটা।

১০। নানা পদ্ধতিতে বাঁধা বইতে মলাট লাগানোর অনুশীলন। (মার্বেল কাগজ, ভেলভেট কাগজ, কাপড়, মোটা কাগজ ও রেক্সিন ব্যবহার করে নানা ধরণের (মাউন্ট করা মলাট দিয়ে) বাঁধানো বইতে চাপ দেওয়া।

১১। কাগজ কার্ডবোর্ড এবং বই বাঁধাই-এর কাজের শ্রেণীভিত্তিক ও পর্বভিত্তিক বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা তৈরী, সামর্থ-ভিত্তিক একক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন-পত্র তৈরী।

১২। কাগজ অথবা কার্ডবোর্ড অথবা বই বাঁধাই এর কাজের একটি পাঠ-টীকা প্রস্তুত করা।

৯। বাঁশ ও কাঠের কাজ

তাত্ত্বিক

১। প্রাথমিক শিক্ষায় উৎপাদনাত্মক কাজের গুরুত্ব—দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক (বাঁশ ও কাঠের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে) দিক থেকে।

২। নানা জাতের কাঠের পরিচিতি—নরম কাঠ, মাঝ কাঠ অথবা সার কাঠ, অসার কাঠ। কাঠের আঁশের বিন্যাস—শাঁস অংশ। কাঠের খুঁত। কাঠ নির্বাচন (প্রয়োজনের ভিত্তিতে)।

৩। নানা জাতের বাঁশের পরিচিতি। মুলি বাঁশ, সাধারণ বাঁশ ইত্যাদি। বাঁশে আঁশের বিন্যাস। বাঁশে পর্বের বিন্যাস। বাঁশের খুঁত। কাজের বিভিন্নতার ভিত্তিতে বাঁশ নির্বাচন।

৪। কাঠ ও বাঁশ সীজন করার পদ্ধতি।

৫। কাঠ ও বাঁশের কাজে ব্যবহৃত নানা ধরণের যন্ত্রপাতির পরিচিতি, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৬। কাঠ ও বাঁশের কাজে ব্যবহৃত নানা ধরণের আঠার সাথে পরিচিতি।

৭। কাঠ ও বাঁশের কাজে নানা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কৌশল এবং সাবধানতা।

৮। কাঠে জোড়া লাগানোর বিভিন্ন পদ্ধতির তাত্ত্বিক জ্ঞান।

৯। কাঠ ও বাঁশের তৈরী সামগ্রী সংরক্ষণ। কাঠ ও বাঁশ রঙ করা ও পালিশ করার পদ্ধতি।

১০। বাঁশ ও কাঠের কাজের মূল্যায়ন ও রেকর্ড রাখা।

ব্যবহারিক

১। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত দুই ধরণের কাঠ ও বাঁশের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ধারণা গঠন।

২। কাঠের ও বাঁশের মাপ নেওয়া করাত দিয়ে কাটা এবং নির্দ্দিষ্ট কাজের উপযোগী সাইজ করা।

৩। কাঠ ও বাঁশের কাজে নানা বাটালির নানা ব্যবহার সম্পর্কে হাতে কলমে অনুশীলন।

৪। কাঠ মসৃণ করার জন্য রেঁদা চালান।

৫। দুটি কাঠের টুকরো জোড়া দেবার নানা প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনুশীলন।

৬। বাঁশের কাজে জোড়া লাগানোর নানা পদ্ধতির অনুশীলন।

৭। কাঠ দিয়ে স্কেল, নেম প্লেট, নানা আকারের ট্রে, ফটো ফ্রেম ও ছোট টুল তৈরী।

৮। বাঁশ দিয়ে ফুলদানি, টেবল ল্যাম্প, মোমদানি, ট্রে তৈরী।

৯। চুরি ও শিরিষ কাগজ ব্যবহার করে কাঠ ও বাঁশের তৈরী নানা সামগ্রী মসৃণ করা।

১০। কাঠ ও বাঁশের তৈরী সামগ্রী মসৃণ করে রঙ ও পালিশ করা।

১১। বাঁশ ও কাঠের কাজের শ্রেণীভিত্তিক এবং পর্বভিত্তিক বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা তৈরী, সামর্থ্যভিত্তিক একক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন পত্র তৈরী। **

১২। বাঁশ অথবা কাঠের কাজের একটি পাঠটীকা প্রস্তুত করা।

** 'প্রশিক্ষণ সহায়িকা' দ্রষ্টব্য।

৭। গৃহশিল্প ও সূচীশিল্প

তাত্ত্বিক

১। প্রাথমিক শিক্ষায় উৎপাদনাত্মক কাজের গুরুত্ব দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক (গৃহশিল্প ও সূচীশিল্প কাজের পরিপ্রেক্ষিতে) দিক থেকে

২। বিভিন্ন প্রকার বাসন (লোহা, কাঁসা, পিতল, ষ্টেইনলেস ষ্টিল, কাঁচ ও চিনামাটির) পরিস্কারের পদ্ধতি।

৩। ঘরের আসবাব-পত্র পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার সাধারণ নিয়ম।

৪। বস্ত্রধৌতি—(তাঁত পশম ও কৃত্রিম তন্তুর বস্ত্র) কাচা, ধোয়া ও ইস্ত্রি করার পদ্ধতি।

নানা ধরণের দাগ তোলা—লোহার দাগ, চায়ের দাগ বা কফির দাগ, হলুদের দাগ রঙের দাগ, আলকাতরার দাগ, কালির দাগ ডটপেনের কালির দাগ, রক্তের দাগ।

৫। রান ও বকেয়া সেলাই এর পদ্ধতি।

৬। তালি ও রিপু করার কৌশল।

৭। নানা ধরণের ফোঁড় বা ষ্টিচে্র কৌশল সম্পকে ধারণা গঠন। ক্রস ষ্টীচ্‌ চেইন স্টীচ্‌ বাটন হোল ষ্টীচ্‌, ফ্রেঞ্চ নট্‌ এবং লেডিডেজি।

৮। সহজ কাট ছাঁট শেখার সাধারণ তত্ত্ব। কয়েকটি সহজ ছাঁট কাট সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধারণা—রুমাল, জাঙ্গিয়া, বালিশের ওয়াড়, গদির ঢাকনা জানলার পর্দা।

৯। আসবাবপত্র রঙ ও বার্ণিশ করার পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা।

১০। কাপড় রঙ করা এবং ছাপানোর (ব্লক্‌ এবং বাঁধনী) প্রাথমিক ধারণা।

ব্যবহারিক

১। বিভিন্ন প্রকার বাসন পরিস্কার করার পদ্ধতি সম্পর্কে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়।

২। শিক্ষন-মহাবিদ্যালয়ের মূল শ্রেণী কক্ষ এবং পাঠগার ও বীক্ষণাগারের আসবার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার অভিজ্ঞতা অর্জন।

৩। তাঁত পশম ও কৃত্রিম তন্তুর কাপড় কাচা, ধোয়া এবং ইস্ত্রি করার অনুশীলন।

৪। নানা ধরণের দাগ, কাপড় থেকে তোলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়।

৫। বকেয়া ও রান সেলাই ব্যবহার করে নানা রঙের টুকরো টুকরো কাপড় জুড়ে প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী। কাঁথা সেলাই।

৬। তালি দেওয়া এবং রিপু করার অনুশীলন।

৭। টেবল ক্লথ বা টিভির ঢাকা বা সোফার/চেয়ারের ঢাকাতে সেলাই ও নক্সার নানা অংশে নানা ধরণের ষ্টীচ্‌ ব্যবহারের অনুশীলন।

৮। রুমাল, জাঙ্গিয়া, বালিশের ওয়াড় গদির ঢাকনা জানলার পর্দা কাটা, সেলাই করা এবং সহজ নক্সা দিয়ে অলঙ্কৃত করা। (পূর্বে শেখা সেলাই এবং ষ্টীচের ব্যবহার করে।

৯। নরম কাঠের টুকরো উপর নক্সা এঁকে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে সহজ পদ্ধতি ব্লক তৈরী করে ছোট আকারের টেবিল ক্লথ ছাপানো।

তাত্ত্বিক

১১। গৃহসজ্জার মূল নীতিগুলি সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধারণা। (আসবাবপত্রের বিন্যাস, পরদা, তাকের ঢাকা টেবিল ক্লথ, আসবাবপত্রের ঢাকা দেওয়ালের রঙ প্রভৃতি উল্লেখ করে)

১২। দেওয়াল চুনকাম করা ও দরজা-জানলা রঙ করার তাত্ত্বিক ধারণা।

১৩। সহজ উল বোনার পদ্ধতি।

১৪। কুরুষের কাজের সাধারণ পদ্ধতি।

১৫। গৃহশিল্প সূচীশিল্পের মূল্যায়ণ এবং রেকর্ড রাখা।

ব্যবহারিক

১০। বাঁধনী পদ্ধতিতে কাপড় রঙ করে ছাপানোর কাজের একটি নমুনা তৈরী।

১১। ফুল, লতা, পাতা, আল্পনা, দেওয়ালে টাঙ্গানো অলঙ্করণ, আল্পনা, পরদা প্রভৃতি দিয়ে ছোট ঘর সাজানোর হাতে কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়।

১২। কাপড়ের টুকরো জুড়ে নানা ধরণের খেলনা, পুতুল ও ব্যাগ তৈরী।

১৩। একাধিক রঙের উল ব্যবহার করে সহজ মাফলার বোনা।

১৪। কুরুষের সাহায্যে ক্রচেট সুতো দিয়ে সহজ লেস ও গ্লাসের ঢাকা তৈরী।

১৫। গৃহশিল্প ও সূচীশিল্প কাজের শ্রেণীভিত্তিক ও পর্বভিত্তিক বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা তৈরী, সামর্থ্য ভিত্তিক একক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ পত্র তৈরী। ('প্রশিক্ষণ সহায়িকা' দ্রষ্টব্য)

১৬। গৃহশিল্প অথবা সূচীশিল্পের একটি পাঠ টীকা তৈরী।

৮। পুষ্টি প্রকল্প

তাত্ত্বিক

১। প্রাথমিক শিক্ষায় উৎপাদনাত্মক কাজের গুরুত্ব—দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক (পুষ্টি প্রকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে) দিক থেকে।

২। পুষ্টি বিজ্ঞান—খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ, খাদ্যের মূল উপাদান।
মানুষের পাচন তন্ত্র ও পরিপাক ক্রিয়া।
পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা, পুষ্টির অভাবজনিত রোগ। পুষ্টি ও পরিচ্ছন্নতা।
ক্যালরি সম্পর্কিত ধারণা, সুষম খাদ্য।

৩। খাদ্যবস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধির পদ্ধতি, খাদ্যবস্তুর অপচয় নিবারণ।
স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যবস্তু প্রস্তুতপ্রণালী, স্বাস্থ্য-সম্মত খাদ্যবস্তু গ্রহণের অভ্যাস গঠন।

৪। রন্ধনের উদ্দেশ্য এবং রন্ধনের মূলনীতিসমূহ।

৫। খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা। খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা—(তাপ, প্রয়োগ জনিত, তাপ অপসারণ জনিত, রাসায়নিক পদার্থের সহায়তা জনিত, খোসা অপসারণ জনিত, সূর্য্যের তাপদগ্ধ জনিত)। সংরক্ষণের কাজে সাবধানতা। সস্, স্কোয়াশ জ্যাম, জেলি ও আচার তৈরীর তত্ত্ব।

৬। খাদ্য পরিবেশন :—
পরিচ্ছন্নতা এবং সৌন্দর্য ও সৌজন্য।

৭। পুষ্টি প্রকল্পের মূল্যায়ন ও রেকর্ড রাখা।

ব্যবহারিক

১। রন্ধন সংক্রান্ত প্রকল্প :
- ক) সুজি, ভাজা বাদাম ও গমের ভাঙ্গা কুচি দিয়ে 'উপমা' তৈরী।
- খ) গমের টুকরো, যবের টুকরো, ভুট্টা, ছোলা, মটর ও বাদাম ভাজা।
- গ) গুড় বা চিনির সাথে গমের/যবের টুকরো এবং বাদাম মিশিয়ে পাক করে নাড়ু ও চাকতি তৈরী।
- ঘ) সয়াবীনের দুধ তৈরী।

২। সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রকল্প :
- ক) কুল, তেঁতুল ও আম রৌদ্রে শুকিয়ে সংরক্ষণ।
- খ) কুটিয়ে কাটা, শাক, বাঁধাকপি এবং টুকরো করে কাটা ফুলকপি, গোল আলু ও মানকচুর পাতলা ফালি রোদে শুকিয়ে পলিথিনের প্যাকেটে সংরক্ষণ।
- গ) টম্যাটোর সস্ এবং লেবুর সরবৎ তৈরী।
- ঘ) লেবু, আম ও আনারসের স্কোয়াশ তৈরী।
- ঙ) পেয়ারা, জাম, আপেল ও আনারসের জেলি ও জ্যাম তৈরী।
- চ) কাঁচা আমের এবং তরিতরকারীর মিশ্র আচার তৈরী।

৩। বীট, গাজর, শশা, পিঁয়াজ, টম্যাটো, লেটুস পাতা, ধনে পাতা প্রভৃতি কুচিয়ে স্যালাড তৈরী।

৪। পুষ্টি প্রকল্পের শ্রেণীভিত্তিক ও পর্বভিত্তিক বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা তৈরী, সামর্থ্য ভিত্তিক একক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন পত্র তৈরী। ('প্রশিক্ষণ সহায়িকা' দ্রষ্টব্য)

৫। পুষ্টি প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে একটি পাঠটীকা তৈরী।

৯। বয়নশিল্প

তাত্ত্বিক

১। প্রাথমিক শিক্ষায় উৎপাদনাত্মক কাজের গুরুত্ব দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক (বয়ন-শিল্প কর্মের পরিপ্রেক্ষিতে) দিক থেকে।

২। বয়নের সাধারণ সূত্র এবং সাধারণ বয়ন পদ্ধতি। বুননের কাজে ব্যবহৃত সাধারণ যন্ত্রপাতির ধারণা, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৩। বাঁশের কাঠি ও সুতো ব্যবহার করে বোনার পদ্ধতি।

৪। তালপাতা ও প্লাষ্টিকের ব্যাগ বোনার পদ্ধতি।

৫। বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি বোনার সহজ পদ্ধতি।

৬। হস্তচালিত তাঁতের বিভিন্ন অংশ এবং সেগুলির কাজ সম্পর্কে ধারণা। সূতার ধারণা।

৭। বয়ন প্রস্তুতির ধারাবাহিক ক্রিয়াসমূহ সম্পর্কে ধারণা-ববিন করা টানা ফেলা, টানা পেঁচানো ব'গাঁথা তাঁত জোড়া।

৮। টানা হাঁটা, শানা গাঁথা প্রভৃতি ক্রমপর্য্যায়ে বিন্যস্ত পদ্ধতি।

৯। প্লেন বুনন প্রক্রিয়া।

১০। সূতা রঙ করার পদ্ধতি।

১১) বয়নশল্পের মূল্যায়ন এবং রেকর্ড রাখা।

ব্যবহারিক

১। তালপাতার পাখা ও আসন বোনা।

২। ১½'×১½' মাপের পিচবোর্ডের চারপাশে খাঁজ কেটে পাড়ের সূতো বা পাটের সুতলি দিয়ে সহজ আসন বোনা।

৩। ৩'×৩' মাপের বাঁশ বা কাঠের ফ্রেম তৈরী করে সূতির অথবা প্লাষ্টিকের আসন বোনা।

৪। বাঁশের কাঠি ও সূতো দিয়ে মাছ ধরার পলুই ও চিক্ বোনা।

৫। তালপাতা অথবা প্লাষ্টিকের ফিতে দিয়ে ব্যাগ বোনা।

৬। বাঁশ অথবা বেতের ঝুড়ি তৈরী।

৭। হস্তচালিত তাঁত চালানোর অনুশীলন।

৮। বয়ন-প্রস্তুতির ধারাবাহিক ক্রিয়াসমূহের অনুশীলন।

৯। হাত তাঁতে স্কার্ফ বা চাদর বোনা [প্লেন বুনন]।

১০। ছেঁড়া কাপড় ও নিজের রঙ করা সূতো ব্যবহার করে তাঁতে খেস বোনা।

১১। ৬'×৬' মাপের খণ্ড বোনা (সুতলি ও সূতো ব্যবহার করে) এবং একাধিক খণ্ড সূচ সূতো দিয়ে জুড়ে গালিচা তৈরী।

১২। বয়নশিল্পের শ্রেণীভিত্তিক এবং পর্বভিত্তিক বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা তৈরী, সামর্থ্য ভিত্তিক একক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন-পত্র তৈরী। 'প্রশিক্ষণ সহায়িকা' দ্রষ্টব্য।

১৩। বয়নশিল্পের উপর ভিত্তি করে একটি পাঠটীকা তৈরী করা।

৩। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মূলক কাজ

পূর্ণমান—১০০

উদ্দেশ্য

প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের উদ্দেশ্য সমূহ প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের যে স্থান নিরুপিত হয়েছে—তার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য সমূহকে বাস্তবায়িত করতে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কিভাবে সাহায্য করা সম্ভব —সে বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও অভ্যাস এবং মানসিকতা অর্জন করতে সাহায্য করা এইটি হ'ল এই শিক্ষক শিক্ষণ পাঠ্যক্রমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মূলক কাজের উদ্দেশ্য।

ক) জ্ঞান মূলক ঃ

১। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মূলক কাজ সম্পর্কে ধারণালাভে (Concept) শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা এবং শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মূলক কাজের গুরুত্ব উপলব্ধিতে সহায়তা করা।

২। শিক্ষায় সাঙ্গীকরণ—প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়া।

খ) **দক্ষতা ও অভ্যাস মূলক ঃ**

৩। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মূলক কাজগুলি পরিচালনা করার কৌশল ও দক্ষতা অর্জন।

৪। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ করার কৌশল অর্জন করা।

৫। সামুদায়িক জীবন যাপনে এব দলবদ্ধভাবে সামাজিক কল্যাণ মূলক কাজে অভ্যস্ত হওয়া।

৬। সামাজিক সমস্যাগুলি চিহ্নিত (Identity) করার দক্ষতা অর্জন এবং সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের দক্ষতা অর্জন।

৭। বিদ্যালয় পরিবেশকে সুন্দর আনন্দময় এবং সৃজন মূলক কাজের অনুকুল করে তোলার কৌশল আয়ত্ত করা—

৮। গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের উপযোগী মনোভাব সৃষ্টি করা—

৯। প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাকে বৈজ্ঞানিকভাবে পর্য্যালোচনা করার মানসিকতা গঠন—

১০। সকল প্রকার শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদাবোধ সৃষ্টি—

১১। শুধুমাত্র মানসিকতা নয় এগুলি নিজ জীবনচর্য্যায় অভ্যস্ত হওয়া—

১২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজ উন্নয়ন কর্মকে সাঙ্গীকৃত করার উদ্দেশ্যে—

ক) নিজের পরিবেশের উন্নতিকল্পে পাঠ্যপুস্তক লব্ধ জ্ঞানকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে পরিবেশে ব্যক্তিগত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা অর্জন এবং সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণ—

খ) পরিবেশের উন্নতিকল্পে প্রকল্প গ্রহণ পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং যে কোনও প্রকল্প গ্রহণ করে তার সংগঠন, কর্মপ্রয়াস ও মূল্যায়নে দক্ষতা অর্জন।

(গ) শিক্ষার্থীদের কাঙ্খিত আচরণ (Bchavioural goals):

১। সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে যে অভিজ্ঞতাগুলো শিশুরা পাচ্ছে তার প্রতিরূপদান (প্রতিরূপায়ণ)।

এইগুলো শিশুরা স্বাধীনভাবে করবে এবং শিক্ষক মহাশয় তার ব্যবস্থা করবেন।

২। দৈনন্দিন ' নৈমিত্তিক, প্রাত্যহিক বা অন্যান্য নব নব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিশুর যে নতুন নতুন জ্ঞানভাণ্ডার, বোধ, দক্ষতা অর্জন করছে তার সমন্বয় করে "আমার বই" লেখা।

শিক্ষকের কাজ এই বিষয়ে শিশুকে উৎসাহিত করা, পরিচালিত করা এবং ব্যক্তিগত শিক্ষাকে সমষ্টিগত শিক্ষাতে রূপান্তরিত করা।

৩। পাঠ্যক্রমে যে কর্মসূচীর কথা বলা হয়েছে তার পরিচালনা করা এবং তারই মাধ্যমে উপরোক্ত ১নং এবং ২নং-এর উদ্দেশ্য সাধন ছাড়াও পঠন-পাঠন নির্ভর শিক্ষার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাঙ্গিকরণের মাধ্যমে প্রসারিত শিখন (Extended Learning) সম্পর্কিত কাজ করা।

(ঘ) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির করণীয় বিষয়াদি ঃ

যেহেতু আমরা নিজেরা যেভাবে শিখি তার উপায় পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াগুলি আমাদের শিক্ষাদান কার্যে প্রভুত প্রভাব বিস্তার করে সেইহেতু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ বিষয়ে শিশুদের শিখনের কাজ যেভাবে বা পদ্ধতিতে এবং প্রক্রিয়ায় শিক্ষক বিদ্যালয়ে গিয়ে করাবেন অনুরূপভাবে সেই কাজগুলি তাঁরা নিজেরা শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রে করবেন [যেমন, শিক্ষার্থীদের "আমার বই" রচনা যাতে থাকতে পারে আজকের শ্রেণীকক্ষের আলোচনা যা শুনলাম তার কোন দিকগুলি আমি বিদ্যালয়ে রূপায়িত করতে পারবো বা করবার চেষ্টা করবো, ইত্যাদি, বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ পর্যবেক্ষণ এবং নবলব্ধ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা বর্ণনা ইত্যাদি]।

আভ্যাসিক পাঠদান কালে শিশুনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের পরিচালনা করা বিশেষতঃ "আমার বই" রচনার কাজ করানো।

(ঙ) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজগুলির প্রকার ভেদ এবং সেই বিষয়ে ধারণা ঃ

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজগুলিকে শিখন প্রক্রিয়া (meaning process) অনুসারে নিম্নোক্ত চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

১। কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে যুক্ত শিক্ষামূলক (anti educative) কাজ যেমন, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি ও চরিত্রের প্রতিকল্প রচনা করে চরিত্রাভিনয় [যথা পরিবারে অভ্যাগত বরণ, ফেরিওয়ালার জিনিষ চিহ্নিত করা, ইত্যাদি] ;

২। অভিযোজনাত্মক কর্ম সম্পাদনমূলক কাজ (Accommodative or culturalization Activities)। যথা—স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন, মনীষীদের জন্মবার্ষিকী পালন ইত্যাদি।

৩। সাঙ্গীকরনাত্মক কাজ (Carrilative Activities) বা প্রসারিত লিখন অভিজ্ঞতামূলক কাজ (Extended Learning Expensive Activities)। যথা—স্থানীয় যে সব গাছ থেকে খাবার পাই ইত্যাদি।

৪। স্থানীয় পরিবেশে জীবনযাপন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কাজ (Life Experience Activities in local social and Physical Enviranment) যথা—প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, সামাজিক জীবন পর্যবেক্ষণ।

প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ সম্পর্কে উপযুক্ত ধারণালাভের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা সংস্থার সহায়ক পুস্তিকাটির প্রাসঙ্গিক অংশ বিশেষ মনে করা যেতে পারে ঃ

অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের উৎস। মানুষ শেখে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান শিশুর কাছে তখনই ফলপ্রসূ হয়, যখন সে নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়।

শিক্ষক পাঠদানের মাধ্যমে শিশুকে তার অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানভাণ্ডারের অংশীদার করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শিশুর কাছে প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা না থাকাতে সে পাঠে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাই পাঠে আগ্রহ জাগাতে হ'লে প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশুদের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটিকে পরিমানে ও বৈচিত্রে ভরিয়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। সাধারণভাবে সুখ ও দুঃখের অভিজ্ঞতাই শিশুর মনে অধিক স্থায়ী হয়। তাই শুধু দেখা, শোনা বা স্পর্শ করা নয়, তার সঙ্গে অনুভূতি (অর্থাৎ মনন ক্রিয়া) যুক্ত করতে পারলে সেই অভিজ্ঞতাই শিশুর কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং এইরকম অভিজ্ঞতারই সম্মুখীন করাতে হবে শিশুকে।

শিক্ষকের আরএকটি কাজ হচ্ছে শিশুর উপযুক্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নির্বাচন করা। শিশুকে এমন অভিজ্ঞতার সর্ম্মুখীন করাতে হবে যাতে অভিজ্ঞালব্ধ জ্ঞান তার মানসিক উন্নতি সাধনে সহায়ক হয়। সহযোগিতা, সহানুভূতি, সম্প্রীতি ও অবহেলিত মানুষের প্রতি দরদ প্রভৃতি গুণ-গুলি যাতে শিশুর মধ্যে যথাযথভাবে গড়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিশু তার জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবে ঠিকই; কিন্তু যতদূর সম্ভব তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাহায্যে হলে ভাল হয়। প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা সেই জ্ঞান ভাণ্ডারের চাবিকাঠি যার সাহায্যে পরোক্ষ জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করা যায়! যখন আমরা কোন জ্ঞানীব্যক্তির কাছে কোন কথা শুনি বা বইতে তাঁদের লেখা পড়ি তখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার লব্ধ জ্ঞানের সমৃদ্ধি ঘটে তাদের মধ্যে সংযোগ সাধন প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে।"

অভিজ্ঞতা মূলক কাজের কার্য্য-সূচী নিম্নরূপ হবে ঃ—

১। শিশুর পরিবেশ ও তার অভিজ্ঞতা—অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের স্বাভাবিক উপায়—অভিজ্ঞতার প্রকার-ভেদ—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রাথমিকস্তরে জীবন-কেন্দ্রিক শিক্ষায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞাতার প্রয়োজনীয়তা। (তাত্বিক আলোচনা)।

২। শিক্ষাক্রমের অবিভাজ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষা—শিক্ষায় সাঙ্গীকরণ—সাঙ্গীকরণের উপায়—অভিজ্ঞামূলক কাজের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের সাঙ্গীকরণ—পর্য্যবেক্ষণমূলক কাজ ও মাতৃভাষা—পরিবেশ পরিচিতি—ভূগোল, প্রকৃতিবিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি। উৎসব অনুষ্ঠান মূলক কাজ ও সঙ্গীত, নৃত্যকলা, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, ইত্যাদি (তাত্বিক আলোচনা)

৩। শিক্ষণ সংস্থায় সামুদায়িক জীবনে প্রাত্যহিক কাজ—প্রার্থনা (প্রার্থনার সময় সমবেত সঙ্গীত ও প্রেরণামূলক পাঠ—পাঠের উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে)।
দৈনন্দিন পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাট্য বিধানের কাজ—ছাত্রাবাস, খাবার ঘর, শ্রেণীকক্ষ, খেলার মাঠ ইত্যাদি। শ্রেণীসজ্জা, আলপনা দেওয়া প্রকৃতি পঞ্জী সাজানো।
বাজার করা ও রান্নাঘরের কাজ—তরকারী কোটা, পরিবেশন, দৈনিক ও মাসিক খরচের হিসাব রাখা ইত্যাদি।
বিদ্যার্থী-পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ—দৈনিক খরচ লেখা, অতিথি পরিচর্যা খেলাধূলা ও কৃষ্টিমূলক কাজ ইত্যাদি।

৪। শিক্ষক সংস্থায় সহযোগিতামূলক গণতান্ত্রিক জীবনযাপন বিষায়ক কাজ—গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মাসের শেষ সপ্তাহে মাসিক প্রতিনিধি মণ্ডলী নির্বাচন ও পরবর্তী মাসের ১ম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের প্রতিনিধি মণ্ডলীর লিখিত কার্য্য-বিবরণী পাঠ ও সাধারণ সভায় আলোচনা।

৫। বিশেষ দিবস পালন—প্রতিষ্ঠা দিবস (শিক্ষণ সংস্থার) শিক্ষক দিবস, শিশু দিবস, চিন্তানায়ক ও মনীষীদের স্মৃতি দিবস অভিভাবক দিবস ইত্যাদি।

৬। উৎসব ও আনন্দানুষ্ঠান—রাষ্ট্রীয় উৎসব, সামাজিক উৎসবং ঋতু উৎসব, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বিতর্ক সভা প্রদর্শনী, সাহিত্য সভা, নাট্যানুষ্ঠান ইত্যাদি।

৭। শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ—স্থানীয় খামার, উৎপাদন কেন্দ্র, কৃষিক্ষেত্র, হাট বাজার ঐতিহাসিক স্থান ইত্যাদি। পরিভ্রমণের বিবরণী রচনা।

৮। স্থানীয় সমাজের পঞ্চায়েত কর্মী ডাক্তার সমাজসেবী শিল্পী ও অন্যান্য পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ও শ্রম শিল্পীদের আমন্ত্রণ—বক্তৃতা ও আলোচনা।

৯। দলগতভাবে বিশেষ উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকটবর্তী অঞ্চলের সমীক্ষা (Survey) ও তথ্য সংগ্রহ :—

১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্থানীয় বালক বালিকাদের সংখ্যা—সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য। বিদ্যালয়ে না-আসা শিশুদের সংখ্যা—প্রথামুক্ত শিক্ষার ব্যবহার জন্য। শিশুদের বাড়ীতে আবর্জনার ব্যবহার—আবর্জনার সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেওয়ার জন্য। শিশুদের বাড়ীতে ফুলের বাগান—ফুলের বাগান করার উৎসাহ দেওয়ার জন্য। খেলাধূলা ও জ্ঞানদান অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা—খেলাধূলা ব্রতচারী, সঙ্গীত ইতাদির আসর পরিচালনার জন্য। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগে স্থানীয় অঞ্চলে পরিবর্তনের রূপ—বিজ্ঞানের প্রয়োগে পরিবেশের সম্মুখে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তোলার জন্য—সমাজের অন্যান্য—(সমীক্ষার লিখিত বিবরণী রচনা করতে হবে—দলগতভাবে) সমস্যা ও তার সমাধানের জন্য।

১০। প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্য্যবেক্ষণমূলক কাজ—আবহাওয়া, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশুপাখী, প্রাণীর জীবনচক্র (প্রজাপতি, মৌমাছি, ব্যাঙ, নক্ষত্র ও নক্ষত্রমণ্ডল—ধ্রুবতারা, শুকতারা, সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ, বৃশ্চিকরাশি। (পর্য্যবেক্ষণ প্রতিটি শিক্ষার্থী করবে এবং পর্য্যবেক্ষণের লিখিত বিবরণী রচনা করবে।

১১। প্রাকৃতিক বস্তু সংগ্রহ ও সংগ্রহ—পুস্তক তৈরি—ফুল, পাতা, পালক ইত্যাদি সংগ্রহ পাঠনাভ্যাস কালে শিশুদের দ্বারা 'আমার বই' (শিশুর নিজের বই) তৈরী করতে হবে।

১২। পাঠনাভ্যাস কালে শিশুদের দ্বারা বিভিন্ন দৃশ্যকল্প রচনা করাতে হবে।

ক) প্রতিটি শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজে উপস্থিত থেকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে।

খ) প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ পর্য্যবেক্ষণের কাজ প্রয়োজন ও সুবিধা অনুযায়ী নির্বাচিত হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অন্তত পক্ষে একটি প্রাকৃতিক বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করতে হবে এবং একটি সামাজিক সমীক্ষায় বিবরণী দলগতভাবে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্য্যবেক্ষণের বিবরণী ব্যক্তিগতভাবে জমা দিতে হবে।

গ) শিক্ষণ সংস্থার ভিতরে ও বাইরের কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন শিক্ষাকর্ম শেষে জমা দিতে হবে

ছ) এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রশিক্ষণ সহায়িকা'-র ১৯৩ পৃঃ থেকে ২০২ পৃঃ পর্য্যন্ত অংশ বিশেষ প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে। নিম্নে সেই অংশটিতে প্রতি শ্রেণীর জন্য কার্য্যসূচীর যে একক এবং উপ-একক ভাগ করা হয়েছে তা নিম্নে দেওয়া হল :—

প্রথম পর্ব

মে মাস থেকে

আগষ্ট মাস

বিষয় : প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ

শ্রেণী : প্রথম

একক	উপ-একক
১। মে দিবস ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	ক) প্রস্তুতি i) অনুষ্ঠান ii) অন্যান্য খ) অনুষ্ঠান ইত্যাদি
২। শিশুর পরিচয়	ক) নাম খ) বাবার নাম, মায়ের নাম গ) ভাইবোনের নাম ইত্যাদি ঘ) গ্রামের নাম, ঠিকানা
৩। শিশুর পরিবার	ক) পরিবারের গঠন খ) বাবার কাজ ও জীবিকা গ) মায়ের কাজ ও জীবিকা ঘ) শিশুর কাজ/ভাইবোনের কাজ ঙ) অন্যান্যদের কাজ চ) শিশু ও তার ভাইবোনদের কিভাবে চলা উচিত
৪। চরিত্রাভিনয়	ক) মা রান্না করেন, বাবা কাপড় কাচেন ইত্যদি
৫। দৃশ্যকল্প	ক) পরিবারের বিভিন্নজনের কাজ
৬। শিশুর বাড়িঘর	ক) বাড়িঘরের প্রয়োজন খ) বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য ঘর গ) বিভিন্ন ধরণের ঘর— স্থানীয়—দূর ঘ) বাড়ি ঘরের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা
৭। স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন	ক) প্রস্তুতি i) অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি ii) সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতি খ) অনুষ্ঠান ইত্যাদি

একক	উপ-একক
৮। শিশুর বিদ্যালয়	ক) বিদ্যালয়ের অবস্থান খ) বিদ্যালয় সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক তথ্য গ) বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা ঘ) শিক্ষক/শিক্ষিকা/গুরুজনদের প্রতি আচরণ ঙ) সহপাঠীদের প্রতি আচরণ চ) বিদ্যালয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিধান

দ্বিতীয় পর্ব
সেপ্টেম্বর মাস থেকে
ডিসেম্বর মাস

বিষয়ঃ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ

শ্রেণী ঃ প্রথম

৯। শিক্ষক দিবস	ক) প্রস্তুতি i) অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি ii) সাজসজ্জা ইত্যাদি খ অনুষ্ঠান
১০। শিশুর পরিবেশ	ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ i) গৃহপালিত পশু ii) পাখি, প্রজাপতি ইত্যাদি iii) গাছপালা— শাক সব্‌জি iv) আলো, হাওয়া, জল v) দিন, মাস, বছর, ঋতু খ) সামাজিক পরিবেশ i) সমাজের অন্যান্য মানুষ ii) বাজার, দোকান, পোষ্ট অফিস ইত্যাদি

একক	উপ একক
১১। পারিবারিক জীবন	ক) পরিবারের সকলের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণ
	খ) পরিবারের আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সম্পর্ক ও আচরণ
১২। বাড়িঘর	ক) প্রয়োজনীয়তা—আদিম ব্যবস্থা ও বিবর্তন
	খ) বাড়িঘর তৈরী করতে কি কি লাগে
	গ) যাঁরা বাড়ি তৈরী করেন
	ঘ) রোদ বাতাস, বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তা, পরিচ্ছন্নতা
	ঙ) গৃহহীনরা কেমন করে থাকেন
১৩। শিশু দিবস (১৪ই নভেম্বর)	ক) প্রস্তুতি i) অনুষ্ঠান ii) সাজসজ্জা ইত্যাদি
	খ) অনুষ্ঠান
১৪। বিদ্যালয় পরিস্কার রাখার কর্ম্মসূচী।	ক) পরিকল্পনা
	খ) কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ
১৫। বাড়ি ও পাড়ার পরিবেশ	ক) পাড়া-পাড়ার মধ্যে বিভিন্ন স্থান
	খ) রাস্তাঘাট যানবাহন
	গ) রাস্তাঘাট কারা তৈরী করেছেন, কি দিয়ে করেছেন।
১৫. ১) চরিত্রাভিনয়	খ) যাঁরা দোকান/বাজার করেন
	গ) যাঁরা বাড়ি তৈরি করেন
১৫. ২) দৃশ্যকল্প	খ) বাজারের দৃশ্যকল্প
১৬। দূরের পরিবেশ	ক) পাড়া থেকে থানা
	খ) অঞ্চল পঞ্চায়েত, জেলা, মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি
	গ) রাজ্য, দেশ, পৃথিবী ইত্যাদি
১৭। সাহিত্য	গান, কবিতা, আবৃত্তি, নাচ ইত্যাদি প্রস্তুতি ছাড়া

তৃতীয় পর্ব
জানুয়ারী মাস থেকে
এপ্রিল মাস

বিষয় : প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ

শ্রেণী : প্রথম

একক	উপ-একক
১৮। সমাজ পরিবেশ	ক) মানুষের বিভিন্ন কাজ খ) জীবিকা ও জীবন-যাপনের পদ্ধতি গ) পাড়ার মানুষ-পরস্পর নির্ভরতা ঘ) পোষাক ঙ) খাদ্য চ) ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচ্ছন্নতা
১৯। গ্রাম/শহর	ক) গ্রাম ও শহর খ) গ্রাম, শহরের যানবাহনের ব্যবস্থা গ) গ্রাম, শহরের হাট-বাজার ইত্যাদি
২০। ২৩শে জানুয়ারী ও প্রজাতন্ত্র দিবস (২৬শে জানুয়ার) উদ্‌যাপন	ক) প্রস্তুতি i) অনুশীলন ii) সাজসজ্জা ইত্যাদি খ) অনুষ্ঠান
২০. ১) চরিত্রাভিনয় ২০. ২) দৃশ্যকল্প	খ) সমাজে বিভিন্ন মানুষের কাজ— গ) ঐ এবং সামাজিক পরিবেশের মানবিক সম্পর্ক (Human Relation) বিষয়ক নানা ঘটনা
২১। উৎসব ও আনন্দ	ক) গ্রাম/শহরে মিলিত উৎসব খ) গ্রাম/শহরের পৌরাণিক স্থান গ) পুরানো খামার সংস্কার
২১. ১) চরিত্রাভিনয়	ঙ) বিভিন্ন উৎসবের অভিনয়
২১. ২) দৃশ্যকল্প	ঘ) বিভিন্ন উৎসবের দৃশ্যকল্প

একক	উপ-একক
২২। উৎপাদন	ক) গ্রামের ফসল
	খ) কারা ফসল কিভাবে ফলান
	গ) যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য
	ঘ) সার
	ঙ) অন্যান্য উৎপাদন
	চ) শহরের উৎপাদন
২৩। বিশ্ব পরিবেশ দিবস	ক) প্রস্তুতি
	খ) অনুষ্ঠান
২৪। স্বশাসন	ক) কারা করেন—মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত ইত্যাদি ও তাঁদের কাজ
২৫। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষ	ক) মাটি, বাতাস, জল
	খ) আকাশ
	গ) মানুষ তার বুদ্ধি ও শ্রম আবিষ্কার ও উদ্ভাবন
	ঘ) সূর্য, চাঁদ, তারা—এদের প্রভাব
২৬। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন	ক) প্রস্তুতি—ইত্যাদি
	খ) অনুষ্ঠান
২৭। অভিভাবক দিবস	ক) প্রস্তুতি
	খ) অনুষ্ঠান

উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	পূর্বার্জিত সামর্থ্য	কাম্য শিখন সামর্থ্য			
			উপলব্ধি ও অনুকরণ বা অনুসন্ধিৎসা ও অভিব্যক্তি	আগ্রহ এবং কর্মোদ্যোগ সহযোগিতা ও নেতৃত্ব	পারদর্শিতা ও উদ্ভাবনী শক্তি	স্বভাব ও আচরণ মূল্যবোধের বিকাশ
		শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা	শিক্ষার্থীরা
৪। ক) মা রান্না করেন বাবা কাপড় কাচেন ইত্যাদি ৫। ক) পরিবারের বিভিন্ন জনের কাজ	২ ২	পর্যবেক্ষণ করে কিছু—অনুকরণ করতে পারে। অঙ্গ সঞ্চালন করতে পারে ইত্যাদি	(১) পরিবেশের নানা বিষয় সম্পর্কে উৎসাহ দেখাবে। (২) পারিবারিক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারবে।	(১) নিজস্ব উদ্যোগে কাজ করবে। (২) সহকর্মীদের সাথে সহযোগিতা করে কাজ করবে। (৩) নিজের কৃতিত্ব জাহির করবে না বা করতে চাইবে না। (৪) প্রয়োজনে নেতৃত্ব দিতে পারবে।	(১) কাজে অংশ গ্রহণ করবে। (২) পারদর্শিতার সাথে কাজ করবে। (৩) প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	(১) কাজ করার আনন্দানুভূতি ও আত্মতৃপ্তিকার আচরণে ফুটে উঠবে। (২) যে কোন কাজ তা যত ছোটই হোক তাকে সুন্দর করে করার চেষ্টা করবে।
৪। (খ), (গ) ৫। (খ), (গ) ইত্যাদি			অনুরূপ	অনুরূপ	অনুরূপ	অনুরূপ

কর্মনির্ভর বিষয়ের একক মূল্যায়নের পরিকল্পনা পত্র

শ্রেণী : প্রথম   বিষয় : প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ   একক : (৪) চরিত্রাভিনয় ও (৫) দৃশ্যকল্প

উপ-একক	কাম্য শিখন—সামর্থ্য			
	উপলব্ধি ও অনুকরণ বা অনুসন্ধিৎসা ও অভিব্যক্তি	আগ্রহ/কর্মোদ্যোগ এবং সহযোগিতা ও নেতৃত্ব	পারদর্শিতা ও উদ্ভাবনী শক্তি	স্বভাব ও আচরণ মূল্যবোধের বিকাশ
৪। ক) মা রান্না করেন বাবা কাপড় কাচেন ইত্যাদি।	শিক্ষার্থীরা (১) পরিবেশের নানা বিষয় সম্পর্কে উৎসাহ দেখায় কি ?	শিক্ষার্থীরা (১) নিজস্ব উদ্যোগে কাজ করে কি ?	শিক্ষার্থীরা (১) কাজে অংশ গ্রহণ করে কি ?	শিক্ষার্থীরা (১) কাজ করার আনন্দ বা তৃপ্তি তার আচরণে ফুটে ওঠে কি ?
৫। খ) পরিবারের বিভিন্ন জনের কাজ	(২) পারিবারিক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারে কি ?	(২) সহকর্মীদের সাথে সহযোগিতা করে কি ?	(২) পারদর্শিতার সাথে কাজ করে কি ?	(২) যে-কোন কাজ তা যত ছোটই হোক তাকে সুন্দর করে করার চেষ্টা করে কি ?
		(৩) নিজের কৃতিত্ব জাহির করে বা করতে চায় কি ?	(৩) প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে কি ?	
		(৪) প্রয়োজনে নেতৃত্ব দিতে পারে কি ?		
৪। (খ) (গ) ইত্যাদি	অনুরূপ	অনুরূপ	অনুরূপ	অনুরূপ
৫। (খ) (গ) ,,				

(ঙ) প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ সম্পর্কে সরাসরি কাজ করার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে দু'ভাবে ঃ—

ক) প্রথমত ঃ নিজেরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত মূলক কাজের মধ্য দিয়ে জীবন-যাপন, বিশেষত ঃ সামুদায়িক জীবন-যাপন করে কিছু নব চেতনায় এবং মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হবে। যথা—সামুদায়িক প্রার্থনা, পরিচ্ছন্নতা বিধান এবং পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য-বিধান, পানীয় জল সংরক্ষণ ইত্যাদি।

খ) দ্বিতীয়ত ঃ আভ্যাসিক পাঠদানকালে প্রাথমিক স্তরের প্রত্যেক শ্রেণীর উপযোগী অন্তত একটি করে নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিশুদের দিয়ে করাবে। এই ধরনের কাজের জন্য একটি আদর্শ ছক নিম্নে দেওয়া হল। শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির স্থানীয় অবস্থা ও সুযোগ সুবিধা অনুসারেই অধ্যাপকগণ কাজের বণ্টন করবেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই কাজের বণ্টন, পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ণের কাজে প্রত্যেক অধ্যাপক দায়িত্বভার নেবেন।

কাজের ছক :—

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-মূলক কাজ	প্রথম শ্রেণী		দ্বিতীয় শ্রেণী		তৃতীয় শ্রেণী		চতুর্থ শ্রেণী		পঞ্চম শ্রেণী	
	নিত্য	নৈমিত্তিক	নিত্য	নৈমিত্তিক	নিত্য	নৈমিত্তিক	নিত্য	নৈমিত্তিক	নিত্য	নৈমিত্তিক
৪ (ক)										
৪ (খ)										
৪ (গ)										
৪ (ঘ)										

এই ছকটি করার উদ্দেশ্য একটিই :—

সকল শিক্ষণার্থী নিত্য ও নৈমিত্তিক কাজ করানোর অভিজ্ঞতা, প্রত্যেক শ্রেণীর শিশুদে দিয়ে অন্তত কোন একটি কাজ করানোর অভিজ্ঞতা এবং এই প্রতিবেদনের ৪ (ক) (খ) গ) এবং (ঘ)-এর প্রত্যেক উদ্দেশ্য সাধক অন্তত একটি করে কাজ করানোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে।

কাজগুলি শিক্ষণার্থীরা প্রয়োজন অনুসারে ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে করবে।

ঝ) মূল্যায়ন ঃ—

প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন করা হবে।

তাত্ত্বিক মূল্যায়নের দিকগুলি ঃ—

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মূলক কাজের অর্থ ও লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা। প্রাথমিক বিদ্যালয়-এর প্রয়োজনীয়তা, কাজগুলির শ্রেণী বিভাগ এবং স্তর বিভাগ সম্পর্কে জ্ঞান। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-মূলক শিক্ষা যে জীবনব্যাপী শিক্ষা সে বিষয়ে সচেতনতা। জ্ঞানমূলক দিকগুলির সঙ্গে সঙ্গে মনোভাবগত দিকগুলি— যথা বিষয়টির প্রতি আগ্রহ, আস্থা ও উৎসাহ।

ব্যবহারিক মূল্যায়নের দিকগুলি ঃ—

কাজ সম্পাদনে স্বীয় দক্ষতা। শিশুদের কাজ পরিচালনা করার দক্ষতা, শিশুদের কাজের মূল্যায়ন করার দক্ষতা।

শিশুদের মনে এই ধরণের কাজে আগ্রহ ও উৎসাহ সঞ্চার করার দক্ষতা। কাজটির সঙ্গে পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয়গুলির সংযোগ সাধনের দক্ষতা।

শিক্ষার্থীদের নিজেদের "আমার বই" রচনা।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিশুদের দিয়ে 'আমার বই" রচনা করানোর কাজ।

কাজের ডায়েরী রাখা।

মূল্যায়নের সংকেত ঃ—

মূল্যায়নের সময় শিক্ষার্থীর কাজে অংশগ্রহন, কাজের আগ্রহ, দক্ষতা, সাঙ্গীকৃত পাঠদানের ক্ষমতা, কাজ ও পর্য্যবেক্ষণের লিখিত বিবরণী বিবেচিত হবে।

ক) ১। প্রত্যেক শিক্ষার্থী কিছু না কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজে অংশ গ্রহণ করবেন।
   ২। সমাজ উন্নয়ণ মূলক কোনও একটি প্রকল্প গ্রহন করে তাহা সম্পাদন করবেন।

৩। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের যে কোনও একটি বিষয়ের জ্ঞানের স্থানীয় প্রসংগতা সম্পর্কে পর্য্যবেক্ষণ মূলক ও বিশ্লেষণাত্মক নিবন্ধ রচনা করবেন।

খ) শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের এবং বৃহত্তর পরিবেশে শিক্ষার্থী শিক্ষকেরা যে সকল সামুদায়িক কর্ম করবেন, সমীক্ষা এবং প্রকল্প গ্রহণ করবেন এবং জ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা বিচার মূলক নিবন্ধ লিখবেন তার পূর্ণ বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে। প্রতি তিনমাস অন্তর এই বিবরণী মূল্যায়নের জন্য জমা দিতে হবে। বৎসরে ৩টি বিবরণী ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিষয়ক কার্য্যাবলীর জন্য নির্দ্ধারিত নম্বর আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে। আপাততঃ মূল্যায়নের বহিঃ পরীক্ষক ব্যবস্থা প্রবর্তন করার কথা ভাবা হয়নি। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেই নিম্নলিখিত বিষয়-গুলিকে ভিত্তি করে নম্বর দিতে হবে :—

ক) তাত্ত্বিক অংশের উপর মৌখিক পরীক্ষা ;

খ) সারা বৎসরের কাজের ডায়েরী সংরক্ষণ ;

গ) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মূলক কাজের পাঠ টীকা রচনা ;

ঘ) কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীর দক্ষতা এবং শিশুদের কাজ পরিচালনা করা ও তাদের কাজের মূল্যায়ণ করার যোগ্যতা।

প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজে এই বিষয়টির তাত্ত্বিক আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখা যেতে পারে—

শিশুর শিক্ষা বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে লব্ধ অভিজ্ঞতার সমষ্টি। বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে অর্থবহ ও জীবনমুখী করে তুলতে হলে পাঠক্রমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৃথকভাবে পাওয়া জ্ঞানের সঙ্গে শিশুর নিত্য নিয়ত প্রাকৃতিক সামাজিক, জীব জগত, উদ্ভিত জগত বস্তু জগত ও আবহাওয়া এসব ক্ষেত্র হতে পাওয়া অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন ও সাঙ্গীকরণ করা প্রয়োজন। শিক্ষক-শিক্ষার্থী শিক্ষণের মাধ্যমে নিয়ত প্রচেষ্টা করে চলবেন সুষ্ঠুভাবে এই সাঙ্গীকরণ কাজটি সমাধা করার কৌশল ও দক্ষতা আয়ত্ব করতে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল সেগুলি শিক্ষক শিক্ষার্থী ৬ সপ্তাহ কাল পাঠন অভ্যাস কালে কার্য্যকরী করবেন। প্রতিদিন শ্রেণীতে খবর বলাকালে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নানা ধরনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে থাকে যেমন :—

আবহাওয়া—'গতকাল ঝড়জল হয়েছিল' 'কাল খুব শীত পড়েছিল' 'আজ কুয়াশাতে পথঘাট অন্ধকার ছিল। নদীতে জল বেড়েছে নৌকা চলছে না', 'বৃষ্টিতে বাস ট্রাম বন্ধ' এবছরে আমাদের পুকুরের জলও শুকিয়ে গেছে' ইত্যাদি।

উদ্ভিদ জগতে—'আমাদের আমগাছে মুকুল এসেছে' বৃষ্টি হচ্ছে না মাঠে ধান চারাগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে' ধান গাছে পোকা লেগেছে, ইঁদুরে কপি গাছের গোড়া নষ্ট করেছে 'কৃষ্ণচূড়া গাছটির সব পাতা ঝড়ে গেছে' ইত্যাদি সরস্বতী পূজোর সময়ে গাঁদা ফুলে গাছ ভরে যায়' ইত্যাদি।

প্রাণীজগতে—'আমাদের গরুর একটি বাছুর জন্মেছে,' উইপোকাতে বিদ্যালয়ের আলমারীর ক্ষতি করেছে' পাশের গ্রামের একজনকে সাপে কামড়েছে, শীতকালে সাপ দেখা যায় না একদল পিঁপড়ে মুখে ডিম নিয়ে সারি বেঁধে চলেছে, চৈত্রমাসে পাখীরা কেমন বাসা বাঁধে। আমরা কাল একটি নীলরং এর পাখীর পালক পেয়েছি। শ্রেণীঘরের কোনায় একটা ব্যাঙ এসেছে।

স্বাস্থ্য—'একটি বাড়ীতে একজনের টাইফয়েড হয়েছে' 'ঐ বিদ্যালয়ে টীকাদার এসেছেন' 'বিদ্যালয়ের সামনের নলকূপটি নষ্ট হয়ে গেছে' খবরে প্রকাশ কাল শহরে জলসরবরাহ বন্ধ থাকবে' 'গ্রামের মেলা বসেছে' চারিদিকে ব্লিচিং পাউডার ছড়ান হচ্ছে'। 'আমার ছোট ভাইটি ছবছরের এখনও দাঁড়াতে পারে না। বিদ্যালয়ে শৌচাগার নেই বলে খুব অসুবিধা হচ্ছে।

সামাজিক পরিবেশ—'আজ গ্রামে পঞ্চায়েত' আগামীকাল মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন' এবছরে বাড়ী বাড়ী লোক গণনা চলছে' 'আমাদের গ্রামে কোনও কোনও বাড়ীর শিশুরা বিদ্যালয়ে আসে না' সাঁওতালরা একটি পৃথক পল্লীতে বাস করে' 'পাকা বাড়ীতে বর্ষাকালে জল ঢোকে না কাঁচা বাড়ীতে ঢোকে।

বস্তুজগত—'বিদ্যালয়ের বোর্ডে' লেখার খড়িমাটি দিয়ে কালি শুষে ফেলা যায়' 'কাল রেল লাইনের ধার হতে পাথর পেয়েছি' বালির থেকে কিছু ঝিনুক কুড়িয়েছি' কাল বাগানে একটি বড় নলের সাহায্যে জল দেওয়া হয়েছে' 'আজ একটি দমকল দেখেছি' বোসেদের পুকুরের মাটি তোলা হচ্ছে।

এই রকম ধরণের নানা তথ্য বিদ্যালয়ের শিশুরা নিজ অভিজ্ঞতা হতে সংগ্রহ করে এবং বর্ণনা করে থাকে। এগুলি তুচ্ছ জ্ঞান না করে এগুলির সাথে পুস্তক অর্থাৎ জ্ঞানকে সুসংবদ্ধ করতে হবে শিশুদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান এভাবেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সম্পূর্ণ রূপ নিতে পারে এবং নিজের বইতে যা পড়েছে সেগুলিই যে সত্য বাস্তব জীবনে ঘটে থাকে তা হৃদয়ঙ্গম করে বলে পুস্তকের শিক্ষা অর্থবহ হয়। যেমন—

(ক)

১	২	৩	৪
কোনও একটি ঘটনা বা সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ	ঘটনা বা সমস্যাটির সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক	বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন	ঘটনার বিকাশ বা সমস্যার সমাধানে করণীয়।
ঘটনা—বিদ্যালয়ের সামনের নলকুপটি নষ্ট হয়ে গেছে। এটি একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক সামাজিক সমস্যা।	এটি একটি গুরুতর সমস্যা জল জীবনধারনে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন এবং পানীয় জল বিশুদ্ধ হওয়া অত্যাবশ্যক।	বিজ্ঞান-জল-বাষ্পীভবন-মেঘ বৃষ্টি স্বাস্থ্য-পানীয় জল বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজনীয়তা, বৃষ্টির জল—পানের বিপদ। ভূগোল জলের উৎস। নদী পুকুর নলকুপ মাতৃভাষা কাজটির বিবরণী লেখ।	সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে দূরের নলকুপ হতে হাতে হাতে বালতীতে জল বহন এবং সংগ্রহ ও পঞ্চায়েতের সাহায্যে তাড়াতাড়ি নলকুপটি মেরামতের ব্যবস্থার সম্পর্কে পত্র লেখা।

(শিক্ষক শিক্ষার্থী পাঠন্যাভ্যাস কালে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মূলক কাজ যেমন করাতে থাকবেন, তার সঙ্গেই চলবে 'আমার বই' লেখা কাজটি।)

বিত্থালয়ে প্রতিদিন প্রার্থনাসভা পরিচালিত হয়—এবং কোনও বিশেষ দিনে বিশেষভাবে প্রার্থনাসভা আয়োজিত হয়। এই কাজটির সঙ্গে শিশুর বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের পৃথকভাবে লব্ধজ্ঞানকে সমন্বিত করা প্রয়োজন। তাছাড়া এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুর নানাদিকে বিকাশ লাভও হবে।

১ কাজের নাম	২ কোন কোন উদ্দেশ্য সফল হতে পারে.	৩ ছাত্রছাত্রীর ভূমিকা	৪ শিক্ষকের ভূমিকা
১২ই আশ্বিন বিদ্যাসাগর জন্মদিবস পালন	মহাপুরুষ ও বিশিষ্ট সমাজদরদী মানব প্রেমিকদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবোধ জাগবে এবং এদের সম্বন্ধে আরও জ্ঞানলাভে আগ্রহ সৃষ্টি হবে সহযোগী মনো-ভাব নিয়ে একটি কাজ সংগঠিত করতে শিখবে।	বিদ্যাসাগরের লেখা হতে পাঠ বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতা আবৃত্তি বীরসিংহের সিংহ শিশু আবৃত্তি প্রার্থনা সঙ্গীত 'ঐ মহামানব আসে' বিদ্যাসাগরের জীবন আলেখ্যর অংশ বিশেষ নাটকাভিনয়।	এই দিনটি সুন্দরভাবে পালনের জন্য এক সপ্তাহের প্রস্তুতি সঙ্গীত আবৃত্তি, কবিতা ও নাটক শেখানো এবং বিদ্যাসাগরের রচনা পাঠন।

বিত্থালয়ের পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন—

ভাষা ও সাহিত্য—বিদ্যাসাগরের রচনা পাঠ,

বিদ্যাসাগরের জীবন কাহিনী পাঠ

পরিবেশ পরিচিতি—মেদিনীপুর জেলা বীরসিংহ গ্রাম দামোদর নদ

সমসাময়িক হাঁটাপথে কলকাতা 'হতে বীরসিংহ

বিদ্যাসাগর ও শিক্ষা আন্দোলন।

(গ)

একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা যেতে পারে-চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর শিশুদের নিয়ে।

১	২	৩	৪
কাজের নাম নিজের গ্রামে বা শহরের ঐ পাড়ায় ১১ বছরের শিশুর সংখ্যা নাম ঠিকানা পিতার নাম বয়স বিদ্যালয় যায় কিনা, না যাওয়ার কারণ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ	কোন কোন উদ্দেশ্য সফল হতে পারে নিজেদের সামাজিক পরিবেশকে বিশেষ ভাবে জানার প্রচেষ্টা। দেশের শিক্ষার অবস্থা ও নিরক্ষরতার সমস্যা ভবিষ্যতের সমাজমুখী ও গণতান্ত্রিক নাগরিক তৈরির কাজে সাহায্য করা	ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা নিজেরা পুরণ করবার জন্য ঘর কেটে ছক তৈরী করা। দলে ভাগ হয়ে ২-৩ দিনের চেষ্টায় তথ্য সংগ্রহ করে আনা এবং পরিচ্ছন্নভাবে লেখা	শিক্ষকের ভূমিকা সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি ছাত্রছাত্রীদের কাছে বুঝিয়ে বলা। ছকের নমুনা দেখিয়ে দেওয়া। দলে ভাগ করে দলনেতা স্থির করে দেওয়া সকল দলকে সাহায্য করা। সমীক্ষায় শেষে লব্ধ জ্ঞানকে গাণিতিক প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ করে লিপিবদ্ধ করতে সাহায্য করা।

লেখার কাজ—চূড়ান্ত ফলটি সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে দেওয়াল পত্রিকায় দেওয়া যেতে পারে।

বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের সাথে সঙ্গতি স্থাপন করার মধ্য দিয়ে তা হ'তে পারে।

সাধারণ গণিত
শতকরা হিসাবে
পরিসংখ্যানের
প্রাথমিক ধারণা।
পরিবেশ পরিচিতি
নিজ গ্রামের শিক্ষা
ক্ষেত্রের অবস্থার বাস্তব
অভিজ্ঞতা। ঘুরে ঘুরে তথ্য
সংগ্রহ কাজের শেষে গ্রামের
একটি নকশা অঙ্কন
শিক্ষায় অনুন্নত এলাকা
ঐ অঞ্চল কতটা এবং
কেন—আধা সামাজিক
অবস্থা সম্বন্ধ ধারণা
ও চেতনা।
মাতৃভাষা-বিবরণী লেখা ও পড়া।

* (পাঠন অভ্যাস কালে এই ধরণের প্রত্যক্ষ)
অভিজ্ঞতামূলক কাজ এবং কিছু
দৃশ্যকলা রচনা করতেও হবে শ্রেণীর
শিশুদের বয়স ও যোগ্যতা বিচার করে
যেমন মেলা, হাট, খেয়াঘাট,
হাসপাতাল, পোষ্টঅফিস, রেলষ্টেশন্
বাসষ্টেশন, পঞ্চায়েতভবন, মিউনিসিপ্যালিটি,
শ্রেণীতে কথোপকথন ও নাটকাভিনয় করান
হবে। যেমন :—
(চাষীর দল, শ্রমিক দল,
ডাক্তার রোগী বাসের যাত্রী পরিচালক
ফেরিওয়ালা-ক্রেতা)

উপরে তিনটি কাজ-এর নমুনা পাঠন অভ্যাস কালে শিক্ষার্থী শিক্ষকদের সুবিধার জন্য বর্ণনা করা হল। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ গ্রহণ কালে জ্ঞান দক্ষতা ও মানসিকতার বিকাশের জন্য—বাৎসরিক কার্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রের সুযোগ সুবিধা মতন কর্মতালিকা প্রস্তুত করে তার সাথে বিদ্যালয়ের সম্ভাব্য কাজের সঙ্গতি স্থাপন করা প্রয়োজন। শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীদের যৌথ উদ্যোগে নিরূপিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। একটি পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত হবে এবং তিনটি পর্য্যায়ে কাজ হবে। প্রতি পর্য্যায়ে কয়েকটি সাধারণ কর্মসূচী গৃহীত হবে। সবার জন্য এককভাবেও কয়েকটী কর্মসূচী গৃহীত হবে দলভিত্তিক ভাবে। অধ্যাপক / অধ্যাপিকার সংখ্যানুযায়ী দলের সংখ্যা নির্ণীত হবে। এক একজন অধ্যাপক / অধ্যাপিকা এক একটী দলের, দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। প্রতি পর্য্যায়ের শেষে শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাজে অংশগ্রহণ সুষ্ঠ সম্পাদন, মৌলিক চিন্তাভাবনার প্রকাশ, সহযোগী মনোভাব, সমস্যাগুলি চিহ্নিত করার ক্ষমতা। এই গুলির উপর মূল্যায়ন করা হবে কাজ ও লিখিত বিবরণীর উপর।

নমুনা ঃ—

ক) ব্যক্তিগত একক কাজ—পাতা সংগ্রহ পালক সংগ্রহ, পাখীর বাসা সংগ্রহ, বাণী সংগ্রহ, ছড়া সংগ্রহ এবং সংগ্রহ পুস্তিকা রচনা। (এই কাজগুলি বিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে)

খ) দলগত কাজ—গ্রামের বা পাড়ার নক্সা, শিক্ষামূলক সমীক্ষা, স্বাস্থ্যমূলক সমীক্ষা, যানবাহনমূলক সমীক্ষা, উপজীবিকামূলক সমীক্ষা, পঞ্চায়েতের কাজ সম্পর্কিত সমীক্ষা গ্রামের কৃষিজ উৎপন্নমূলক সমীক্ষা। দেওয়াল পত্রিকা—প্রতি পর্য্যায়ে, বিজ্ঞান পত্রিকা প্রতি মাসে। বাৎসরিক পত্রিকা সম্পাদন—হাতে লেখা বা ছাপান।

কিভাবে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রমের সংগে বিষয়গত পাঠদানকে যুক্ত করা যাবে তার সংকেত ঃ

ক) প্রথম শ্রেণীর নিজ কাজ ঃ প্রার্থনা, সাফাই দৈহিক, পরিচ্ছন্নত', শ্রেণীসজ্জা—এগুলির সংগে স্বাভাবিকভাবে যে বিষয়গুলি আসতে পারে সেগুলি হলো স্বাস্থ্য, পরিবেশ দূষণ, ফুল সংগ্রহ ও পাতা সংগ্রহ হতে উদ্ভূত প্রকৃতি বিজ্ঞানের পাঠ ;

খ) দৃশ্যকল্প ঃ শিশুরা নবান্ন বা পৌষমেলার অনুরূপ দৃশ্যকল্প রচনা করবে। এই পাঠে প্রাসঙ্গিকভাবে সমাজের মানুষ কে কি কাজ করেন এসে যাবে ;

গ) চরিত্রাভিনয় ঃ মা-বাবার ভূমিকায় অভিনয়। বাড়ীতে শিশুর এক একজন দায়িত্বশীল পারিবারিক সভ্য। এগুলি নিয়ে পাঠ হ'তে পারে সামাজিক পরিবেশ।

ঘ) অনুষ্ঠান ঃ এখন পরীক্ষা হয় বসন্তকালে। বসন্তোৎসব অনুষ্ঠান ১০ মিনিটের কাজ। তাহ'লে সহজ পাঠ হতে কবিতা, মাস ঋতু সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক পরিবেশ ; গণিতের পাঠক্রমের শেষ পর্য্যায়ে —সময়ের হিসাব।

ঙ) মনীষীদের দিবস পালন ঃ নেতাজী দিবস ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন পালনের পর (জানুয়ারী মাস) তার ভিত্তিতে আমার বই রচনা করা যায়। মাতৃভাষা পাঠ হতে পারে—নেতাজী ও স্বামীজী সম্পর্কে রচিত কাহিনী ও কবিতা পাঠ।

চ) সরস্বতী পূজা ঃ শিশুরা বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা করার পর সেই বিষয়ে আমার বই লেখা ও উক্ত অনুষ্ঠান থেকে গণিতের নমুনা উদাহরণ সংগ্রহ করে গণিতের পাঠদান।

ছ) পর্য্যবেক্ষণ মূলক কাজ ঃ বিদ্যালয় ও গৃহসংলগ্ন এলাকায় পর্য্যবেক্ষণ করবে। শ্রেণীতে তারই ভিত্তিতে আকাশ, গাছপালা, ফুল ফল সব্জি সম্বন্ধে পাঠদান হবে। এই প্রসঙ্গে সহজ পাঠ হতে পাঠ—জবাফুল লাল, বেলফুল সাদা ইত্যাদি হতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম শ্রেণীর কাজগুলিই হবে তবে একটু উন্নত মানের অর্থাৎ পাঠদান হবে শ্রেণী উপযোগী। যেমন—চরিত্রাভিনয় হতে পারে বাসের যাত্রী, কণ্ডাক্টার, বাসের যাত্রীদের নিজেদের মধ্যে পোষা প্রাণী ও তার প্রিয় মালিক—কথোপকথন কাল্পনিক

এর সঙ্গে সম্পর্কিত কবিতা পাঠ—'যদি খোকা না হয়ে' কবিতা, 'আমি আজ কানাই মাষ্টার' এ ধরণের কবিতা।

প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ— ফাল্গুন চৈত্র মাসে প্রাণী ও উদ্ভিদ পর্য্যবেক্ষণ—পাখীর বাসা সংগ্রহ, পালক সংগ্রহ, পাঠ —পাখীর শ্রেণীবিভাগ, ফলের শ্রেণী বিভাগ, ফুলের শ্রেণী বিভাগ—সহজ পাঠ হতে পাঠ, কিশলয় হতে

অনুষ্ঠান—১০ মিনিটের। সম্পর্কিতভাবে অনুষ্ঠানের টিকিট ২৫ পঃ মূল্যের তৈরী করা হবে শিশুদের তৈরী।

(অন্যান্য শ্রেণীতে উপরিউক্ত উপায়ে পাঠদান পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

শিক্ষণ কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের একটি বাৎসরিক কার্য্য তালিকার নির্দিষ্ট সময়ের সম্ভাব্য নমুনা—

বৎসরে ১৪৪টি শ্রেণী ঘন্টা প্রতিটি ৪৫ মিনিট করে। কিন্তু কয়েকটি কাজের জন্য একদিনের পুরো সময় লাগতে পারে।

১। তাত্ত্বিক আলোচনা পাঠ্যসূচীতে বর্ণিত ১ ও ২ নম্বর বিষয়.... ....৪ শ্রেণী ঘন্টা

২। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মাসের শেষ সপ্তাহে পরবর্ত্তী মাসের প্রতিনিধি নির্বাচন ও মাসের প্রথম সপ্তাহে বিবরণী পাঠ ১০ মাসে। একদিন ....২০ শ্রেণী ঘন্টা

৩। বিশেষ দিবস পালন—সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবস, শিক্ষক দিবস, শিশু দিবস, অভিভাবক দিবস, আন্তর্জাতিক রেড়ক্রস দিবস, আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ইত্যাদি (একদিন প্রস্তুতি আলোচনা হবে একদিন অনুষ্ঠান হবে) ....১২ শ্রেণী ঘন্টা

৪। উৎসব অনুষ্ঠানাদি—
সমাজতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক প্রদর্শনী ঋতু উৎসব (বর্ষা, বসন্ত) প্রস্তুতি সহ ....২০ শ্রেণী ঘন্টা

৫। সাহিত্য বাসর ও বিজ্ঞান সভা (মাসে একটি করে) ১০ মাসে ... ২০ শ্রেণী ঘণ্টা

৬। মনীষীদের জন্মদিবস পালন—নেতাজী, স্বামীজী, গান্ধীজী, নজরুল, সুকান্ত, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, বিদ্যাসাগর ... ৮ শ্রেণী ঘণ্টা

৭। ধর্মীয় চিন্তানায়কগণের জন্মদিবস—বুদ্ধপূর্ণিমা, গুরু নানক, শ্রীচৈতন্য, হজরত মহম্মদ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, রামমোহন রায়। ... ৭ শ্রেণী ঘণ্টা

৮। সমীক্ষা—(দলগত ভাবে)

প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্য্যায়ে ৩টী করে

সামাজিক পরিবেশ — —

আবহাওয়া পরিবেশ — — ৩৬ শ্রেণী ঘণ্টা

মোট ৯টী সমীক্ষার কাজের পরিকল্পনা, কাজ ও মূল্যায়ন।

৯। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ ও বক্তৃতা ব্যবস্থা (জনপ্রতিনিধি, ডাক্তার, সমাজসেবী, শিল্পী, ক্রীড়াবিদ প্রভৃতিদের ৫ দিন নিয়ে।

১০। বৎসরে তিনটি ভ্রমণ (ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, শিল্পাঞ্চল, কৃষি খামার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমূলক স্থানে (অনতিদূরে অবস্থিত) পরিকল্পনা, কাজ ও বিবরণী পাঠ — ৯ দিন

১৪১ মোট

তিন দিন অবশিষ্ট (অন্য কাজের জন্য)— ৩

মোট— ১৪৪ শ্রেণী ঘণ্টা

বিঃ দ্রঃ—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক প্রতিটি কর্ম পরিকল্পনাই বিদ্যালয়ে কিভাবে গৃহীত হতে পারে সে বিষয়ে আলোচিত হবে।

পাঠদান অভ্যাস (Practical Teaching)

উদ্দেশ্য ঃ—

১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন বিষয় বিদ্যালয়ে যথাযথভাবে শিক্ষাদানের কুশলতা অর্জন করা।

২। প্যঠক্রমকে বিভিন্ন পাঠএককে বিভক্ত করে পাঠদানের রূপরেখা বা পরিকল্পনা প্রস্তুতিকরণের দক্ষতা অর্জন, পাঠটীকা প্রস্তুতিকরণের দক্ষতা অর্জন করা।

৩। উপযুক্ত শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্বাচনে ও প্রয়োগের যোগ্যতা অর্জন করা।

৪। পাঠশেষে মুল্যায়ন করার সামর্থ্য অর্জন করা এবং তার ভিত্তিতে রেকর্ড রাখতে শেখা।

৫। পাঠ উপযোগী শিক্ষোপকরণ প্রস্তুত করার অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

৬। শিশুদের শিখন সমস্যা জানতে বুঝতে শেখা এবং তার সমাধান করার উপায় জানা।

৭। বিদ্যালয়ের মামুদায়িক জীবন সংগঠনের অভিজ্ঞতা লাভ করা।

৮। বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশ থেকে আগত শিশুদের শিখন প্রয়োজনীয়তা। জেনে পাঠক্রমের সাথে যথাবিহিত সামঞ্জস্যবিধান করতে শেখা।

৯। একই সময়ে একাধিক শ্রেণীতে পঠন-পাঠনের দক্ষতা অর্জন করা।

১০। বিদ্যালয় ও পার্শ্ববর্তী সমাজের সাথে সংযোগরক্ষাকারী কর্মানুষ্ঠানের পরিকল্পনা রচনায় ও তা সম্পাদনে দক্ষতা অর্জন।

১১। কর্ম-মাধ্যমে শিক্ষাদানের কুশলতা অর্জন করা।

১২। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের মাধ্যমে পাঠক্রমের সম্প্রসারণ করতে শেখা।

সংগঠন ঃ—

১। অধ্যাপকমণ্ডলী পাঠদান অভ্যাসকে সুসংগঠিত করার জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন শিক্ষাবর্ষের প্রারম্ভেই। এবং এই পরিকল্পনাটি নির্বাচিত সহযোগী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জানিয়ে তাঁদের সহযোগিতা আহ্বান করতে হবে।

২। পাঠদান পরিকল্পনাটি শিক্ষার্থীদের কাছে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে; এবং এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কি উপলব্ধি এবং দক্ষতা তাঁরা অর্জন করবেন তা জানানো হবে এবং পাঠদান অভ্যাসের মূল্যায়ন বিধিও এই প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীদের জানানো হবে।

৩। প্রথম ১৪টি কার্যদিবসে প্রদর্শিত পাঠদান (Demonstration Lesson) এবং সমালোচিত পাঠদান (Criticism Lesson) পরিচালিত হবে। বাকী ২৮টি কার্যদিবসে (চূড়ান্ত পরীক্ষা সহ) পাঠদান অভ্যাস হবে। প্রথম ১৪দিনের কাজকর্ম বাস্তব অবস্থায় পরিচালিত করা বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে সহায়তা করার জন্য পাশাপাশি প্রাথমিক বা নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয় পেতে যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশদান প্রয়োজন হবে (সুপারিশ অংশে এ বিষয়ে মন্তব্য রাখা হ'ল)।

৪। শিক্ষাবর্ষ শুরুর তৃতীয় মাস থেকে প্রদর্শিত পাঠদান বা সমালোচিত পাঠদানের কাজ আরম্ভ হবে।

৫। কয়েকটি কর্মভিত্তিক পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি বিষয়গুলির উপরে পাঠদান করতে হবে। ইহা ছাড়া পাঠক্রমের অন্যান্য বিষয় যথা ক্রীড়া বিষয়ক, শিল্পকাজ বিষয়ক, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক এক বিদ্যালয় ও পার্শ্ববর্তী সমাজের সম্পর্ক রচনা বিষয়ক সকল প্রকার পাঠ দিতে হবে ও কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ন্যূনতম শতকরা ৯০ দিন পাঠদান অভ্যাস করতে হবে।

৭। একাধিক শ্রেণীতে একসাথে পাঠদানের ব্যবস্থা (Multiplo Class Teching) অবশ্যই করতে হবে।

৮। পরিদর্শক বিধি :—ক) পাঠদানের পূর্বে পরিকল্পনা-প্রণয়নে ছাত্রদের সাথে অংশগ্রহণ এবং পরিকল্পনা অনুমোদন।

খ) পাঠদানের সময়ে পরিদর্শন।

গ) পাঠদানের শেষে শিক্ষার্থীর সাথে আলোচনা। পরিদর্শকের মন্তব্যগুলি শিক্ষার্থীর অগ্রগতির পক্ষে অর্থপূর্ণভাবে সহায়ক হওয়া প্রয়োজন। পরিদর্শকগণ নির্দ্দিষ্ট শর্তাবলী ও ছকের সাহায্যে পরিদর্শন ক্রিয়া ও মূল্যায়ন করবেন। এইজন্য একটি ছক তৈরী করে দিতে হবে।

ঘ) প্রতি শনিবারে অর্ধদিবসের কাজের শেষে আনুমানিক এক ঘণ্টা কাল সেই বিদ্যালয়ের পাঠদানরত শিক্ষার্থীরা, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক/শিক্ষক এবং ঐ বিদ্যালয়ের স্থায়ী শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ ঐ সপ্তাহের মূল্যায়ন এবং পাঠদান সম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন।

৯। আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের নম্বর বিন্যাস :—

১) প্রদর্শনী পাঠে/সমালোচনা মাঠে অংশগ্রহন—২০
২) সামগ্রিক পাঠ পরিকল্পনা— ১০
৩) প্রদীপন তৈরী ও তার ব্যবহার— ২০
৪) পঠন পাঠন নির্ভর কাজ— ৪৫
৫) স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চা মূলক কাজ— ১৫
৬) সৃজনাত্মক/উৎপাদনাত্মক কাজ— ১৫
৭) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মূলক কাজ— ১৫

১৪০

১০। অধ্যাপক মণ্ডলী (শিক্ষকবৃন্দ সহ) পাঠদান অভ্যাস পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকবেন, পরিদর্শন করবেন এবং মূল্যায়ন করবেন।

১১। বহিঃ পরীক্ষা—১৬০ (প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ বাদে অন্যান্য বিষয়ে আভ্যন্তরীণ ও বহিঃ পরীক্ষায় আলাদা আলাদা ভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে)

ক) বহিঃ পরীক্ষক একক ভাবে পরীক্ষা নেবেন।

খ) বহিঃ পরীক্ষক দুইটি পাঠ দেখবেন। একটি মাতৃভাষা বা গণিত, অন্যটি যে অন্য কোন বিষয়ের উপর। প্রয়োজন বোধে তিনি শিক্ষার্থীর তৃতীয় পাঠও (তৃতীয় কোনো বিষয়ে) দেখতে পাবেন।

খ) আবশ্যিক ঐচ্ছিক

বিষয়াদি ঃ

১। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য ঃ— পূর্ণমান—৫০

১। প্রাক-প্রাথমিক স্তরের (২½— ৬ বৎসর) শিশুদের শিক্ষাদানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা।

২। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা ও তার সমাধান ও ঐ কাজের পরিধির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে এবং তদনুযায়ী মানসিকতা গঠনে শিক্ষক শিক্ষ্যর্থীকে সহায়তা করা।

৩। প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের দৈহিক মানসিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত করানো।

৪। আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে বিভিন্ন শ্রেণী পরিবেশ থেকে আগত শিশুর বিভিন্ন ধরণের চাহিদা ভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করানো।

পাঠ্যসূচী ঃ

১। প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

২। প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে, নার্শারী, কিণ্ডারগার্টেন, প্রাক্-বুনিয়াদী, বালোয়ারী, অঙ্গনবাড়ী আন্দোলন।

৩। প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের মানসিক বৈশিষ্ট্য--শিশুর চাহিদা—ব্যক্তি বৈষম্য।

৪। প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি ও বিকাশ—খাদ্য ও পুষ্টি প্রকল্প—শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা—রেকর্ড সংরক্ষণ অসুস্থ শিশুকে চিহ্নিতকরণ ও অভিভাবকের পরামর্শ দান—প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান, স্বাস্থ্যপ্রদ সু-অভ্যাস গঠন।

৫। শিক্ষাদান পদ্ধতি—খেলাচ্ছলে শিক্ষা, স্বয়ং শিক্ষা, মন্তেসরী পদ্ধতি, উপকরণের গুরুত্ব ও পুস্তকবিহীন শিক্ষা অভ্যাস, স্বল্পব্যয়ী উপকরণ ও খেলনা প্রস্তুতকরণ।

৬। প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে ভাষার বিকাশ—শ্রবণ ও কথন, গল্প, কবিতা ও ছড়া শোনা ও গল্প বলা, আবৃত্তি করা, ছড়া বলা, বস্তুপরিচয়—দেখা ও বলা।

৭। খেলা ও উপকরণ সাহায্যে গণিতের ১ থেকে ১০ পর্য্যন্ত সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা—তুলনার ভিত্তিতে আকার, আয়তন ও ওজন সম্পর্কিত ধারণা দান।

৮। প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ ও তার গুরুত্ব।

৯। সামাজিক সু-অভ্যাস গঠন—অভিবাদন, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ইত্যাদি।

অঙ্কন নৃত্যগীত, অঙ্গভঙ্গি সহকারে আবৃত্তি।

১০। খেলা ও দলবদ্ধ কাজের গুরুত্ব।

১১। শ্রেণীতে সমস্যা শিশু চিহ্নিতকরণ—পিছিয়ে পড়া, লাজুক শিশু, অস্বাভাবিক শিশু, জেদী ও বদমেজাজী শিশু, বেশী বুদ্ধিমান শিশু, শ্রেণীতে সমস্যার প্রতিকার।

মাতৃ-দিবস—মাতৃ-দিবসের কর্মসূচী

[ব্যবহারিক—কেবল আভ্যন্তরীন মূল্যায়নের জন্য প্রতি শিক্ষার্থী অন্ততঃ দুটি করে শিক্ষা-উপকরণ তৈরী করবেন]

দু-একটি প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন।

২। জন শিক্ষা

পূর্ণমান—৫০

উদ্দেশ্য ঃ—

১। শিক্ষার্থীকে সমাজের গোড়ার কথা ও সমাজের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা।

২। শিক্ষায় মানুষের জন্মগত অধিকার, সর্বস্তরের মানুষের জন্য শিক্ষা, প্রথামুক্ত শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান, জাতীয় বয়স্কশিক্ষা প্রকল্প সম্বন্ধে অবহিত করা।

৩। সামাজিক সমস্যাগুলি চিহ্নিতকরণ ও সেগুলির সমাধান করাব ক্ষমতা এবং অসহায় মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানসীকতা গঠনের ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা।

৪। শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বদানের দক্ষতা, সমাজের মধ্য থেকে নেতৃত্ব দানের উপযুক্ত মানুষ বেছে নেওয়ার যোগ্যতা, বিশেষ সমাজের বিশেষ সমস্যা বুঝে শিক্ষার মাধ্যমে তার প্রতিবিধান করার ক্ষমতা ও দক্ষতা গঠনে সহায়তা করা।

পাঠ্য-সূচী ঃ—

১। সমাজের ধারণা, সমাজের নির্ণায়ক—নগরভিত্তিক সমাজ ও গ্রামীন সমাজ—উহাদের সাংস্কৃতিক, অর্থ-নৈতিক ও সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য।

২। সমাজশিক্ষার স্বরূপ—সমাজ শিক্ষার নীতিসমূহ।

৩। সমাজের সার্বিক উন্নতি—উহাতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বয়স্কশিক্ষা, প্রথামুক্ত শিক্ষার ভূমিকা, শিক্ষক ও ছাত্রের ভূমিকা।

৪। সামাজিক জীবনের সমস্যা—সামাজিক বিচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্নতা—নানাপ্রকার শোষণ ও অসাম্য, মূল্যবোধের অবক্ষয়, কুসংস্কার, নিরক্ষরতা—এসব সমস্যা সমাধানে সমাজশিক্ষার ভূমিকা।

৫। জাতীয় বয়স্কশিক্ষার কর্মসূচী—তাৎপর্য, সংগঠন ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা—প্রথামুক্ত শিক্ষার ভূমিকা।

অনুষ্ঠান সংগঠন—

উপলক্ষ্যের তাৎপর্য; সময়ানুযায়ী অনুষ্ঠান সূচী প্রণয়ন ও গান নির্বাচন, সুরুচি পূর্ণ অনুষ্ঠানে বৈচিত্র, আকর্ষনীয় উপাদান ও শিক্ষণীয় বিষয় বস্তুর সমাবেশ।

প্রার্থনা সঙ্গীত—

১) তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে ... .
২) অন্তর মম বিকশিত কর.... ....
৩) ছোট শিশু মোরা.... ....
৪) আনন্দলোকে.... ....
৫) হও ধরমেতে ধীর.... ...
৬) মন জাগো মঙ্গল লোকে
৭) সারা জীবন দিল আলো

জাতীয় দিবস পালন উপযোগী—

১) জনগণমন অধিনায়ক... ....
২) একসূত্রে বাঁধিয়াছি.... ..
৩) উঠগো ভারতলক্ষ্মী.... ....
৪) চল, চল, চল, উর্দ্ধ গগণে ... .
৫) আমরা সবাই রাজা.... ....

জন্মদিন ও স্মরণ দিবস—

১) কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ.... ....
২) যদিতোর ডাক শুনে ... .
৩) মরণ সাগর পারে তোমরা অমর.... ....
৪) বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো.... ....

ঋতু উৎসব—

১) বাদল বাউল
২) আজ ধানের খেতে
৩) মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
৪) হিমের রাতে.... ....
৫) শীতের হাওয়ার লাগল নাচন
৬) ঝম ঝম ঘন ঘনরে
৭) শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি

ছড়ার গান—

১) আকাশজুড়ে মেঘ করেছে

২) বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

৩) আয়রে আয় টিয়ে

৪) আয়রে আয় ছেলের দল মাছ ধরতে যাই

৫) ঝমঝমাঝম বৃষ্টি পড়ে

কর্ম সঙ্গীত—

১) চল চল খেলি চল ফুটবল সকলে

২) আঁচড়াও আঁচড়াও আঁচড়াও চুল

৩) চল কোদাল চালাই

৪) ছোট একটি কৃষক আমি জমিতে দেই চাষ

৫) শিয়ালের বাড়ীতে সারসের নিমন্ত্রণ

৬) সুপ্রভাত হে সূর্যি মামা

আনুষ্ঠানিক—

১) আয়রে আমাদেয় অঙ্গনে (বৃক্ষ রোপন)

২) চাষ করি আনন্দে (কৃষিকাজ ও উদ্যান রচনা)

৩) অগ্নিশিখা এসো এসো (প্রদীপ জ্বেলে উদ্বোধন)

৪) শুভ কর্মপথে ধর (উদ্বোধন)

৫) এদিন আজি কোন ঘরে গো (বৈতানিক)

বহিঃ পরীক্ষা—৫০ নম্বর

ব্যবহারিক (Performance)—৩০ নম্বর

মৌখিক (Viva Voce) —১৫ নম্বর

ব্যবহারিক বিবরণপঞ্জী (Practical Recording)—৫

সকল শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন পর্য্যায়ের ৩টি করে গান শেখা আবশ্যিক। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের অন্তর্গত হবে।

৪। বিশেষ চারুশিক্ষা

পূর্ণমান—৫০

উদ্দেশ্য ঃ—

১। চারুশিল্পের রুচিজ্ঞান ও অভিব্যক্তির বোধ উপলব্ধিতে সহায়তা করা।

২। সুন্দর জিনিসকে উপভোগ (**appreciate**) করতে এবং তাকে সযত্নে রক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সহায়তা করা।

৩। পাঠদানে প্রদীপনের বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করা।

৪। যে কোন হাতের কাজ করার পূর্বে নক্সা তৈরী এবং অলংকরণের গুরুত্ব উপলব্ধি করানো।

৫। বিদ্যালয় ও বাসস্থানের পরিবেশকে শ্রীমণ্ডিত ও সুরুচিসম্পন্ন করে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সহায়তা করা।

পাঠ্যসূচী ঃ—

১। শিল্পকলার স্বরূপ—প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পের সম্বন্ধ—শিল্পের উপাদান সমূহ—রূপ, ত্বক (texture) ছন্দ, ভারসাম্য, সামঞ্জস্য।

২। ভারতীয় শিল্পকলার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা (প্রতিপাদনের মাধমে)।

৩। রঙ ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে ধারণা—প্রাথমিক ও মাধ্যমিক রঙ, গাঢ় ফিকে রঙ (**shades**), পরিপূরক রঙ, ঠাণ্ডা রঙ ও গরম রঙ—রঙের তাৎপর্য।

৪। লোকচিত্র শিল্প সম্পর্কে ধারণা—পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-শিক্ষা। (লোক-শিল্পের নমুনা দেখাতে হবে)

৫। নক্সা ও অলংকরণ—নক্সার একক দেখানোর পর্য্যায় সম্পর্কে ধারণা, এককের পুনরাবৃত্তি (**Altirnation Motivation**) (বোঝানোর সময় **Dimonstation** দিয়ে বোঝানো)

৬। অক্ষর লেখা সম্পর্কে জ্ঞান—বিভিন্ন ধরণের বাংলা অক্ষর।

৭। মানুষ, পশু, পাখী, আঁকা সম্পর্কে প্রতীক ব্যবহারের ধারণা।

৮। পাত্র ও পুতুল অলংকরণ, বাটিক, বাঁধনির প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা।

৯। শ্রেণীতে চারুশিক্ষার কর্ম পরিচালনার জন্য কর্ম পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে ধারণা।

ব্যবহারিক (কেবল অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন যে কোন দুটি)

ক) আলুর ছাপ, কাঠের ছাপ, ষ্টেনসিল, Line cut

খ) মাটির কাজ—ছাঁচ তৈরী, কুণ্ডলীকৃত মৃৎশিল্প। (Coiled Pottery) Slab Pottery খেলনা তৈরী।

গ) রঙিন কাগজ কেটে নক্শা বা ছবি, কোলাজ ইত্যাদি।

ঘ) বাটিক ও বাঁধনির কাজ।

চ) আলপনা ও বিদ্যালয় গৃহ অলংকরণ।

ছ) ছবি আঁকা (Picture Composition)

৫। প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়ন ও পরিমাপ

পূর্ণমান—৫০

উদ্দেশ্য ঃ—

১। শিক্ষার পরিমাপ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আগ্রহী হতে এবং উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতা অর্জন করতে সহায়তা করা।

২। শিক্ষার পরিমাপের বিভিন্ন কৌশল আয়ত্তীকরণে সক্ষম করে তোলা ;

৩। পরিমাপের ফলাফল বিশ্লেষণ করে শিক্ষার কাঙ্খিত উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত করা।

পাঠ্যসূচী ঃ—

১। প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য—পরিমাপ ও মূল্যায়নের সম্পর্ক—নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের কৃৎকৌশল।

২। শিক্ষা প্রয়াসের বৈজ্ঞানিক ধারা।

৩। অপচয় ও অনুন্নয়ন সমস্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও পরিমাপের বিভিন্ন কৌশল।

৪। পরিমাপ বিধি—তথ্য সংগ্রহ—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, তথা সংকলন—পরিসংখ্যা বিভাজন, অনুসন্ধান বিধি—স্তম্ভ লেখচিত্র, রেখা লেখচিত্র, পাই চিত্র, আয়তলেন, পরিসংখ্যা বহুভুজ, যৌগিক গড় (Mean) মধ্যমান, সংখ্যা গুরু মান, গড় বিচ্যুতি, সমক পার্থক্য।

৫। পরিমাপের বিশ্লেষণ এবং সংশোধনী ব্যবস্থা।

৬। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহারযোগ্য মূল্যায়ন কৌশল—প্রশ্নপত্র ও অভীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, রেটিংস্কেল এবং প্রশ্নগুচ্ছ।

৭। পারদর্শিতার অভীক্ষা ঃ—মৌখিক, লিখিত, ব্যবহারিক, রচনাধর্মী, নৈর্ব্যক্তিক, মানসূচক (norm based) ও ন্যূনতম আচরণগত উদ্দেশ্যভিত্তিক অভীক্ষা, কারণ অনুসন্ধানী অভীক্ষা।

৬। সূচীশিল্প ও বয়ন শিল্প শিক্ষা

পূর্বতন সিনিয়র ট্রেনিং স্কুল/কলেজগুলিতে এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকা রয়েছেন এবং যাঁরা লেডি ব্র্যাবোর্ন সূচীশিল্পের (প্রথমাংশ) ডিপ্লোমার সমতুল্য পাঠদানে দীর্ঘদিন অভ্যস্থ হয়েছেন। প্রথমতঃ তাঁদের কথা ভেবে এবং মহিলা শিক্ষার্থীদের আগ্রহ তথা অধিকতর প্রয়োজনের দিক চিন্তা ক'রে বিষয়টির পঠন-পাঠন আবশ্যিক ঐচ্ছিক বিষয় স্ত'রে রাখা প্রয়োজন এবং সম্ভবও বটে।

বিষয়টির বিস্তারিত পাঠ্যসূচী আলোচনান্তে স্থিরীকৃত হবে।